রামদাস-চরিতামৃত

॥ ছন্দোবদ্ধ অলৌকিক জীবনগাথা ॥

রামদাসের
চরিতামৃত

Vrindavan Das
Govind Kund
Vrindavan, Mathura

হরিদাস চরিতামৃত

॥ ছন্দোবদ্ধ অলৌকিক জীবনগাথা ॥

খালসা [illegible]
২৪২, সেবা কুঞ্জ
পো: বৃন্দাবনধাম
জেলা মথুরা
পিন নং-২৮১১২১

পরিবেশক : দে বুক স্টোর কলকাতা ৭৩

শ্রীশ্রী নিতাই গৌরাঙ্গ ভক্ত সেবাশ্রমের উদ্যোগে ও
শ্রীসনাতন দাস বাবাজীর অনুপ্রেরণায় প্রকাশিত

॥ প্রথম প্রকাশ ॥
ডিসেম্বর, ১৯৭৬

॥ মুদ্রক ॥
রবীন্দ্রনাথ দাশ
মুদ্রাকর প্রেস
১০/১ সি মারহাট্টা ডিচ লেন
কলিকাতা-৩

॥ বাঁধাই ॥
বঙ্গ বন্ধনী
১৪৭ কেশব সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

॥ প্রচ্ছদ ॥
অজয় গুপ্ত

মূল্য
৬·০০ টাকা

© শ্রীশ্রীনিতাইগৌরাঙ্গ ভক্ত সেবাশ্রম

ভূমিকা

সনাতন হিন্দুধর্ম যখন ঘন তমসায় আবৃত তখনই হরিনামের পসরা নিয়ে এসে দাঁড়ালেন মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ, লুপ্ত ধর্মের ঘটলো পুনরভ্যুদয়। মহাপ্রভুরই এক পুণ্য-পদাঙ্কিত ভূমি শ্রীপাঠবাড়ীর মহিমা যখন বহু যুগের বিস্মৃতির অন্তরালে অবহেলিত হয়ে পড়েছিল, তখন তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন আমাদেরই পরমদয়াল, পরমকারুণিক শ্রীল শ্রীমদ্ রামদাস বাবাজী মহারাজ।

বাংলা ১৩৮৩ সাল বৈষ্ণব জগতের এক চিরস্মরণীয় বৎসর। কারণ এই বৎসরেই পূজ্যপাদ বাবাজী মহারাজের শুভ জন্মশতবর্ষ উৎসব দিকে দিকে পালিত হচ্ছে, প্রচারিত হচ্ছে তাঁর মহিমময় আদর্শ নামগানের মাধ্যমে। নাম বিনা কলিহত জীবের মুক্তি নেই। মহাপ্রভুর প্রচারিত ও প্রবর্তিত নামগানের পবিত্র স্রোতধারা .কালক্রমে ভারতবর্ষে তামসিক প্রভাবে প্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, পরবর্তীকালে বাবাজী মহারাজ সেই গীতধারার পুনঃপ্রবর্তন করলেন, প্রচার করে গেলেন সুমধুর নাম সংকীর্তনের। সেই অখণ্ড হরিনাম সংকীর্তনই জীবকে দেবে প্রেরণা, পৌছে দেবে শ্রীগোবিন্দের রাতুল চরণে।

এছাড়া তাঁর আদর্শ ও চিন্তাধারাকে সমাজের সর্বস্তরে পৌছে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন বৈষ্ণব প্রতিষ্ঠান অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। এ কাজে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অবদান বরাহনগর পাঠবাড়ীর। আশ্রমের বর্তমান মোহান্ত শ্রীমধুসূদন দাস বাবাজী, শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণ দাস বাবাজী, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ রায় এবং শ্রীহৃদয়কৃষ্ণ দাস অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন।

তাঁদেরই কৃপাধন্য ব্যারাকপুরের অন্তর্গত শ্রীশ্রীনিতাইগৌরাঙ্গ ভক্ত সেবাশ্রম অতি অল্পদিনেই বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এই আশ্রমের প্রধান মোহান্ত, বাবাজী মহাশয়ের বিশেষ কৃপাধন্য, পরমবৈষ্ণব শ্রীসনাতন দাস বাবাজী তাঁর আশ্রম প্রাঙ্গণকে মুখরিত করে রেখেছেন 'ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম, জপ

হরে কৃষ্ণ হরে রাম’ নামে। আশ্রমের প্রাণ-প্রতিষ্ঠার দিন থেকে অহোরাত্র চলেছে এই সুমধুর নামগান। মুখ্যতঃ তাঁরই প্রেরণায় ও কবি শ্রীবিনোদমোহন ভৌমিকের লেখকতায় প্রকাশিত হলো ‘রামদাস চরিতামৃত’ নামক এই ছন্দোবদ্ধ জীবনী-কাব্যখানি। বাবাজী মহারাজের জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে যে সুবৃহৎ কর্মযজ্ঞ আরম্ভ হয়েছে, পূজ্যপাদ বাবাজী মহারাজের জীবনলীলা-মাধুরী-সম্বলিত এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি সেই বৃহৎ কর্মকাণ্ডে একটি দীন সংযোজন। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পাঠ করে যদি কোনো ভক্তিরসপিপাসুর অন্তরে এক অনাবিল অনির্বচনীয় আনন্দের ধারা প্রবাহিত হয় তবেই আমাদের এই প্রয়াস হবে সার্থক। এই গ্রন্থের উপসংহার অধ্যায়ে এই গ্রন্থ রচনার প্রকাশকাল অর্থাৎ ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বাবাজী মহারাজের আশীর্বাদধন্য বিভিন্ন বৈষ্ণবতীর্থ এবং সংশ্লিষ্ট মোহান্ত এবং সেবকবৃন্দের অবদানকে ভক্তিভরে স্মরণ করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে যে সব মোহান্ত এবং সেবকবৃন্দ কয়েক শতাব্দী ধরে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু কর্তৃক প্রবর্তিত ও নির্দেশিত বৈষ্ণবধর্মের প্রচার, স্মরণ, মনন ও কীর্তনাদির দ্বারা আপামর জনসাধারণকে কৃষ্ণভক্তিরসে আপ্লুত রেখেছিলেন এবং আগামী দিনেও যে সব দীন মোহান্ত ও সেবকরা মানবমুক্তির জন্য এই মহান ধর্ম প্রচার করে নিজেদের নিরহঙ্কৃত ও নিরলঙ্কৃত জীবন উৎসর্গ করবেন, তাঁদের সকলের চরণে বিনম্র বিনতি নিবেদন করি।

ভক্তদের ঘরে ঘরে এই মহিমময় পুরুষের পূত জীবনচরিত পৌঁছে দেওয়ার মানসেই এই ছন্দোবদ্ধ পুস্তকখানি প্রকাশ করা হলো। যদি এই পুস্তকখানিতে কোনো অনিচ্ছাকৃত ভ্রম হয়ে থাকে, তবে আশা করি শ্রীশ্রীনিতাইগৌরাঙ্গ ভক্ত-সেবাশ্রমের প্রথম প্রয়াস হিসেবে সেই ত্রুটিকে আপনারা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সেই বিষয়ে অবহিত করে সহযোগিতা করবেন। ভক্তচরণে দীন প্রণাম নিবেদন করি। অলমিতি বিস্তরেণ—

৭২/৪ বারুইপাড়া লেন
কলকাতা-৭০০০৩৫

বিনয়াবনত
ডঃ নিতাই বসু

সূচীপত্র

শ্রীশ্রীরাধারমণ চরণদাস বাবাজীর আবির্ভাব ১৯

॥ প্রথম পর্ব্ব ॥

প্রথম পরিচ্ছেদ :

বংশ পরিচয় এবং আবির্ভাবভূমি ২১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :

পিতামাতার তীর্থ পর্য্যটন এবং শ্রীবৃন্দাবনে প্রাণ-কিশোরের সাক্ষাৎ—বাবাজী মহারাজের আবির্ভাব ... ২২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ :

অন্নপ্রাশন, নামকরণ, বাল্যলীলা ২৪

চতুর্থ পরিচ্ছেদ :

"জীবে দয়া" প্রবৃত্তির প্রকাশ ২৫

॥ দ্বিতীয় পর্ব্ব ॥

প্রথম পরিচ্ছেদ :

রাধিকার সাধুসঙ্গ লাভ এবং কীর্ত্তন শক্তির প্রকাশ ২৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :

জগবন্ধুর সহিত মিলন ৩০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ :

পাটুবিয়ায় বৈষ্ণব মেলায় গমন—মনে বৈরাগ্যের উদয় ... ৩২

চতুর্থ পরিচ্ছেদ :
প্রেমানন্দ ভারতী মহারাজের সঙ্গে মিলন—নগর-কীর্ত্তনের সূচনা এবং শ্রীধাম নবদ্বীপ যাওয়ার প্রস্তুতি ৩৩

পঞ্চম পরিচ্ছেদ :
নবদ্বীপধাম দর্শন ৩৭

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ :
শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন, সংসার ত্যাগের উদ্যোগ। জগবন্ধু কর্ত্তৃক রামদাস নামকরণ ৪২

॥ তৃতীয় পর্ব্ব ॥

প্রথম পরিচ্ছেদ :
নবদ্বীপ হইয়া বৃন্দাবন গমন ৪৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :
হাতরাশে কিছুদিন ভক্তবৃন্দের সঙ্গ ৫১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ :
বৃন্দাবনধামে যাত্রাপথে সাথী ব্রজমাতা ৫৩

চতুর্থ পরিচ্ছেদ :
ব্রজধামে ব্রজবালার সহিত সাক্ষাৎ এবং সাধু সঙ্গ ৫৮

পঞ্চম পরিচ্ছেদ :
ব্রজ পরিক্রমায় যাত্রা আরম্ভ ৬৪

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ :
ব্রজবালা হইতে বিচ্ছিন্ন, দর্শন ৬৭

সপ্তম পরিচ্ছেদ :
প্রেতাত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং মন্ত্রলাভ ৭২

অষ্টম পরিচ্ছেদ :
ব্রজবালার সহিত পুনর্মিলন এবং লীলা আস্বাদন ... ৭৯

॥ চতুর্থ পর্ব্ব ॥

প্রথম পরিচ্ছেদ :

ব্রজবালার সঙ্গে বিচ্ছেদ ৮৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :

হাতরাশে জগবন্ধুর সঙ্গে মিলন ৮৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ :

জগবন্ধুর সঙ্গে পঞ্চক্রোশ পরিক্রমা ৮৯

চতুর্থ পরিচ্ছেদ :

বৈষ্ণবী মায়ার প্রভাব হইতে বাবাজী মহাশয়কে রক্ষা
করিবার জন্য জগবন্ধুর বিশেষ সতর্কতা ৯৯

পঞ্চম পরিচ্ছেদ :

জগবন্ধুর বিদেশ গমন, বাবাজীর নির্জ্জন সাধনা এবং
ভক্তসঙ্গ ১০৩

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ :

বাবাজীর পিতামাতার সঙ্গে কাশী গমন এবং কাশীতে
বিবিধ দর্শন ১০৯

সপ্তম পরিচ্ছেদ :

বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্ত্তন, মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের সাক্ষাৎ
এবং ভক্তসঙ্গ ... --- ... ১১২

॥ পঞ্চম পর্ব্ব ॥

প্রথম পরিচ্ছেদ :

ব্রজমণ্ডল হইতে নিষ্ক্রমণ এবং গৌড়মণ্ডলে প্রবেশ ... ১১৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :

ডোমপাড়ায় নগর কীর্ত্তন ১২২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ :

একেলা বাবাজী মহাশয়ের টহল কীর্ত্তন ; শ্রীমদ্ রাধারমণ চরণদাস বাবাজীর প্রথম দর্শন লাভ ১২৬

চতুর্থ পরিচ্ছেদ :

শ্রীমদ্ রাধারমণ চরণদাস বাবাজীর পুনর্দর্শন ১৩২

পঞ্চম পরিচ্ছেদ :

জগবন্ধুর পুনঃ আগমন—জগবন্ধুর সঙ্গে নবদ্বীপ পরিক্রমা—দোলপূর্ণিমায় স্বর্য্যগ্রহণকালে 'ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম জপ হরেকৃষ্ণ হরেরাম' নাম আস্বাদন ১৩৩

॥ ষষ্ঠ পর্ব্ব ॥

প্রথম পরিচ্ছেদ :

জগবন্ধুর আশ্রয়চ্যুতি—নবজীবনে নতুন অনুরাগ ১৩৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :

নটবর দাসের কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ—ডোমপাড়ায় হরি সংকীর্ত্তনের দল গঠন—শ্রীভৈরব গোস্বামীর নিকট হইতে ইষ্টমন্ত্র লাভ ১৪০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ :

নবদ্বীপধাম গমন এবং পরম আশ্রয় লাভ ১৪৬

॥ উপসংহার ॥

পবিত্র বৈষ্ণবতীর্থ ও বর্তমান মোহান্ত এবং সেবক প্রসঙ্গ ১৫০

পাঠবাড়ি : বরাহনগর ১৫২

সমাজবাড়ি : নবদ্বীপ ১৫৪

শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের আশ্রম : পুরীধাম ১৫৪

ঝাঁজপিঠা মঠ : পুরীধাম	১৫৫
শ্রীধামবৃন্দাবন গোবিন্দকুণ্ড	১৫৫
প্রাচীন মায়াপুর	১৫৫
ভগবানগোলা	১৫৬
ধারসা জগাছা আশ্রম	১৫৬
বারুইপুর পাঠবাড়ি	১৫৭
ভক্তিময়ী তরঙ্গিণী পিসিমা	১৫৭
গুরু গৌরবানন্দ স্বামীজি মহারাজ	১৫৭
আদর্শ সেবাপরায়ণা পোস্তা মহারাণী	১৫৭
উড়িষ্যার বায়্যা বাবাজী	১৫৮
বাঁকুড়া আশ্রম	১৫৮
শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ ভক্ত সেবাশ্রম : বারাকপুর	১৫৯

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

●

শ্রীল শ্রীমদ্ রামদাস বাবাজী মহারাজের অলৌকিক লীলামাহাত্ম্য বর্ণনা করে বাংলা-ভাষায় প্রচুর গ্রন্থাদি রচিত হয়েছে কিন্তু ছন্দোবদ্ধ কবিতায় তাঁর লীলামাধুরী এযাবৎ বর্ণিত হয়নি। সেজন্য শ্রীসনাতন দাস বাবাজীর ঐকান্তিক আগ্রহে এবং তাঁরই ভাবধারা অবলম্বন করে শ্রীবিনোদ মোহন ভৌমিক এই প্রাঞ্জল জীবনী কাব্যখানি রচনা করেছেন। শ্রীভৌমিকের আন্তরিক প্রয়াসের জন্য তাঁর প্রতি আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি।

উৎসর্গ

শ্রীল শ্রীমদ্ রামদাস বাবাজী মহারাজের
পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে
তাঁরই কৃপাধন্য, পরমবৈষ্ণব
শ্রীসনাতনদাস বাবাজী কর্তৃক
উৎসর্গীকৃত

বন্দে গুরুং রামদাসং বিশুদ্ধভক্তিবিগ্রহম্ ।
যেন গৌর কীর্ত্তনেন পবিত্রীকৃতভূতলম্ ॥

দীন সেবক

শ্রীশ্রীসনাতন দাস

শ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

"ভজ নিতাইগৌর রাধেশ্যাম
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম"

"শ্রীগুরুচরণে মতি সেই যে উত্তমা গতি
যে প্রসাদ পুরে সর্ব্ব আশা।"

শ্রীশ্রীনিতাইগৌরাঙ্গ ভক্ত সেবাশ্রম
বারাকপুর

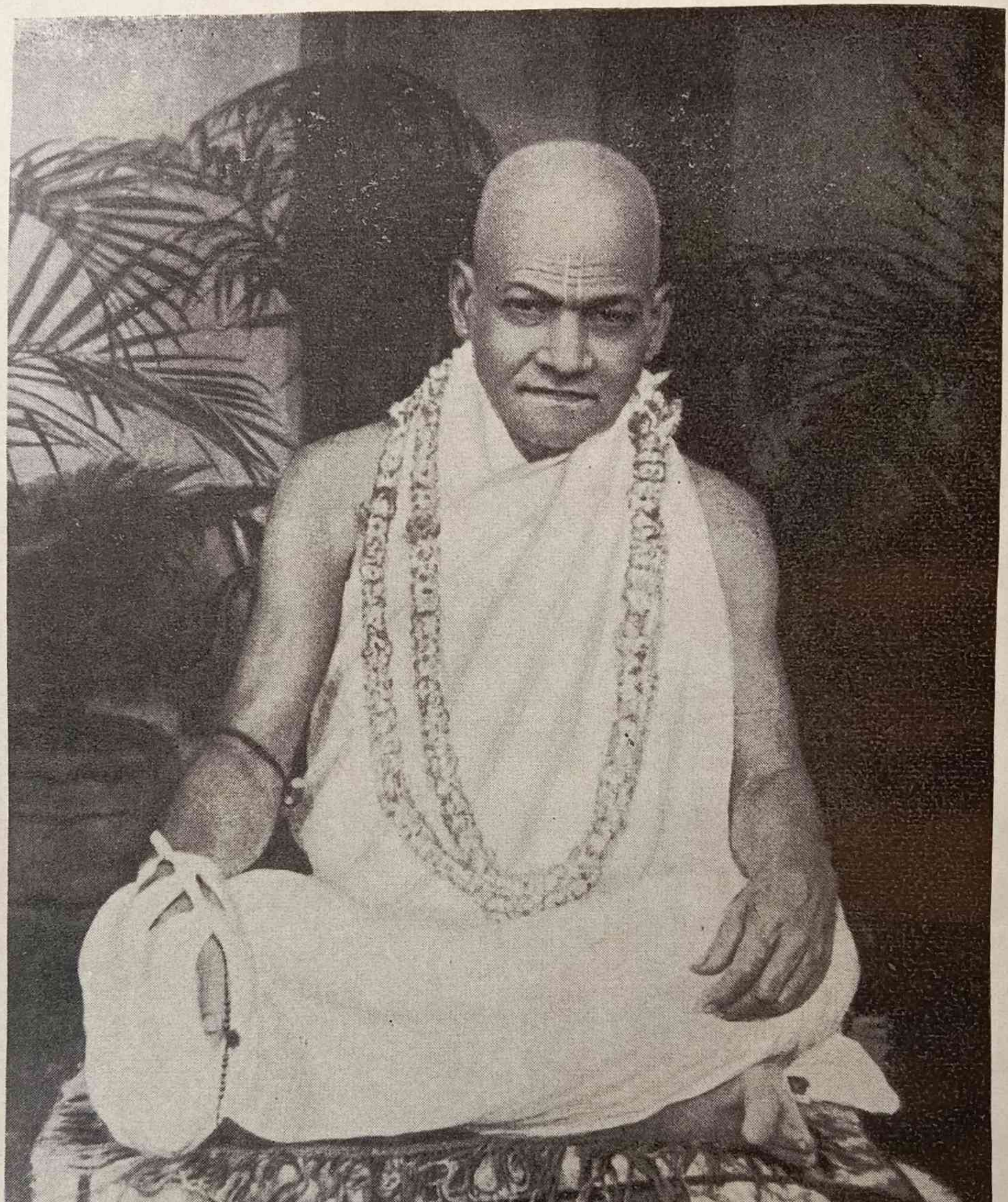

শ্রীল শ্রীমদ্ রামদাসবাবাজী মহারাজ

ভক্তিপয়োধর শ্রীল শ্রীশ্রীরামদাস বাবাজীর প্রেমভক্তি লীলামৃত

শ্রীশ্রীরাধারমণ চরণদাস বাবাজীর আবির্ভাব

জীবের স্বভাব মাঝে বিরাজে বিভ্রান্তি।
সাধনের স্রোতে কভু প্রকটে বিশ্রান্তি॥
নামের কল্যাণ জীব কভু পাশরিয়া।
কীর্ত্তন মহিমা ভুলে ভিন্ন পথে গিয়া॥
ভুলিল শ্রীগৌরাঙ্গ ভুলে নিত্যানন্দ।
পরিকরগণে মিলে করে শুধু দ্বন্দ্ব॥
কণ্ঠেতে কীর্ত্তন কাহার মনে অভিমান।
ভজন সাধন নাই শুধু লয় তান॥
কেহ কেহ ধর্ম্ম ত্যাজে প্রতিষ্ঠা লাগিয়া।
আচরণ ত্যাজে কেহ সমাজে থাকিয়া॥
ইহা দেখি সাধুগণ অতি ক্লিষ্ট হলো।
পরিত্রাণ লাগি তারা ভাবিতে লাগিল॥
সাধুর করুণ আর্ত্তি জীবের ক্রন্দন।
বৈকুণ্ঠেতে বিষ্ণু বক্ষে সঞ্চারে স্পন্দন॥
সাধুর আকুল আর্ত্তি সহিতে না পেরে।
বারে বারে সাধু ত্রাতা আসেন সংসারে॥
এবারেও নাহি ঘটে কোন ব্যতিক্রম।
সংসারেতে আবির্ভূত শ্রীরাধারমণ॥
নিতাই গৌরাঙ্গ শক্তি বুকেতে ধরিয়া।
পরিব্রজ্যা করে প্রভু কীর্ত্তন করিয়া॥
কীর্ত্তনের সুরে জাগে পুনঃ জীবগণ।
অঙ্গে অঙ্গ মিলাইয়া নর্ত্তন কীর্ত্তন॥
ঘর ছাড়ি বাহিরায় শুনি সুরধ্বনি।
নিদ্রায় স্বপনে হেরে গৌর গুণমণি॥

পয়ারে ব্যাখ্যানে শুনি দার্শনিক তত্ত্ব।
ভ্রান্তি ঘুচে ভক্ত হলো কত জ্ঞানসত্ত্ব॥
যত লীলা করেছিল ব্রজেন্দ্র নন্দন।
ভক্তি পূজা আচরিয়া করয়ে দর্শন॥
ব্যাধিযুক্ত কত জনে প্রদানিয়া মুক্তি।
কলি জীবে দর্শাইলেন প্রেম ভক্তি শক্তি॥
লুপ্ত সেবা বিগ্রহ করি অন্বেষণ।
নিত্য পূজা স্থানে স্থানে করেন প্রচলন॥
মহাধাম পুরী ক্ষেত্রে গৌর গুণমণি।
রথাগ্রে বহাত প্রেম কীর্ত্তনের ধ্বনি॥
নিজ হস্তে সম্মার্জ্জনী করিয়া গ্রহণ।
প্রেমানন্দে গুণ্ডিচা করিত মার্জ্জন॥
এই লীলা বহুদিন লুপ্ত হয়েছিল।
শ্রীরাধারমণ তাহা পুনঃ আরম্ভিল॥
পরিকর জনে করে কলসী বহন।
ঝাঁটা হাতে বাবাজী করেন সম্মার্জ্জন॥
প্রেমউৎস নবদ্বীপে পলি পড়েছিল।
বাবাজী আসিয়া তার পঙ্ক উদ্ধারিল॥
দিব্য চিন্তা মণি ধাম তীর্থ বৃন্দাবন।
বাবাজী কীর্ত্তনে পেল নতুন জীবন॥
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য আর জ্ঞান সম্মেলন।
অমানীরে মান দেন শ্রীরাধারমণ॥
অক্রোধ বিনয় আর জ্ঞান অবতার।
অবতীর্ণ মর্ত্ত্যধামে নাশিতে ভূভার॥
অপ্রকট কালে প্রভু রেখে যান সুর।
রামদাস কণ্ঠে সেই সুর ভরপুর॥

প্রথম পর্ব্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

(বংশ পরিচয় এবং আবির্ভাবভূমি)

পদ্মার সলিল করে পদ ধৌত যার।
ভূষণার সীতারাম করে পত্তন যাহার॥
সাধুস্পর্শে যেই ভূমি সদা ভরপুর।
রামদাস ধন্য করে সেই ফরিদপুর॥
কাশ্যপ গোত্রীয় ধন্য বৈদ্য বংশধর।
অনন্তদেবের ভক্ত ধর্ম্মেতে অনড়॥
দুর্গাচরণ গুপ্ত রাজ কর্ম্মচারী।
ধর্ম্মপত্নী সত্যভামা সদা সহচরী॥
গ্রাম কুমারপুর গৃহ ফরিদপুর।
গুপ্ত বাড়ী বাড়ে নিত্য আনন্দের সুর॥
সপ্তম গর্ভেতে জন্ম লইল কুমার।
বর্ণে কণ্ঠে আচরণে বৈশিষ্ট্য তাহার॥
নিরাসক্ত আচরণে অলীক ব্যবহার।
আদরে সোহাগে লক্ষ্য নাহি কভু তার॥
রোগ ভাবি পিতা মাতা হইল বিকল।
নানাবিধ চিকিৎসায় নাহি হলো ফল॥
যতই চিকিৎসা বাড়ে ব্যাধি বাড়ে তত।
মঙ্গল লাগিয়া মাতা নিত্য করে ব্রত॥

ভক্ত তুলসীদাস সেবে সাধু একজন।
আদেশিলো ব্রজ ধামে করিতে গমন ॥
নিত্যধাম বৃন্দাবন নিত্য লীলা সেথা।
জুড়ায় সেথায় গেলে অনিত্যের ব্যথা ॥
সাধু বাক্যে সেইদিন গুপ্ত দম্পতি।
ব্রজধাম যাইবারে স্থির করেন মতি ॥
ব্রজভূমে যেয়ে কিছু চিত্তস্থিতি হলো।
লীলা ক্ষেত্র দরশন নিত্যই চলিল ॥
একদিন সন্ধ্যাকালে আরতি দর্শনে।
উভয়ে যাইতে ছিলেন দ্রুত নিধুবনে ॥
পথে সঙ্গী হলো এক ব্রজের কিশোর।
মন্দির প্রবেশ পথে হইল দোসর ॥
মাতা বলি সত্যভামায় করে সম্বোধন।
প্রসাদী তুলসী হস্তে করিল অর্পণ ॥
পরে যাব মাগো আমি তব সন্নিধান।
বলিয়া কিশোর সেই হলো অন্তর্দ্ধান ॥
মনেতে কিশোর বাক্য বিশ্বাস করিয়া।
আসিলেন স্বামী স্ত্রী দেশেতে ফিরিয়া ॥
১২৮৩ সাল ২২শে চৈত্র।
মঙ্গলবার শুভতিথি পরম পবিত্র ॥
স্কন্দ ষষ্ঠী রাত্রিকালে জন্মিল কুমার।
গুপ্তধামে শঙ্খধ্বনি আনন্দ অপার ॥
ভূমি স্পর্শ করিয়াছে চরণ প্রথমে।
জন্ম পরে ক্রন্দন ধ্বনি সরেনি বদনে ॥
অমঙ্গল ভয়ে যত আত্মীয় স্বজন।
স্তব কীর্ত্তনাদির সবে করে আয়োজন ॥

স্থাবর কম্পিত যার কীর্ত্তনের সুরে।
হৃদয় নাচিয়া উঠে যাহার আখরে ॥
কলির তারণ ত্রাতা সেই রামদাস।
বিষ্ণুস্তোত্র কীর্ত্তনেতে হলেন প্রকাশ ॥
মাতৃকোলে শিশু যবে করিত ক্রন্দন।
বদন করিত যেন মধুর কীর্ত্তন ॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(অন্নপ্রাশন, নামকরণ, বাল্যলীলা)

আশ্বিন মাস গুরুবারে পঞ্চমী তিথিতে।
শুভ অন্নপ্রাশন হলো কুল-প্রথামতে ॥
স্বর্ণ, ধান্য, ভাগবৎ করিলে স্থাপন।
আনন্দে কুমার করে ভাগবৎ গ্রহণ ॥
নব কুমারের হেরি হেন আচরণ।
পিতা মাতা ব্রজ স্মৃতি করিল স্মরণ ॥
ব্রজের কিশোর মনে ভাসিয়া উঠিল।
রাধিকা রঞ্জন বলি কুমারে ডাকিল ॥
বাল্য কালে রাধিকা বাল্য লীলা করে।
মাতারে টানিয়া আনে তুলসী মঞ্চ ধারে ॥
প্রতি সন্ধ্যাকালে হয় অনন্ত আরতি।
ভূলুণ্ঠিত হয়ে বালক করয়ে প্রণতি ॥
রাধিকার ছিল যত সহোদর গণ।
সঙ্গীত চর্চ্চায় ছিল অখণ্ড মনন ॥
সুরের সাধক ছিল দাদা বীরেশ্বর।
সমঝদার হলো তার কনিষ্ঠ সোদর ॥

শিশুর কণ্ঠেতে উঠে সুমধুর তান্।
প্রতিবেশী ভিড় করে শুনিবারে গান ॥
এইরূপে পঞ্চ বৎসর হয়ে গেল শেষ।
দিব্য জীবনের হলো অঙ্কুর উন্মেষ ॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

("জীবে দয়া প্রবৃত্তির প্রকাশ")

জীব লাগি এইবার কেঁদে উঠে প্রাণ।
পিঞ্জরে আবদ্ধ পাখীর করে মুক্তিদান ॥
আত্মপর ভেদাভেদ কভু নাহি করে।
খাঁচায় দেখিলে পাখী অমনি দেয় ছেড়ে ॥
হাতে খড়ি দিয়ে পাঠ হয়ে গেল শুরু।
রাধিকা প্রথম পেল বীরেশ্বরে গুরু ॥
প্রাতঃকালে হয় তার অক্ষর দর্শন।
সন্ধ্যাবেলা হয় হরিনামের সাধন ॥
হরিগানে যত হয় চিত্ত নিমগন।
পাঠকালে চিত্ত স্থির হয় না তেমন ॥
লিখন করিতে নাই উৎসাহের লেশ।
ভাবিলেন বীরেশ্বর উপায় বিশেষ ॥
একদিন লিখে দিল গীতের পয়ার।
মনোযোগ ফিরে শিশু পাইল এবার ॥
শ্লেট ভরিয়া শিশু কৃষ্ণনাম লিখে।
এইরূপে রাধিকা যুক্তাক্ষর শিখে ॥
শশীকলা সম শিশু বাড়িতে লাগিল।
জীব প্রেম হৃদি মাঝে সঞ্চারিত হলো ॥

ডোম ভয়ে ভীত এক সারমেয় আসি।
রাধিকার সন্নিধানে জীবন পিয়াসী॥
দারুণ সাহসে শিশু ডোম সন্নিধানে।
প্রতিহত করে তারে কুকুর নিধনে॥
সারমেয় মেরে ডোম করে উপার্জ্জন।
এই বৃত্তি দিয়া করে জীবন ধারণ॥
ডোমেরে বাবাজী কহে ক'রে সম্বোধন।
ক্ষান্ত হও নাহি কর কুকুর নিধন॥
তৃপ্ত হও অন্ন জলে দানিব তোমারে।
সারমেয় শিশু ভিক্ষা দাও হে আমারে॥
স্তম্ভিত হইল ডোম দেখিয়া বালকে।
বুঝিবা আইল বিষ্ণু স্বর্গলোক থেকে॥
জ্ঞান চক্ষু ডোমের হইল উন্মোচন।
তেয়াগিল সেই হতে কুকুর নিধন॥
অশ্রু ধারাপাতে শিশুর লাগে বড় ডর।
সঙ্গীতের শব্দে কিন্তু সদা শ্রুতিধর॥
একবার শুনে যদি হরি গুণ গাথা।
প্রতি শব্দ থাকে মনে না হয় অন্যথা॥
জীব প্রীতি কৃষ্ণ স্মৃতি নামের শরণ।
ক্রমে ক্রমে ভরে উঠে রাধিকার মন॥
শক্তি পূজা কুল ধর্ম্ম গুপ্ত পরিবার।
যজ্ঞ লাগি পশু সৃষ্টি শাক্তের বিচার॥
শক্তি পূজায় পশু বলি শাক্ত কুলধর্ম্ম।
শুনি রাধিকার যেন ছিঁড়ে যায় মর্ম্ম॥
আর্ত্তরবে শক্তি কাছে করে নিবেদন।
বন্ধ কর মাতা তুমি সন্তান ছেদন॥

শিশুর করুণ আর্ত্তি শুনিল চিন্ময়ী।
শিশু রবে জেগে উঠে মণ্ডপে মৃন্ময়ী॥
রাত্রি কালে স্বপ্নযোগে করে প্রত্যাদেশ।
পশু হত্যা এ বাড়ীতে হয় যেন শেষ॥
প্রসীদ বৈষ্ণবী আমি সদা ব্রহ্মচারী।
নারায়ণী রূপে আমি জীব রক্ষা করি॥
যদি বলিদানে থাকে কাহারও আগ্রহ।
ষড়রিপু অরি মোর করহ নিগ্রহ।
সেই হতে গুপ্ত গৃহে বন্ধ বলিদান।
আনন্দেতে পূর্ণ হলো রাধিকার প্রাণ॥
ভাবপূর্ণ হইয়াছে রাধিকার মন।
কেবল অপেক্ষা মাত্র সাধু দরশন॥

দ্বিতীয় পর্ব্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

(রাধিকার সাধুসঙ্গ লাভ এবং কীর্ত্তন শক্তির প্রকাশ)

পুণ্যভূমি ফরিদপুর হলো যোগাযোগ।
কৃষ্ণানন্দ দরশনে ঘটিল সুযোগ॥
বালকের মুখ হেরি এই মহাজন।
আনন্দে করিল তারে অঙ্কেতে গ্রহণ॥
বালকের কণ্ঠ সুরে স্বর্গীয় আভাস।
সমস্ত অঙ্গেতে যেন করুণা প্রকাশ॥
দেখিয়া সাধুর লাগে বিষম বিস্ময়।
অসামান্য প্রতিভার বিকাশ নিশ্চয়॥
ফরিদপুর কাজ শেষে কাশী যাত্রাকালে।
শহর ভাঙ্গিয়া আসে নিজ কর্ম্ম ফেলে॥
সকলে সাধুরে করে বিদায় প্রণাম।
রাধিকার লাগি সাধুর কেঁদে উঠে প্রাণ॥
রোগেতে কাতর হয়ে কাঁদিছে রাধিকা।
যাত্রাকালে সাধু তার নাহি পায় দেখা॥
চঞ্চল হইয়া উঠে মহাজন মন।
রাধিকার তত্ত্ব সবে করে জিজ্ঞাসন্॥
যখন শুনিল বালক রোগ শয্যাগত।
আপনি হইল তার পাশে উপনীত॥

জনগণ হেরি এই অপূর্ব্ব আচার।
সকলে মিলিত হয়ে করিল বিচার॥
সর্ব্বত্যাগী পরিব্রাজক কোন আকর্ষণে।
আসেন বিদায়কালে রাধিকা সদনে॥
কেহ নাহি বুঝে ইহা দৈবের ঘটন।
দৈব শক্তি মহাত্মারে করে আকর্ষণ॥
ঐশী শক্তি অত্যদ্ভুত রহস্য প্রচুর।
সেই শক্তি বলে সাধু আসে ফরিদপুর॥
সুর ব্রহ্ম পূর্ণতম রাধিকা বদনে।
সে অমৃত পশেছিল সাধুর শ্রবণে॥
এসেছি বিদায় বেলা তোমার সাক্ষাতে।
তব কণ্ঠের হরিনাম লইতে শ্রুতিতে॥
কভু না হইতে পারে আর দরশন।
অমৃতে পূরণ তাই করিব শ্রবণ॥
লোচন হইতে বারি মুছিয়া ফেলিয়া।
বিরহ ব্যথায় বালক উঠিল গাহিয়া॥
অপূর্ব্ব সঙ্গীতে সাধুর হলো প্রেমাবেশ।
উজাড়ি হৃদয় দিল আশীষ অশেষ॥
গমন করিল সাধু তীর্থ বেনারস।
রাধিকারে দিয়ে গেল প্রেমের পরশ॥
ঐহিক জ্ঞান রাজ্যে নাহি বসে মন।
শুভকামী পরিজন আরম্ভে শাসন॥
শাসনে উদ্ধত কভু না হয় রাধিকা।
নিশিদিন আনমনে ফিরে একা একা॥
কি যেন হারায়ে বালক করে অন্বেষণ।
লক্ষ্যহীন উদ্‌ভ্রান্ত একাকী ভ্রমণ॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(জগবন্ধুর সহিত মিলন)

একদিন একা একা করিতে ভ্রমণ।
দেখিল তরুণ এক অদ্ভুত দর্শন॥
সুন্দর গৌর বর্ণ আলু থালু বেশ।
সুবৃহৎ দুই কর্ণ বিশৃঙ্খল কেশ॥
আয়ত নয়নদ্বয় উন্মুক্ত শরীর।
অনুসন্ধিৎসার ভাব কিছুটা অস্থির॥
চলন ধরণ দেখি এই হয় মনে।
আসিয়াছে নির্জ্জনে কাহারও সন্ধানে॥
নিকটে যশোর রোড স্থানটি বিরল।
আলো করে দাঁড়ায়ে দেবদারুতল॥
উভয়ে উভয় পানে দৃষ্টি ফিরাইয়া।
দুইজন নিশ্চল রহিল দাঁড়াইয়া॥
রাধিকার জিজ্ঞাসুমন ভাষা না পাইয়া।
একদৃষ্টে কিছুক্ষণ রহে স্থির হইয়া॥
অদ্ভুত বালক পরে হলো অন্তর্ধান।
রাধিকাও তেয়াগিল সে নির্জ্জন স্থান॥
পড়াশুনা লাগি চলে তাড়ন শাসন।
রাধিকার মনে চলে জোর আলোড়ন॥
সেই যে কুমার এক নির্ব্বাক আসিয়া।
কোথায় বিলীন হলো শুধু দেখা দিয়া॥
তাহাকে দেখিতে মন বড়ই আকুল।
আনমনে ঘুরে পথে ভাঙ্গিলেই স্কুল॥

একদিন দেখিল স্কুল অবসানে।
সবছেলে জড় হয়ে আছে একস্থানে॥
আগুসার হয়ে দেখে বালক মিশালে।
পূর্ব্বদৃষ্ট দেবশিশু আছে কুতূহলে॥
দৃষ্টিতে ধরিয়া তারে স্কুলে ফিরিল।
মনে কিন্তু স্মৃতিখানি জাগিয়া রহিল॥
এইরূপে ভরপুর হয়ে রয় মন।
অকস্মাৎ একদিন হইল মিলন॥
আকাঙ্ক্ষা সার্থক হলো পরিপূর্ণ মন।
মণিতে কাঞ্চনে যেন হইল মিলন॥
নিকটে যশোর রোড দেবদারু তল।
প্রস্ফুটিত হল যেন দুইটি কমল॥
নবকুমার করে তারে বন্ধু সম্বোধন।
মনে প্রাণে রাধিকা শুনে না খোলে বদন॥
জগতের বন্ধুরূপে জগবন্ধু নাম।
রাধিকারে বন্ধুরূপে করিল আহ্বান॥
দুই বন্ধুর কত লীলা কত না মধুর।
ধুলিকণা ধন্য হলো ধন্য ফরিদপুর॥
গোপনেতে দুই বন্ধু হয় সম্মেলন।
গৃহ মাঝে এই লয়ে চলিল শাসন॥
সারস্বত বৈদ্যবংশ বিদ্যাচর্চ্চা অতি।
আত্মীয় উদ্বিগ্ন দেখি রাধিকার মতি॥
উদাসীন জগবন্ধু তারা জেনেছিল।
হেন জগবন্ধু সঙ্গে রাধিকা মিশিল॥
অগ্রজেরা এই ভেবে বাড়াল তাড়না।
দুই কুল রাখিবারে ভাবে সত্যভামা॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(পাটুবিয়ায় বৈষ্ণব মেলায় গমন—মনে বৈরাগ্যের উদয়)

রাধিকার মন টানি শিক্ষায় বসাতে।
পুত্র লয়ে গেল মাতা বৈষ্ণব মেলাতে॥
পদ্মা ইছামতী সঙ্গমে গ্রাম পাটুবিয়া।
বৈষ্ণব সাধক মিলে গৌরাঙ্গ স্মরিয়া॥
মাতা আসিলেন সেই মেলা দরশনে।
দুই দিন কেটে গেল ভ্রমণে ভ্রমণে॥
অনেক বৈষ্ণব সংঘ বহু সম্প্রদায়।
নিজ ইষ্টদেব ভজে অখণ্ড নিষ্ঠায়॥
শুদ্ধ শান্ত ভক্ত সব সংসার তেয়াগি।
দেশে দেশে পরিভ্রমে প্রেম ভক্তি লাগি॥
সাম্প্রদায়িক ভেদ-তত্ত্ব না বুঝে রাধিকা।
মুগ্ধ হয় হেরে শুধু প্রেম ঐকান্তিকা॥
কণ্ঠে নিয়ে মধু মাখা হরি গুণগান।
দেশান্তর ঘুরিবারে চায় তার প্রাণ॥
সুপ্ত বীজ লুপ্ত ছিল রাধিকার মনে।
অঙ্কুরিত হলো এই সাধু দরশনে॥
পড়িয়াছে ভক্তি গ্রন্থে মধুমাখা বাণী।
দুর্লভ মনুষ্য জন্ম ইহা সত্য মানি॥
কষ্টলব্ধ এই দেহ চিরস্থায়ী নয়।
কাল ক্রমে প্রিয় দেহ হয়ে যাবে ক্ষয়॥
প্রজ্ঞা ব্যক্তি সেই হেতু করেছে বিধান।
কৌমার হইতেই কর নাম প্রণিধান॥

অন্য জন্মে নাহি হয় পুরুষার্থ ভোগ।
মনুষ্য জন্মেতে নামে কর ভক্তি যোগ॥
নাম সম্বল ভক্তি যোগ সংসারে না ঘটে।
সংসার ছাড়িতে মন নিয়তই ছুটে॥
নিরাসক্তি বীজ রূপে অঙ্কুরিত হয়।
সংসার ছাড়িতে মনে সদাই আশয়॥
একমাত্র বাকী শুধু শুভ সংঘটন।
মহতের কৃপা শক্তির চাই বরিষণ॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

(প্রেমানন্দ ভারতী মহারাজের সঙ্গে মিলন—
নগর কর্ত্তনের সূচনা এবং
শ্রীধাম নবদ্বীপ যাওয়ার প্রস্তুতি)

জগবন্ধুর পল্লী বাস ব্রাহ্মণকান্দা নাম।
সেথা হতে একদিন আসিল আহ্বান॥
জগবন্ধু বন্ধু এক ভারতী উপাধি।
ঢাকা জেলায় ছিল ইহার বাসস্থান আদি॥
মুখোপাধ্যায় সুরেন্দ্র শৈশবের নাম।
শৈশবে সংসার মুক্ত চিন্তা ব্রজ ধাম॥
বারোদীর ব্রহ্মচারীর কৃপালাভ করি।
আবিষ্ট পুরুষ এক সাধ্য শুধু হরি॥
সংসার বাঁধন ইহার গিয়াছে খুলিয়া।
আবিষ্ট হইয়া ভজে প্রাণ কানাইয়া॥
সংসার পিঞ্জর মনে রাধিকা চিন্তিল।
কিভাবে পুরুষ শ্রেষ্ঠ তাহারে ভাঙ্গিল॥

এই ভেবে রাধিকা লইল চিন্তিত।
ব্রাহ্মণকান্দায় যেয়ে হলো উপনীত॥
হেরিলেন সাধু সঙ্গে প্রেমানন্দ ভারতী।
গৌরবর্ণ দীর্ঘকায় কেশ পরিপাটি॥
ধ্যান গম্ভীর মূৰ্ত্তি উজ্জ্বল ললাট।
গৈরিক বসনে শোভে পুরুষ বিরাট॥
চারিদিকে ঘিরি তারে ভক্ত জনগণ।
প্রেমানন্দে করিতেছে শ্রীহরি কীর্ত্তন॥
দেখিয়া বিহ্বল হলো রাধিকার প্রাণ।
ভক্তিভরে লুটাইয়া করিল প্রণাম॥
একমূৰ্ত্তি নিকটেতে রাধিকা দেখিয়া।
প্রেম ভরে হাতে দিল করতাল তুলিয়া॥
আশৈশব রাধিকার সুর সহজাত।
তাহাতে স্পর্শিল আজি ভক্তের সঙ্গত॥
মধুস্বরে ফুকারিয়া উঠিল বাঁশরী।
রাধিকার কণ্ঠে আসি বসেন শ্রীহরি॥
যে কণ্ঠের প্রেমধ্বনি হইয়া উছল।
শুষ্ক কঠোর হৃদি করিত তরল॥
সে কণ্ঠের হলো আজ শুভ স্বস্তি বচন।
প্রেম পূর্ণ কণ্ঠে মুগ্ধ ভারতীর মন॥
সখ্য লীলা গাহে আজ রাধিকা রঞ্জন।
লীলা রস বুঝাইতে আখর যোজন॥
প্রকট হইল যেন নদীয়া বিহারী।
বহু কীর্ত্তনীয়া করে কিশোর দোহারি॥
কীর্ত্তনেতে নবভাবের হইল যোজন।
আনন্দে ভারতী করে উর্দ্ধে নর্ত্তন॥

বাহ্য স্মৃতি লুপ্ত প্রায় ভাবাবিষ্ট মন।
ভাগবত স্বতঃস্ফূর্ত্ত করেন উচ্চারণ॥
লীলা রস প্রেমানন্দে যে করে কীর্ত্তন।
কোন ক্লেশ তারে নারে করিতে পীড়ন॥
বহুক্ষণ পরে হলো কীর্ত্তন বিরতি।
বক্ষে টানি রাধিকারে নিলেন ভারতী॥
অন্তর ছানিয়া ঢালে আশীষ বচন।
কানাইয়া করিল তব অধর চুম্বন॥
যে অমৃত দিল আজ কৃপাবিষ্ট হইয়া।
আর্ত্ত নরে ঘরে ঘরে দিও বিলাইয়া॥
কভু নাহি রিক্ত হয় এ-অমৃত ভাণ্ড।
যত তুমি কর অংশ রহিবে অখণ্ড॥
তোমার আখরে হলো লীলার বিকাশ।
তোমার আসরে হবে ভজন প্রকাশ॥
গুরু পদে মতি তব হউক অচল।
শয়নে স্বপনে গুরু যোগাইবে বল॥
এথাকার কাজ যবে হইবে সমাপ্ত।
বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রে হবে পরিব্যাপ্ত॥
অপেক্ষিছে নবদ্বীপ তোমার লাগিয়া।
সার্থক হইবে তুমি সে কার্য্য সাধিয়া॥
কি কার্য্য করিতে হবে নবদ্বীপ গিয়া।
নিশিদিন ভাবে কিশোর বিরলে বসিয়া॥
বন্ধু বাণী মাঝে মাঝে আসিছে স্মরণে।
সাথী হরি নবদ্বীপে যাইব দুজনে॥
গৃহবাস কারাবাস কাটাব কেমনে।
জানাব সকল কথা বন্ধু সন্নিধানে॥

ছটফট প্রাণ পাখী পিঞ্জর ভাঙ্গিতে।
কি করে ভাঙ্গিব বেড়া অস্ত্র নাই হাতে॥
হাতছানি দিয়াছেন পথের দেবতা।
আরবার শুনে কানে দুঃখীর বারতা॥
একদিন আন মনে পথে যেতে যেতে।
চলন্ত শ্মশান দেখে গোয়ালা দাওয়াতে॥
অস্থিচর্ম্ম সার দেখে শিশু কতিপয়।
জীর্ণবাস এক নারী করেছে আশ্রয়॥
অদূরে দাঁড়ায়ে এক জীবন্ত কঙ্কাল।
আশ্রয় করিয়া আছে ঘরের দেওয়াল॥
শিশুগণ খাদ্য যাচে ক্ষুধার জ্বালায়।
বাকশূন্য নর নারী না হেরি উপায়॥
হেন দৃশ্য রাধিকারে করিল বিকল।
সদাশান্ত মন হলো ব্যথায় উছল॥
সহপাঠী সনে যুক্তি করিয়া তখনি।
নিরাপদে বসাইল বন্ধু গৃহে আনি॥
সন্ধান করিয়া খাদ্য আনিল তৎপর।
যা হয় করেন নিতাই দেখা যাবে পর॥
গৃহচ্যুত পরিবার সম্বল বিহীন।
রাধিকা টানিল বক্ষে নাহি চিন্তা ক্ষীণ॥
অনন্তদেবের পাশে করিল প্রার্থনা।
লহ বক্ষে দীন হীনে চরণে কামনা॥
সহপাঠী সহ ভোরে মাতিল কীর্ত্তনে।
ভিক্ষামাগি ফিরে পথে আত্মসমর্পণে॥
দুই বন্ধু একমনে করিছে কীর্ত্তন।
কীর্ত্তনে জাগিল যত পল্লীবাসীগণ॥

মুক্ত হস্তে ভিক্ষা দেয় তপস্বী কিশোরে।
এইরূপে রাধিকা নিত্য ভিক্ষা করে॥
ভিক্ষা করে স্থিত করে দুস্থ পরিবার।
ভিক্ষাছলে ঈশ্বরের করুণা বিস্তার॥
ব্রজধামে হবে যার নিত্য মাধুকরী।
আজ হয়ে গেল তার শুভ হাতে খড়ি॥
নবদ্বীপে যেতে মনে আকুল পিয়াস।
সঙ্গে যাবে জগবন্ধু দিয়েছে আশ্বাস॥
বাড়ীর শাসন পাশ কঠিন নিগড়।
কৃপাবলে শিথিল হইল অনন্তর॥
বহুদিন মনে আশা আছিল সঞ্চিত।
কল্পনায় বহু মূর্ত্তি ছিল যে অঙ্কিত॥
মধুস্রাবী গীতে হতো লীলার প্রকাশ।
গৌরগণ চিত্তে হয়ে সাক্ষাৎ বিকাশ॥

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
(নবদ্বীপধাম দর্শন)

সেই নবদ্বীপধাম হলো দরশন।
আনন্দে দুলিয়া উঠে রাধিকার মন॥
নবদ্বীপ ধ্বনি স্পর্শে হইল পবিত্র।
পদরত্ন দরশন সঙ্গে তাঁর পুত্র॥
প্রেমিকে প্রেমিক মিলে জোয়ার বহিল।
আত্মহারা রাধিকা গীত আরম্ভিল॥
হেন আকর্ষণ হবে রাধিকা কীর্ত্তনে।
ভাবে নাই জগবন্ধু পূর্ব্বে ইহা মনে॥

সারীকা বলিয়া বন্ধু ডাকিত কিশোরে।
শুকসারী জাগে তার কণ্ঠের ভিতরে॥
পুণ্যতোয়া সুরধুনী হয়েছে দোহার।
গৌরাঙ্গ প্রকট যেন কি কহিব আর॥
ঘাটের কীর্ত্তন আজ মাতায় সকলে।
পথ বাহি পঁহুছিল হরি সভা স্থলে॥
হরিসভা স্থির হলো তাঁদের আবাস।
এইরূপে আরম্ভিল নবদ্বীপ বাস॥
মধুশ্রাবী কণ্ঠে সারী করে যে কীর্ত্তন।
নবদ্বীপে বহাইল নব আলোড়ন॥
হরিসভায় একদিন আসিল সংবাদ।
কীর্ত্তন শুনিবেন আসি নিজে প্রভুপাদ॥
মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ সাধক প্রধান।
শুনিবেন রাধিকার নব নাম গান॥
ক্রমে ক্রমে হইতেছে ভক্ত সমাবেশ।
পদরত্ন মহাশয় ভাবেতে আবেশ॥
ও সুকৃতি সহজেতে নাহি হয় লাভ।
গৌর করুণা যেন আজ আবির্ভাব॥
প্রভাতী সুরেতে শুরু হইল কীর্ত্তন।
মন্ত্রের মতন সুর পুরিছে শ্রবণ॥
ভুবনের পতি যেন হৃদয়ে স্থাপন।
করিছে রাধিকা তাঁকে আত্ম নিবেদন॥
অঝোরে ঝরিছে যেন শ্রাবণের ধারা।
দুই চক্ষু হইয়াছে ভাবের ফোয়ারা॥
কখন কাঁদিছে শুধু সংকীর্ত্তন ছাড়ি।
ময়ূর হারায়ে যেন কাঁদিছে ময়ূরী॥

হেন দৃশ্যে জগবন্ধু হইল চঞ্চল।
বীচিক্ষুব্ধ হলো যেন নিরমল জল॥
কাতরে প্রভুর কাছে করিছে প্রার্থনা।
পূর্ণ কর তুমি প্রভু সারীর বাসনা॥
তীব্র আনন্দে আজ রাধিকা আত্মহারা।
জগবন্ধু পাছে পাছে দিতেছে পাহারা॥
সঙ্গতেতে দুই বন্ধু বিলুপ্ত সম্বিত।
হেনকালে বিজয়কৃষ্ণ হন উপস্থিত॥
আয়ত উন্নত দেহ স্থূল কলেবরে।
আবৃত উন্নত শির যেন জটাভারে॥
আরক্ত নয়ন কিন্তু প্রশান্ত বদন।
বটপত্র হরি মন্দির ললাটে অঙ্কন॥
রাধিকা কীর্ত্তন করে ভাবের আবেশে।
ভাবাবিষ্ট প্রভুপাদ কীর্ত্তনের বশে॥
হরিধ্বনি করে প্রভু উর্দ্ধবাহু হইয়া।
ভাবঘোরে রাধিকা উঠিল মাতিয়া॥
থরথর কাঁপিতেছে যুগল চরণ।
অঝোর ধারায় ঝরে ব্যাকুল নয়ন॥
রোমহর্ষ হইতেছে শরীর ভরিয়া।
দেহযষ্টি ক্ষণে ক্ষণে উঠে শিহরিয়া॥
চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে উঠে জগবন্ধু মন।
পড়িবে রাধিকা বুঝি হয়ে অচেতন॥
ভাবঘোরে প্রভুপাদ করেন হুঙ্কার।
টানি নিল রাধিকারে বক্ষের মাঝার॥
ভাবঘোরে রাধিকা করে দিব্য দরশন।
অঞ্জন লাগিয়া যেন খুলিল লোচন॥

একবারে হেরে যেন নবদ্বীপ ধাম।
ধূলিকণা হেরে আর হেরে দেবস্থান॥
নবরূপে তীর্থযাত্রী হেরিছে সকল।
নরঘ্রাণ অনুভব মারুৎ হিল্লোল॥
নতুন কল্লোল যেন তুলে সুরধুনী।
নব নব রূপে হেরে প্রেমের নিছনি॥
প্রেম মদিরা পানে উন্মত্তের প্রায়।
লুটায়ে প্রণাম করে প্রভুপাদ পায়॥
প্রেমভরে প্রভুপাদ করে আলিঙ্গন।
দান করে রাধিকারে আশীষ বচন॥
বন্ধু সঙ্গে ধাম পথে করয়ে ভ্রমণ।
কোনদিন পথে করে টহল কীর্ত্তন।
সন্ধ্যায় কখনও বা শাস্ত্র পাঠ শুনে।
লীলাপুষ্টি প্রাকৃতবৎ প্রতীয়মান মনে॥
পাঠের প্রসঙ্গে মনে জাগে নবভাব।
নবসৃষ্টি মহৎ স্পর্শে হয় যেন লাভ॥
শিব সিদ্ধেশ্বরী মন্দির করয়ে দর্শন।
কখনো মন্দির দ্বারে করয়ে কীর্ত্তন॥
এইরূপে বেড়াইতে জগবন্ধু সনে।
দুই বন্ধু উপনীত পোড়ামারা স্থানে॥
ধামের জননী মাতা ধামের ঈশ্বরী।
যোগমায়া বিকশিত নিজরূপ ধরি॥
জননীর কৃপা শুধু করিয়া সম্বল।
লীলাকুঞ্জে প্রবেশ করে গৌর ভক্তদল॥
ধামেশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গ বিরাজে যেখানে।
লীলা বিধায়িনী মাতা থাকেন সেখানে॥

এই মাতা ভাগ্য বলে যদি তুষ্ট হন্।
লীলা পরিকরগণ হবে দরশন ॥
রাধিকা হেরিল খোলা মন্দিরের দ্বার।
চারিদিকে রশ্মি ছুটে আলোক মালার ॥
হেরিয়ে মায়ের মূর্ত্তি স্তব্ধ হলো মন।
সম্মুখে অপূর্ব্ব দৃশ্য করেন দর্শন ॥
পথে আসি জগবন্ধু কৌতুকের ছলে।
দেখাইয়াছিল তারে পাগলী পাগলে ॥
উন্মত্ত যুগল বলে ভেবেছিল দিনে।
দিব্য কান্তি ধরে আছে নিজের আসনে ॥
পথে শুনে ভেবেছিল উন্মত্ত প্রলাপ।
মন্দিরে শুনিল তাদের স্তুতির আলাপ ॥
অপরূপ লাবণ্য ভাব অতি সুমধুর।
রাধিকার প্রাণ হলো ভাবে ভরপুর ॥
ভাবঘোরে রাধিকা হারাল সম্বিত।
ভাব হেরি জগবন্ধু হইল চিন্তিত ॥
এবার ফিরিতে গৃহে হবে রাধিকায়।
ইহা ছাড়া অন্য কোন নাহিক উপায় ॥
আপন কর্ত্তৃত্ব জীব করে অহঙ্কারে।
সংসার সন্ন্যাস কাল ঈশ্বর বিচারে ॥
এই ভাবে তৈরি করে রাধিকার মন।
গৃহে ফিরিবার তরে করে আয়োজন ॥

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

(শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন,
সংসার ত্যাগের উদ্যোগ।
জগবন্ধু কর্ত্তৃক রামদাস নামকরণ)

রাধিকা ফিরিল গৃহে বৈষ্ণবের সাজে।
বিবিক্ত সাত্ত্বিক সাজ মাতৃ বক্ষে বাজে ॥
হবিষ্যান্ন খায় বালক আপনি রাঁধিয়া।
এদৃশ্যে মাতৃ হৃদয় উঠে যে কাঁদিয়া ॥
মায়াবশে মাতা পুত্রে বাঁধিবারে চায়।
বিষয়ে ফিরাতে মন খোঁজেন উপায় ॥
আকুল আহ্বানে পুত্র ডাকিছে ঈশ্বরে।
সংসার পিঞ্জর হতে উদ্ধার-আমারে ॥
জননী স্নেহের খনি ভ্রাতৃ জায়াগণ।
দিবানিশি ভাবে হেরি রাধিকার মন ॥
সত্যভামা দেবী মনে করিল কল্পনা।
স্থানান্তরে নিলে বালক পাইবে সান্ত্বনা ॥
ফরিদপুর হতে মাতা পুত্র সঙ্গে নিয়ে।
উপনীত হইলেন দেশের আলয়ে ॥
কুল বিগ্রহ অনন্তদেব গৃহেতে স্থাপন।
রাধিকা প্রার্থনা করেন বিদায় কারণ ॥
উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া বালক ঘুরিয়া বেড়ায়।
সবার নিকটে যেন মাগিছে বিদায় ॥
সর্ব্বদা স্মরণে ভাসে নদের নিমাই।
মাতৃস্নেহ পত্নী প্রেম গৃহে বাঁধে নাই ॥

কৃষ্ণ প্রেম মদিরায় হইয়া পাগল।
অবহেলে ভেঙ্গে দিল গৃহের অর্গল॥
শচীর দুলাল প্রভু ভক্তানুগ প্রাণ।
বিষয় গরল হতে কর মোরে ত্রাণ॥
দয়া করে ধামে নিয়ে দিলে যে আস্বাদ।
সেই যেন হয় মোর নিত্যের প্রসাদ॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
নিত্যানন্দ গুণ গানে করিব অর্পণ॥
করঙ্গ কৌপীন লয়ে হইব বাহির।
মাধুকরী বৃত্তি ধরি রাখিব শরীর॥
এদিকেতে জগবন্ধু গিয়েছে বাহির।
কি কর্ত্তব্য কে বলিবে কে করিবে স্থির॥
এই ভাবে মাতা পুত্রে আসে ফরিদপুরে।
রাধিকার মন আর বসে নাক ঘরে॥
নিয়ত রাধিকা করে ঘর আর বার।
জগবন্ধু ফিরে ঘরে আসিল আবার॥
ব্রাহ্মণে কাঁদায়ে রাধিকা করিল গমন।
জগবন্ধু ঘরে আছে করিয়া শয়ন॥
রাধিকা করিলে ধীরে গৃহে প্রবেশন।
রামদাস বলি বন্ধু করে সম্বোধন॥
প্রথম রাধিকা কিছু বুঝিতে না পারে।
রামদাস বলি বন্ধু ডাকিছে কাহারে॥
রাধিকার দিকে পুনঃ দৃষ্টি স্থির করে।
রামদাস রামদাস ডাকে বারে বারে॥
আমি ত সারীকা বন্ধু রাধিকা উত্তরে।
নব নামে কেন তুমি ডাকিছ আমারে॥

জগবন্ধু কহে সারী করয়ে স্মরণ।
তুই বন্ধু করেছিনু পাবনায় গমন॥
জগবন্ধু বন্ধু যিনি দীনবন্ধু নাম।
পদ্মা তীরে পাবনায় আছে যার ধাম॥
যাহারে তুষিলে তুমি কীর্ত্তন আনন্দে।
রামদাস নাম তোমা দিল সে প্রবন্ধে॥
মনে কর পাবনায় বুড়ো শিবের কথা।
তিনিও জিজ্ঞাসেন মোরে তোমার বারতা॥
আতরের শিশি বন্ধু হাতেতে লইয়া।
রাধিকার অঙ্গে দিল নিঃশেষে ঢালিয়া॥
সিদ্ধ মহাত্মা ডাকে যেই নাম ধরে।
দিলাম তোমারে নাম অভিষেক করে॥
বুড়ো শিব কহে তোমা নিত্যানন্দ দাস।
তোমার কীর্ত্তনে হোক লীলার প্রকাশ॥
যোগমায়া বীণা হস্তে বাণী রূপ ধরি।
তোমার কণ্ঠেতে তিনি হবেন বিহারি॥
রামদাস নামে হবে নব পরিচয়।
নিত্যানন্দ লীলা গান হইবে আশ্রয়॥
এইভাবে রাধিকা গৃহে ফিরে এল।
মুক্তির উপায় শুধু ভাবিতে লাগিল॥
মনে মনে যুক্তি করি রহে অচঞ্চল।
দেখিয়া সংসারি মনে হয় অবিকল॥
নিত্য কর্ম গো সেবা করিতে লাগিল।
দেখি মনে হয় বুঝি পাঠে মন দিল॥
এ সময় ঘটে এক অপূর্ব্ব ঘটন।
গোপনে রাধিকা স্থির করে তার মন॥

বন্ধু পাঠায় লিপি পাথেয় সহিতে।
চিঠিখানি নাহি পড়ে রাধিকার হাতে॥
দৈব যদি কারও প্রতি হয় অনুকূল।
কোন বাধা নাহি হয় তার প্রতিকূল॥
ভ্রাতৃ বধূ চিঠিখানি গোপনে পড়িয়া।
কর্ম্মান্তরে চলে যান চিঠি ফেলাইয়া॥
রাধিকা খোলেন চিঠি নির্জ্জনে লইয়া।
বন্ধুর আহ্বানে মন উঠিল নাচিয়া॥
পাথেয় প্রেরিয়া বন্ধু দিয়াছে নির্দ্দেশ।
ধাম পথে কর যাত্রা ছাড়ি নিজ দেশ॥
আত্মীয় স্বজন আর মায়েতে মিলিয়া।
রাধিকার অজ্ঞাতে বার্ত্তা দিয়াছে চাপিয়া॥
প্রভুর কৃপায় ঘটে দিব্য যোগাযোগ।
বার্ত্তা পেতে রাধিকার ঘটিল সুযোগ॥
ভিতরে স্থির চিত্ত বাহিরে গোপন।
নিজমনে রাধিকা করে বিচরণ॥
রাধিকার আচরণ বড়ই প্রশান্ত।
আত্মীয় সবার উদ্বেগ হলো যেন ক্ষান্ত॥
একদিন বলে মাকে বুঝিয়া সুযোগ।
দেবতারে দাও মাগো আজ পিঠে ভোগ॥
বহুদিন পরে কথা পুত্র মুখে শুনি।
পিঠার জোগাড় করে মিষ্ট দ্রব্য আনি॥
চাহিয়া চাহিয়া প্রসাদ রাধিকা খাইল।
সত্যভামা দেবীর মন আনন্দে ভাসিল॥
নিশ্চিন্ত হইয়া মাতা পুত্র সঙ্গে করি।
নিদ্রা লাগি গেল ঘরে অতি তাড়াতাড়ি॥

একই ঘরে মাতা পুত্র করিল শয়ন।
নিদ্রা পূর্ব্বে দুই জনে করে আলাপন॥
কথায় কথায় রাত্রি গভীর হইল।
মাতৃ অনুমতি পুত্র সঙ্কেতে লভিল॥
গভীর রাত্রিতে মাতা নিদ্রায় মগন।
রাধিকা উঠিয়া করে চরণ বন্দন॥
দেব দেবী গুরুজনে বন্দনা করিয়া।
হইল রাধিকা বাহির যাবে পাচুরিয়া॥
যাইয়া পাচুরিয়া ধরি বাষ্পযান।
মনেতে কল্পনা যাবেন গোয়াভী ষ্টেশন॥
বিরাজে অপর পারে নবদ্বীপ ধাম।
সেথা গেলে পূর্ণ হবে নিজ মনস্কাম॥
রিক্ত হস্তে রাধিকা পথ ধরি যায়।
ভক্তের পাথেয় হরি পথেতে যোগায়॥
নির্ব্বিঘ্নে পৌছিয়া গেল নবদ্বীপ ধাম।
ঘাটেতে পাইল এক বিপ্রের সন্ধান॥
কান্তি চৌধুরী নাম বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ।
গঙ্গাতীরে রামদাসে করিল গ্রহণ॥
সঙ্গে নিয়ে রামদাসে হরি সভায় গেল।
রামদাসের মন আনন্দে পরিপূর্ণ হলো॥
মঘা নক্ষত্র শ্রাবণ মাস নিজ জন্ম বারে।
রামদাস পথে এল নিজ গৃহ ছেড়ে॥
সম্মুখে পূর্ণিমা তিথি গোবিন্দ ঝুলন।
ব্রজে যাই যার লাগি আকুলিত মন॥
ভাঙ্গিল গৃহ কারা পথ হইল সম্বল।
বদন ভরিয়া এবার হরি হরি বল॥

তৃতীয় পর্ব্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

(নবদ্বীপ হইয়া বৃন্দাবন গমন)

নবদ্বীপে একনিশা করিয়া যাপন।
হুগলীতে চৌধুরী সনে করেন গমন ॥
কিছুদিন সঙ্গ সুখ করিবারে লাভ।
চৌধুরীর মন মাঝে ইচ্ছা আবির্ভাব ॥
ব্রজ লাগি বাবাজী হয়েছেন ব্যাকুল।
চৌধুরীর ইচ্ছা কিন্তু এর প্রতিকূল ॥
আবার ভাবিছে মনে শ্রীকান্তি চৌধুরী।
জগবন্ধু আদেশে সেথা অধিকারী ॥
আপন বাসনা বশে হইলে চালিত।
নিয়োজিত সেবা হতে হইবে বঞ্চিত ॥
গৃহে আনি বাবাজীরে সেবা করিবারে।
ব্যবস্থা করিল নিজে ঘরে ও বাহিরে ॥
নিকটেতে সুরধুনী গৈরিক সলিলা।
বিশ্রামান্তে বাবাজী স্নান লাগি গেলা ॥
নিশাশেষে চতুর্দ্দিক নিথর নীরব।
কুলায় ভাঙ্গিয়া নিদ্রা ডাকে পাখী সব ॥
পূর্ব্বদিকে ভাঙ্গিয়া নিশার আঁধার।
অরুণের দেহ ভরি আলোর বিহার ॥

বিচ্ছুরিত আলো রাশি পড়ে গঙ্গা জলে।
অপূর্ব্ব শোভায় স্রোত সাগরেতে চলে ॥
গৌরাঙ্গী সুরধুনী করি দরশন।
গৌরাঙ্গ স্মৃতি স্ফূর্ত্ত বাবাজীর মন ॥
সুরেতে রামদাস ভাবের প্রকাশ।
ভাব আস্বাদনে মনে ইচ্ছার বিকাশ ॥
মৃদু কণ্ঠে বাবাজী করিয়া কীর্ত্তন।
আনন্দেতে স্নান পর্ব্ব করে সমাপন ॥
নাম জপ গ্রন্থ পাঠ নিত্যক্রিয়া যত।
মনন সহিত করেন সব পূর্ব্ব মত ॥
সহসা আকাশে হলো মেঘের উদয়।
যাত্রা কালে বাধা হবে মনেতে সংশয় ॥
বৃন্দাবন নাথ প্রভু ভক্ত প্রাণ ধন।
তোমার দর্শনে প্রভু করিব গমন ॥
অদ্যই মিলন মাগি সহে না প্রতীক্ষা।
আমারে লইয়া প্রভু করনা পরীক্ষা ॥
রাতুল চরণ তব হবে দরশন।
কায়মনে করিব যে আত্মসমর্পণ ॥
যাত্রা পথে যত বাধা কর অবসান।
স্নেহময় তব পদে দাও মোরে স্থান ॥
প্রেমের বাতাসে মেঘ হলো অন্তর্ধান।
বৃন্দাবনচন্দ্র টানে প্রসাদী সন্তান ॥
দিবাশেষে অবশেষে শ্রীকান্তি চৌধুরী।
ব্যথিত চিত্তেতে টিকেট আনে খরিদ করি ॥
টিকেটের সাথে কিছু অর্থ হাতে নিয়া।
বাবাজীর হাতে দেয় বিনয় করিয়া ॥

জগবন্ধু বন্ধু তুমি আমার জীবন।
সেবার লাগিয়া কিছু করগো গ্রহণ॥
সংসার পলাশ ফুল বর্ণ তার লাল।
গোঁঞাইনু চিরদিন হইয়া মাতাল॥
নির্গন্ধ কিংশুক সদা করিনু চয়ন।
বড় ভাগ্য মোর গৃহে তব আগমন॥
অন্তর বাহির যার বৈরাগ্যেতে ভরা।
নামের পসরা শিরে ভাঙ্গিয়াছে কারা॥
প্রভুর লাগিয়া যার চোখে ভরা জল।
লইতে নারিল সে পথের সম্বল॥
শুধুমাত্র টিকিটখানি করিয়া গ্রহণ।
চৌধুরীর হাতে অর্ঘ্য করেন প্রত্যর্পণ॥
বিস্ময়ে চৌধুরী ছাড়ে উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস।
হুগলি ছাড়িয়া ট্রেন চলে হাতরাশ॥
নিঃসম্বল বাবাজী বসি বাষ্পযানে।
সময় কাটান জপে ইষ্টের স্মরণে॥
চিন্তামণিময় ধাম চিন্তে অনুক্ষণ।
নিত্যলীলায় অবস্থান গৌর-ভক্তগণ॥
হেন ধাম বিনে আছে সুখ কিবা আর।
চিত্ত পুড়ে শুধু এই ভাবের বিস্তার॥
অষ্টপ্রহর এইভাবে বহিয়া চলিল।
সহসা "হাতরাশ" শব্দ কানেতে পশিল॥
অবতরণ মঞ্চে বাবাজী করিলে প্রবেশ।
মনে সঞ্চারিল এক ভাবের আবেশ॥
আকাশ হইতে ঝরে মৃদু মন্দ বারি।
যাত্রীরা গুছাতে সম্বল করে হুড়াহুড়ি॥

মালবাহী বৃত্তিভোগী করিছে চিৎকার।
বাবাজী বাহ্যিকভাবে পূর্ণ নির্ব্বিকার ॥
ব্রজদৃশ্যে পূর্ণ হলো বাবাজীর চিত্ত।
কৃষ্ণ বলি প্রবেশ পথে গৌরাঙ্গ উন্মত্ত ॥
ভাবাবেশে সাষ্টাঙ্গে করেন প্রণাম।
বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত তাঁর যেন সিদ্ধকাম ॥
লাগিল পথের কাদা সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া।
বেড়িল যাত্রীরা সব মূর্চ্ছিত ভাবিয়া ॥
যোগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় করেন অনুমান।
মহাভক্ত এক ব্যক্তি করিছে প্রণাম ॥
কণ্ঠেতে তুলসীর মালা গলায় চাদর।
বুকেতে জপের মালা শ্যাম কলেবর ॥
সঙ্গের পুটুলি শুধু করিয়া সম্বল।
প্রণমে ব্রজের পথ ভাবেতে বিহ্বল ॥
জগবন্ধু পূর্ব্বেই দিয়েছে নির্দ্দেশ।
নিশ্চয়ই রামদাস করিল প্রবেশ ॥
ভিড় ভাঙ্গি পথ করি তোলেন রামদাসে।
জড়াইয়া স্থান দেন নিজ বক্ষদেশে ॥
হাতের পুটুলি কাড়ি নিজ হস্তে নিয়া।
নিজ কর্ম্মস্থলে লন বিশ্রাম লাগিয়া ॥
বাবাজী-শ্রীমুখে সব বৃত্তান্ত শুনিয়া।
বিস্ময় আবিষ্ট চিত্ত আবেগ হেরিয়া ॥
নিকটস্থ ধর্ম্মশালা করিয়া সন্ধান।
নিরূপণ করিলেন তাঁর বাসস্থান ॥
নির্জ্জনে একাকী বসি ভাবে রামদাস।
কবে ব্রজভূমি হবে নয়নে প্রকাশ ॥

অকিঞ্চন বৈষ্ণবগণে কবে দেখা হবে।
দেহ কবে পূত হবে ব্রজের বৈভবে ॥
ভাবাবিষ্ট মনে নিশি হইল প্রভাত।
ভক্তগণ সমবেত পাইতে সাক্ষাৎ ॥
জগবন্ধু কৃপা পাত্র সব ভক্তগণ।
জ্ঞাত ছিল রামদাসের ব্রজ আগমন ॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(হাতরাশে কিছুদিন ভক্তবৃন্দের সঙ্গ)

ভক্ত মুখে জ্ঞাত হন আনন্দ সন্দেশ।
জগবন্ধু ব্রজে কবে করিবে প্রবেশ ॥
আনন্দে বাবাজী চিত্ত হলো ভরপুর।
বন্ধু সঙ্গে হেরিবেন দিব্য ব্রজপুর ॥
হাতরাশে প্রেমানন্দে চলে কিছুদিন।
ভক্তগণ সঙ্গ আর কীর্ত্তনেতে লীন ॥
ভক্তগণ চলে গেলে করি সভা ভঙ্গ।
নাম রসে ডুবে যান নামই সদা সঙ্গ ॥
ভক্তগণে তোষেণ কভু শ্রীনাম কীর্ত্তনে।
কখনও সংশয় খণ্ডান সন্দিগ্ধের মনে ॥
আত্তিময় জীবনেতে স্বরূপ আভাস।
নাম কীর্ত্তনে হয় তাহার প্রকাশ ॥
মনেতে ব্রজের লাগি প্রবল আকুতি।
নিরজনে নিশিদিন করেন কাকুতি ॥
জগবন্ধু নির্দ্দেশের কেবল অপেক্ষা।
হাতরাশে বসি করেন নির্দ্দেশ প্রতীক্ষা।

উদ্বিগ্ন বাবাজী সদা সংবাদ লাগিয়া।
ব্রজমাধব কৃপা মাগেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া॥
প্রতীক্ষিত সে আদেশ আসিল যখন।
সারা দেহে বাবাজীর পুলক কম্পন॥
বন্ধু আদেশে বলেন শুন রামদাস।
একাকী যাইবে ব্রজে ছাড়ি সঙ্গী আশ॥
একাকী বৈরাগী করে আগম গমন।
অনুরোধে উপরোধে নাহি তার মন॥
অনন্ত বিভূতি মাঝে প্রভু বিদ্যমান।
ছয়টি তাহার মাঝে শাস্ত্রের প্রমাণ॥
বৈরাগ্য তাহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়।
সেই বৈরাগ্য তুমি এবে করেছ আশ্রয়॥
স্থূল ভিক্ষা কোনরূপে কোরো না গ্রহণ।
মাধুকরী করিবার জীবন ধারণ॥
পুরাতন শ্রীগোবিন্দ মন্দিরে যাইবে।
সময়েতে পূর্ব্বাপর জানিতে পারিবে॥
আমিও তখন কাছে হব উপনীত।
কর্ত্তব্য হইবে স্থির কালে বিধিমত॥
পুলকে শিহরি উঠে পূত কলেবর।
মূর্ত্ত হেরি বন্ধুবাণী চিঠির ভিতর॥
পত্র নহে এ যে মোর পথের দিশারী।
খুলিল ব্রজের দ্বার প্রভু কৃপা করি॥
নরোত্তম প্রভুর আর্ত্তি আসিল স্মরণে।
মাধুকরী ব্রজবাস প্রার্থনা কীর্ত্তনে॥
ভক্তগণে প্রেমভরে করি আলিঙ্গন।
ব্রজের উদ্দেশে ট্রেনে করেন আরোহণ॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

("বৃন্দাবন ধামে যাত্রাপথে সাথী ব্রজমাতা")

বিষাদেতে ভক্তসব সজল নয়ন।
প্রেমময় বিগ্রহের বিচ্ছেদ বেদন॥
একাকী চলেন ব্রজে নিঃসম্বল হইয়া।
কে দেবে সেথায় তাঁর আশ্রয় করিয়া॥
ভক্তগণ পারে সব ব্যবস্থা করিতে।
কিন্তু বিরত তাঁরা বন্ধু নির্দ্দেশেতে॥
অভিভূত শ্রীবাবাজী ট্রেনেতে বসিয়া।
অস্ত গেল দিনমণি আলোক মুদিয়া॥
আত্মস্থ নিশ্চল দেহ মুদিত নয়ন।
নববেশে নবদ্বীপ অন্তর দর্শন॥
অন্তর ইন্দ্রিয়ে হয় নব অনুভব।
শ্রীধামের বায়ুতে যেন অনন্ত সৌরভ॥
একাকী বাবাজী করেন ট্রেনে আরোহণ।
ট্রেনে উঠে হলো কিছু সঙ্গী সম্মিলন॥
বৃন্দাবনেশ্বরী বুঝি নিজে কৃপা করি।
মাতৃরূপে আবির্ভূতা পথের দিশারী॥
স্নেহময়ী মাতৃমূর্ত্তি জীবন্ত করুণা।
ব্রজপথ বিস্তারিত তাঁর জানাশোনা॥
বিগত প্রৌঢ়ত্ব তাঁর বার্দ্ধক্য আগমন।
সুউজ্জ্বল গৌরবর্ণ দেহ আবরণ॥
অম্লান চোখের জ্যোতি নাহি অপচয়।
ট্রেনে উঠি বাবাজীর নেন পরিচয়॥

নিজ পরিচয় রাখি সযতনে ঢাকি।
শুধুমাত্র পরিচয় বৃন্দাবনে থাকি॥
ব্রজধামে যাইবারে করিয়াছ মন।
আমি নিয়ে যাব তোমা ধাম বৃন্দাবন॥
বাবাজী নিশ্চিন্ত হন এ শুভ প্রসঙ্গে।
বৃন্দাবন ধামে যাব পথমাতা সঙ্গে॥
যথাকালে মথুরায় করি আগমন।
ধূলাতে লুটায়ে তিনি দণ্ডবৎ হন॥
আগে আগে পথমাতা সুদৃঢ় চলন।
পশ্চাতে বাবাজী যান আনন্দিত মন॥
মহানন্দে পুনরায় শকট আরোহণ।
ট্রেনে বসি মাতা করে পুত্র সম্বোধন॥
বৃন্দাবনে নিয়া তোমা করিব স্থাপনা।
সেই তব যথা স্থান নাহিক ভাবনা॥
বৃন্দাবন ষ্টেশনে গাড়ি করিল প্রবেশ।
শুনিলেন 'সঙ্গে এস' মাতার নির্দ্দেশ॥
যাতুকর চালায় যেমন মন্ত্রমুগ্ধ জনে।
বাবাজী করেন গমন মাতার পিছনে॥
সহসা মাতার কণ্ঠে হইল ধ্বনিত।
গোবিন্দ মন্দিরে এখন তুমি উপনীত॥
বাবাজীর মনে হয় বিস্ময় বিকাশ।
গোবিন্দ মন্দির কথা হয়নি প্রকাশ॥
বিগলিত করুণায় কে মাতৃমূর্ত্তি ধরি।
আমারে স্বস্থানে আনে নিজে কৃপা করি॥
চোখেতে ফুটিয়া উঠে বিশাল চত্বর।
দৃষ্টিতে জনমানব হয় না গোচর।

মৃদু আলোকেতে জ্বলে একটি লণ্ঠন।
পার্শ্ববর্ত্তী পথে লোক করিছে গমন॥
নিকটেই থাকি আমি শুনিলেন ধ্বনি।
বায়ুতে ভাসিয়া আসে মনে হয় শুনি॥
চারিদিকে করিলেন দৃষ্টির বিস্তার।
মাতৃমূর্ত্তি দৃষ্টিপথে আসিল না আর॥
হইল বাবাজীর মন বিস্ময়ে আচ্ছন্ন।
সমস্ত ইন্দ্রিয় বুঝি হল অবসন্ন॥
অভিভূত নবভাবে হইয়া স্তম্ভিত।
অবিচল দাঁড়াইয়া ভাবেতে বিস্মিত॥
ধীরে ধীরে ভাবরাশির হলো রূপান্তর।
নব অনুভূতি আসে বক্ষের ভিতর॥
অগতিকে গতিদান অচেনাকে চেনা।
ভাবহীনে দান করা নতুন দ্যোতনা॥
আকর্ষণ বিধিমতে এই তাঁর রূপ।
আশ্রয় প্রদান করেন আপনি স্বরূপ॥
মন্দিরের চূড়া পুনঃ হয় দরশন।
গোস্বামীগণের স্মৃতি পূর্ণ করে মন।
লুন্ঠিত হইয়া প্রণাম করেন সাষ্টাঙ্গে।
সৌভাগ্য স্পর্শ করে নব এক রঙ্গে॥
কিছুক্ষণ এইভাবে থাকেন শায়িত।
পার্শ্বদেশে মাতৃস্পর্শ হয় অনুভূত॥
স্বপ্নের মোহেতে যেমন শব্দ উচ্চারণ।
আবিষ্ট বাবাজী করেন মাতৃ সম্বোধন॥
উন্মিলিত চোখে কিন্তু হয় অনুমান।
আগত এক মূর্ত্তি যেন করেন প্রস্থান॥

পদে পদে হইলেন কিছু অগ্রসর।
ক্ষুদ্র কক্ষ এক মন্দির কিছুটা অন্তর॥
দেখিলেন তিনি সেই মন্দিরের দ্বারে।
কে যেন প্রবেশ করে দ্রুত অগোচরে॥
দেবের বিভূতি এবার করি অনুভব।
অপরূপ কৃপারাশি বিপুল বৈভব॥
ভাবান্তর ঘটাইল বাবাজীর মনে।
বসিয়া পড়েন গোঁসাঞী মৃত্তিকা আসনে॥
অনন্ত কৃষ্ণের কৃপা নাহি তার শেষ।
অবিরল ধারা তার নাশে পাপ ক্লেশ॥
এ অমৃত লাভে হয় তারই অধিকার।
যার পরে যোগ শক্তি কৃপার বিস্তার॥
এইভাবে চিত্তদেশ হইলে আচ্ছন্ন।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন হয়ে অবসন্ন॥
রহেন বাবাজী এইরূপে কতক্ষণ।
কিছু না সম্ভব হলো করা নিরূপণ॥
পুনরায় হলো যবে সম্বিত উদয়।
কার যেন করস্পর্শ অনুমিত হয়॥
কার যেন মূর্ত্তি আসি নিজ হাতে করি।
আলোর সাহায্যে তোলেন রামদাসে ধরি॥
স্নেহ-পূর্ণ কণ্ঠে বৃদ্ধ শুধান বারতা।
বাবাজী বলেন তাঁরে আপনার কথা॥
তরুণের বেশ দেখি বৈরাগ্যে সজ্জিত।
অতীব ভাবেতে বৃদ্ধ হন বিমোহিত॥
কাছারীতে বন্দোবস্ত হলো থাকিবার।
ভোগের প্রসাদ হলো রাত্রির আহার॥

উষায় উত্থান করি ভাবে রামদাস।
বহুদিন ব্রজবাস মনে ছিল আশ॥
মন্দিরে দর্শন হয় শ্রীরাধাগোবিন্দ।
মনোরম অঙ্গ জ্যোতি মুখ অরবিন্দ॥
শ্রীমুখ হেরিয়া নৃত্য করেন আরম্ভন।
বৃদ্ধ বিস্মিত হয়ে করেন দর্শন॥
মন্দিরের মোহান্ত তিনি নাম বৈষ্ণবদাস।
বুঝিলেন রামদাসে মাধুরী প্রকাশ॥
বিরত হইলে নৃত্য ধরি তার করে।
অতিস্নেহে রামদাসে আনেন বাহিরে॥
মূর্চ্ছিত হইয়াছিলে যোগ মায়া দ্বারে।
পরে নিয়া আসি তোমা গোবিন্দ মন্দিরে।
যাবৎ নাহিক হয় অন্য আয়োজন।
মন্দিরে হইবে বাস প্রসাদ গ্রহণ॥
জানিয়া যমুনা পথ তাঁহার নিকটে।
একেলা চলিয়া যান যমুনার ঘাটে॥
বর্ষায় যমুনা হয় স্ফীত কলেবর।
যমুনার মূর্ত্তি হেরি ভরিল অন্তর॥
এই সেই যমুনা পুলিনে যাহার।
ব্রজধাম বিরাজিত লীলার আধার॥
পরশ করিতে নীর পিয়াইতে বারি।
বাবাজী নামেন জলে বলি হরিহরি॥
স্নান সারি হৃষ্ট মনে উঠিয়া ডাঙ্গায়।
করতালি দিতে দিতে প্রেম গীতি গায়॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

(ব্রজধামে ব্রজবালার সহিত সাক্ষাৎ এবং সাধু-সঙ্গ)

না আছে মৃদঙ্গ সঙ্গে নাহিক দোহার।
একই সঙ্গীত ভাবে গাহে বার বার ॥
নয়ন ধারায় বুক যাইছে ভাসিয়া।
হঠাৎ ভাঙ্গিল ঘোর শব্দ শুনিয়া ॥
হেরেন মূরতি এক কীর্ত্তনের তালে।
ভাবাবেশে নাচিতেছে দ্রুত পদ ফেলে ॥
জগবন্ধু অনুরাগী বন্ধু ব্রজবালা।
আনন্দে করিছে নৃত্য পূর্ণ আত্মভোলা ॥
আনন্দ হিল্লোল উঠে বাবাজীর মনে।
কীর্ত্তন টানিয়া আনে আপনার জনে ॥
চারি হস্তে দুই জনে রচিয়া বেষ্টনী।
দুই জনে দোঁহা বক্ষে লইল যে টানি ॥
শৈশবে দুই জনে ছিল পরিচয়।
নবদ্বীপে ফরিদপুরে প্রীতি সঙ্গ হয় ॥
উভয়েই জগবন্ধু ছিল অনুরাগী।
হরিমোহন চৌধুরী আজ গৃহত্যাগী ॥
বড় গোস্বামীর কাছে লইয়া সন্ন্যাস।
সচ্চিদানন্দ স্বামী হইলেন প্রকাশ ॥
বিশুদ্ধানন্দেরে করি আশ্রয় গ্রহণ।
বহুতীর্থ ভারতের করেন ভ্রমণ ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আসি ধাম বৃন্দাবন।
শ্রীরাধিকা গোস্বামীর আশ্রয় গ্রহণ ॥

ব্রজবালা রাধা দাসী নিয়া পরিচয়।
ব্রজভাবে উপাসনায় প্রবেশ করয় ॥
ব্রজধামে গ্রামে গ্রামে করেন ভ্রমণ।
ব্রজবালা নারী বেশ করিয়া ধারণ ॥
বর্ত্তমানে কেশী ঘাটে ডেরা বাঁধি বাস।
নিজ স্থানে নিয়ে যান বন্ধু রামদাস ॥
পুলকিত দুই বন্ধু মনের আনন্দে।
যাপন করেন নিশা লীলার প্রবন্ধে ॥
নিশা শেষে উষা এসে দিল দরশন।
পতিত পাবন কুঞ্জে দোহে আগমন ॥
মনের আনন্দে সেথা হেরেন বাবাজী।
সিদ্ধকাম ভক্তগণ মিলিয়াছে আজি ॥
পরিচয় প্রসঙ্গে কহেন ব্রজবালা।
নিবেদিত প্রাণ সবে বসায়েছে মেলা ॥
প্রাণ কৃষ্ণ বলরাম বাবাজী মহান্।
প্রেমানন্দ গোস্বামী হের বর্ষীয়ান ॥
গোপেন্দ্র মৈত্র হের প্রেমের পিয়াসী।
ব্রহ্মানন্দ গোস্বামী শিঙ্গার বটবাসী ॥
ললিতা দাস বাবাজী ভক্তিভরা মন।
সুপবিত্র হয় মন করিয়া দর্শন ॥
হেরি সব পূত মূর্ত্তি ভক্তি ভাব হয়।
বিস্ময়ে বাবাজীর অঙ্গ রোমাঞ্চিত হয় ॥
প্রেমানন্দ ভারতীরে করিয়ে দর্শন।
উদিত পূর্ব্ব স্মৃতি আলোড়িত মন ॥
ঝুলনেতে আমোদিত বৃন্দাবনপুর।
পতিত পাবন কুঞ্জে ভারতী ঠাকুর ॥

সাথে থাকে ব্রজবালা আর রামদাস।
নিত্য নবভাবে হয় লীলার প্রকাশ ॥
ঝুলনান্তে ভারতী চলেন গুজরাটে।
বাবাজী চলিয়া যান যমুনার ঘাটে ॥
বিরহে বিষণ্ণ আজ বাবাজীর মন।
একাকী যমুনা তীরে করেন ভ্রমণ ॥
সন্ধ্যায় তমিস্রা আসি ঢাকিল আকাশ।
চলিছে বাবাজী একা হইয়া উদাস ॥
মনেতে ভাসিয়া উঠে নতুন প্রেরণা।
নিরাশ্রয় হয়ে বাসের জাগে উদ্দীপনা ॥
সঙ্গে আজ কেহ নাই, নাই ব্রজবালা।
ভ্রমণে দিনান্ত হলো এলো সন্ধ্যাবেলা ॥
মদনমোহনারতি করি দরশন।
যমুনার তীরে পুনঃ করেন গমন ॥
কালিদহ তরুমূলে লইয়া আসন।
নামানন্দে আপনারে করেন মগন ॥
গভীর হইল নিশা নিশ্ছিদ্র আঁধার।
সমস্ত দিগন্ত ব্যাপী স্তব্ধতা বিস্তার ॥
সব ছাড়ি প্রকৃতি সেজেছে বৈরাগী।
হেন পরিবেশ যোগ্য বৈরাগীর লাগি ॥
আঁধারে দিগন্তরূপ ধরিয়াছে কালো।
বাবাজী মানসপটে ফুটে উঠে আলো ॥
মনের সহিতে প্রাণ হইয়াছে যোগ।
বাবাজী মিলনানন্দ করেন সম্ভোগ ॥
জিহ্বা উচ্চারণ করে কৃষ্ণ নাম ধ্বনি।
মনের গহনে নাম প্রবেশে আপনি ॥

ভাবাবেশ নিদ্রাবেশে হলো পরিণত।
ভূমি শয্যায় রামদাস হলেন শায়িত ॥
বক্ষেতে জপেরমালা শির করোপরে।
গ্রন্থের পুটুলিখানা পার্শ্বদেশে পড়ে ॥
স্বপ্ন ঘোরে অপূর্ব্ব আনন্দ আস্বাদন।
পিতৃভূমি কুলদেব করিল দর্শন ॥
এ যেন খরস্রোতা পদ্মা নদী তীর।
পূর্ব্বমত শোভা পায় অনন্ত মন্দির ॥
প্রবেশ মন্দিরে পান মনোরম গন্ধ।
কে যেন রাখিয়া গেছে ধূপ মকরন্দ।
নিবেদিত পুষ্পাঞ্জলি ভূমিতে পড়িয়া।
কেহই মন্দিরে নাই গিয়াছে চলিয়া ॥
শয়ানের খাটে নাহি বিরাজে বিগ্রহ।
অন্তর্ধান পুরোহিত শূন্য করি গৃহ ॥
উজ্জ্বল পুরুষ শ্যাম আকৃতি দীঘল।
তাঁহার গম্ভীর মূর্ত্তি নয়ন উজ্জ্বল ॥
কে যেন দিলেন মন্ত্র বাবাজীর কানে।
তখনি ওঠেন তিনি ত্যাজিয়া শয়নে ॥
মধুর স্বপন কেন গেলরে ভাঙ্গিয়া।
বাবাজী ক্রন্দন করেন ফুলিয়া ফুলিয়া ॥
কালিদহে বালুচরে বাবাজী বিস্মিত।
ভাবাবিষ্ট মন বটে জিহ্বা মন্ত্ররত ॥
লইয়া জপের মালা জপে দেন মন।
নবলব্ধ মন্ত্র জিহ্বা করে উচ্চারণ ॥
দিব্যভাব মনোমাঝে হইল উদয়।
জপিতে জপিতে মালা দিবা বৃদ্ধি হয় ॥

মঙ্গল আরতিঃঘণ্টা পশিল শ্রবণে।
অঙ্গেতে জড়তা লাগে না যান দর্শনে ॥
এ জড়তা নহে কিন্তু আলস্যের দান।
অনাস্বাদ স্বাদে তাঁর মাতিয়াছে প্রাণ ॥
বহুক্ষণ এইরূপে জপি মন্ত্ররাজ।
যমুনার তীর ধরি চলে মহারাজ ॥
আসিয়া ভ্রমর ঘাটে বিরল দেখিয়া।
বাবাজী জলেতে নামেন স্নানের লাগিয়া ॥
স্নান করি মনে পড়ে বন্ধু ব্রজবালা।
স্বপ্ন কথা বলিবারে হৃদয় উতলা ॥
জিহ্বা কিন্তু জপরত আছে অনিবার।
নিয়ত হতেছে জপ ছেদ নাহি তার ॥
কেশী ঘাটে ব্রজবালার গৃহে উপস্থিত।
না দেখি বাবাজী বন্ধু ছিলেন চিন্তিত ॥
সারারাত্রি ব্রজবালা করেছে সন্ধান।
হেরিয়া বাবাজী পুনঃ শান্ত হলো প্রাণ ॥
কি কারণে কোথা ছিলে জিজ্ঞাসে বৃত্তান্ত।
টে:নেছিল কৃপা করে নিজে কৃপামন্ত্র ॥
আদেশ হইলে পরে মন্দ মন্দ করি।
কুটিরে বাবাজী যান বন্ধু হস্ত ধরি ॥
বাবাজী বলেন তাঁরে স্বপ্ন বিবরণ।
শোনামাত্র ব্রজবালা আনন্দিত মন ॥
ভাবভোলা উর্দ্ধবাহু নৃত্যের আরম্ভ।
সর্ব্বাঙ্গে উত্থিত হয় পুলকিত কম্প ॥
নৃত্য অন্তে আনন্দেতে কহে ব্রজবালা।
মন্ত্ররাজ যোগমায়া তোমা দিয়ে গেলা ॥

জগবন্ধু করায়েছে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা।
ব্রজেশ্বরী যোগমায়া নিজে দিল দীক্ষা॥
যেই মন্ত্র পাইয়াছ অঘোরে স্বপনে।
মহান পুরুষ এক দিবেন শ্রবণে॥
এই মন্ত্র জপ ভাই ইষ্ট মন্ত্র জ্ঞানে।
নিতাই হবেন সহায় অভীষ্ট পুরণে॥
এইরূপ ব্রজবালা কহিল যখন।
প্রভু মুখে কৃপা বাণী বাবাজী মনন॥
দুইজন কিছুকাল ইষ্টগোষ্টি করি।
ব্রজ হাতে দিয়া দেন কিছু মাধুকরী॥
আনন্দেতে ব্রজ বাস শঙ্কা কিন্তু মনে।
কেহ বা ঘটায় বিঘ্ন আসি বৃন্দাবনে॥
একস্থানে বাবাজী না রহেন সুস্থির।
কখনও যমুনাতীরে কখনও মন্দির॥
কৃচ্ছ্রসাধন আর ভজন কীর্ত্তন।
আসিলে কুটিরে কিন্তু উচাটন মন॥
ব্রজ ভাবিলেন রাম কেন বা অস্থির।
নির্জ্জনে সাধন বুঝি করিয়াছে স্থির॥
কোনদিন সামান্য করেন মাধুকরী।
অনাহারে কাটে প্রাণ দিবস শর্ব্বরী॥
বৈরাগ্যের ভিত দৃঢ় হইয়াছে অতি।
এখন হইবে শুধু তার অগ্রগতি॥
বাবাজীরে সম্বোধিয়া কহেন ব্রজবালা।
মন তব হইয়াছে বড়ই উতলা॥
আজি এ পবিত্র তিথি কৃষ্ণা দ্বাদশী।
ব্রজভুমি পরিক্রমা ক্রোশ চুরাশী॥

দুই জনে চল আজ করিব গমন।
আজই হতে শুরু হবে ব্রজের ভ্রমণ॥

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

(ব্রজ পরিক্রমার যাত্রা আরম্ভ)

ব্রজবালা মুখে শুনি এ শুভ সংবাদ।
বাবাজীর মনে উঠে অপূর্ব্ব আহ্লাদ॥
ব্রজবালা রামদাস করেন গমন।
মথুরাতে যেয়ে হয় অনেক দর্শন॥
মথুরাতে সমাগত বৈষ্ণব মণ্ডলী।
বাবাজী সকলের শুধু নেন পদধূলি॥
নিশাকালে সকলেই রয়েছে নিদ্রিত।
একাকী বাবাজী শুধু করেন জপ ব্রত॥
বাবাজীর জীবনের অপূর্ব্ব মহিমা।
অলক্ষেতে দৈবী দয়া দিয়াছে গরিমা॥
জপিতে জপিতে নাম হেরেন অদূরে।
একটি আলোর শিখা অন্ধকার চিরে॥
ত্যাজিয়া আপন আসন হন আগুয়ান।
অদূরে হেরেন এক গোফা অবস্থান॥
স্তব্ধগতি বাবাজী হইলেন স্থির।
গোফার মধ্যেতে দেখেন ক্ষুদ্র এক মন্দির॥
মন্দির প্রবেশ লাগি আকুলিত মন।
অগ্রসরি হলো এক অপূর্ব্ব দর্শন॥
ত্বরিতে বাহিরে গেল একটি রমণী।
হেরিলেন অবয়ব নহে মুখখানি॥

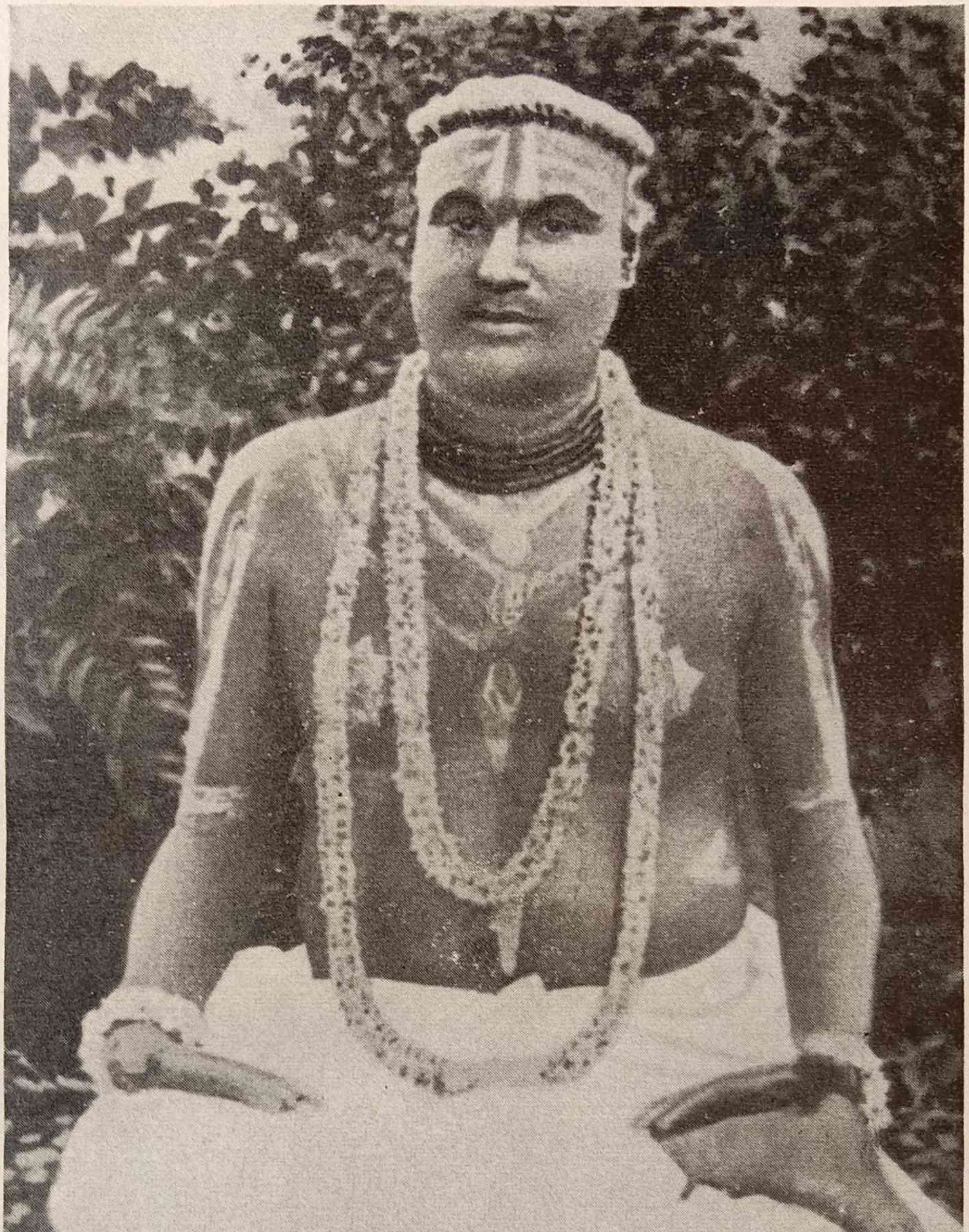

শ্রীমদ্ রাধারমণ চরণদাস বাবাজী

ব্রজ নারী এক জন এই মনে করি।
মন্দিরে প্রবেশ করেন ধীর গতি ধরি॥
মন্দিরেতে দেবী মূর্ত্তি শিলাময় অঙ্গ।
মনে হয় নাহি হয় পূজার প্রসঙ্গ॥
কল্যাণী শিলামূর্ত্তি সর্ব্বাঙ্গ চিক্কন।
অপরূপ ভাবে ভরে বাবাজীর মন॥
কৃপাবশে আজ আমি হইলাম ধন্য।
নবলব্ধ মন্ত্র জপের আকর্ষণ জন্য॥
মুদিত দুই চক্ষু ইষ্ট ধ্যানে মগ্ন।
বাহ্য স্মৃতি লুপ্ত হলো আনন্দ অনন্য॥
সম্বিত হইল লাভ এলে বাহ্য দশা।
বাবাজীর অনুভব আকণ্ঠ পিপাসা॥
চারিদিকে বাবাজী করেন দৃষ্টিদান।
পাত্র পূর্ণ চরণামৃত পাইলেন সন্ধান॥
পূর্ণ পাত্র শূন্য করি করিলেন পান।
পরম সুস্বাদু বারি সুন্দর আঘ্রাণ॥
পান করি পুনরায় ক্ষণিকের জন্য।
হইল সম্পূর্ণ লুপ্ত বাহ্যিক চৈতন্য॥
সম্বিত লভিয়া দেখেন নিশা অবসান।
মন্দির সম্মুখে করেন প্রার্থনা প্রণাম॥
বাবাজী বাহির হন সারিয়া প্রণাম।
নিজের স্থানেতে পুনঃ করেন প্রস্থান॥
ফুটিল উষার আলো গগন ভেদিয়া।
ভ্রমণার্থী বৈষ্ণবেরা উঠেন জাগিয়া॥
জয়রাধে রবে শুরু হলো পর্য্যটন।
যাত্রারত মূর্ত্তিগণ অপূর্ব্ব দর্শন॥

হাতে শুধু করতাল গলে জপমালা।
কৌপীন সম্বল আর প্রাণে ভক্তি ঢালা॥
কেহ বা যাইছে পথে হইয়া নিরালা।
দলবদ্ধ চলে কেহ রাখিয়া শৃঙ্খলা॥
আগে আগে চলে রিক্ত বৈষ্ণবগণ।
পিছে যায় গৃহী সব করিতে ভ্রমণ॥
সংখ্যায় অধিক কিন্তু নীরব গম্ভীর।
ব্রজবালা রামদাস পশ্চাৎ বাহির॥
যতই ব্রজের পথে হতেছে গমন।
ততই নয়নে পড়ে অপূর্ব্ব দর্শন॥
আকাশেতে মেঘ আছে নাহিক বর্ষণ।
ক্ষেত্র মধ্য দিয়া পথ নাহিক কর্ষণ॥
মাঝে চোখে পড়ে ক্ষেত্র শস্যে আছে ভরা।
কলাই জোয়ার ভুট্টা পর্যাপ্ত বজরা॥
ব্রজের কৃষক কুল ভক্তি ভরা মন।
সমবেত পথ পার্শ্বে করিতে দর্শন॥
পুনরায় পড়ে চোখে অন্যরূপ সৃষ্টি।
পাতাহীন ডাঁটা সার কদম্ব সমষ্টি॥
অনাবৃত পিলুগাছে ধরিয়াছে ফল।
কুঞ্জরূপ ধরিয়াছে এ বৃক্ষ সকল॥
পথে উঠিতেছে জয় জয় রাধা ধ্বনি।
কেকারবে শিখী কুল করে প্রতিধ্বনি॥
বৈষ্ণবের সঙ্গে নাচে মৃগ-মৃগীগণ।
হেরিতে হেরিতে দৃশ্য পৌঁছে মধুবন॥
আত্মভোলা ব্রজবালা নাচে মত্ত হইয়া।
বাবাজী নিকট হইতে গিয়াছে চলিয়া॥

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

(ব্রজবালা হইতে বিচ্ছিন্ন, দর্শন)

একাকী বাবাজী কিন্তু নহে ম্রিয়মান।
একা একা পরিক্রমা চাহিতেছে প্রাণ ॥
আবেশে বাবাজী চলেন মধুবন পথে।
শুষ্ক কণ্ঠ হইলেন ক্লান্তি পিপাসাতে ॥
অদূরে হেরিয়া ব্রজবাসীর কুটির।
জল যাচিবেন তথা করিলেন স্থির ॥
পথেতে বালিকা এক করে সম্বোধন।
মম দ্বারে মাধুকরী করহ গ্রহণ ॥
সম্বোধনে বাবাজী যান আগুসরি।
ব্রজের কিশোরী রহে দ্বার রুদ্ধ করি ॥
রুদ্ধ দ্বার বাবাজী হন সঙ্কুচিত।
কানেতে ভাসিয়া আসে ভজন সঙ্গীত ॥
ব্রজভাষায় ব্রজভাবে এক ব্রজবালা।
সঙ্গীতে প্রকাশ করে গোপালের খেলা ॥
কটি দেশে পীত বাস অঙ্গ ভরি ধূলা।
লইয়া মাখন রুটি গোপালের খেলা ॥
নয়নেতে শোভা পায় সুর্‌মা অঞ্জন।
হাতে রুটি ব্রজ গোপাল খেলায় মগন ॥
আকাশে উড়িছে কাক ভূমিতে আসিয়া।
গোপালের ননী রুটি লইছে হরিয়া ॥
ভক্তিময়ী ব্রজবালা নিজ বক্ষ হতে।
বাপের মাধুরী টেনে আসিল মর্ত্তেতে ॥

ভজনেতে শুনি এই অপূর্ব্ব বর্ণন।
অন্তরে বাবাজী করেন সাক্ষাৎ দর্শন॥
শিহরিত হলো দেহ পুলকিত মন।
কানেতে প্রবেশ করে মধু-সম্বোধন॥
দাঁড়াইয়া দ্বার পথে মাতৃ মূর্ত্তি ধরি।
ব্রজনারী বিরাজিত হাতে মাধুকরী॥
বাবাজীকে মাধুকরী করিল অর্পণ।
হাত পাতি বাবাজী করেন গ্রহণ॥
মনে মনে ব্রজ মায়ে করিয়ে প্রণাম।
বাবাজী সেস্থান হতে করেন প্রস্থান॥
দুই দিন করিলেন নিরালা ভ্রমণ।
পরিক্রমি করিলেন বিবিধ দর্শন॥
কুণ্ড ও মন্দির আদি দরশন করি।
উপনীত হইলেন স্থান পুখরী॥
ব্রজবালা মিশিলেন বাবাজীর সাথে।
সময় বহিয়া যায় ব্রজের কথাতে॥
ব্রজভাবে বাবাজী হয়েছেন ধনী।
ব্রজবালা নেন তাঁরে নিজ বক্ষে টানি॥
ভাবাবিষ্ট দুই জন বিহ্বলিত মনে।
সঙ্গী বৈষ্ণবগণে গিয়াছেন ভ্রমণে॥
অদূরেতে দেখা যায় গিরি গোবর্দ্ধন।
ব্রজবালা ছুটে যায় পরশ কারণ॥
অভিভূত বাবাজী রহেন দণ্ডমান।
দূরে গেছে ব্রজবালা না হবে সন্ধান॥
একাকী বাবাজী পথে হন অগ্রসর।
হইল একটি কুণ্ড নয়ন গোচর॥

কতিপয় বৈষ্ণব কুণ্ডটি ঘিরিয়া।
বসেছেন শান্তমনে বিশ্রাম লাগিয়া॥
বাবাজী মিশেন আসি তাঁহাদের সঙ্গে।
নিকটে নৃসিংহ মন্দির জানেন প্রসঙ্গে॥
মন্দির নিকটে এক গোফা আছে আর।
রাঘব পণ্ডিত গোফা পরিচয় তার॥
অপরূপ স্মৃতি ভাসে বাবাজীর মনে।
রাঘব পণ্ডিত ধনী গৌর কৃপা ধনে॥
কঠোর বৈরাগ্য মূর্ত্তি দক্ষিণী ব্রাহ্মণ।
গৌরাঙ্গ সর্ব্বস্ব তার নির্জ্জন সাধন॥
গোবর্দ্ধন তটে বসি এই সে গোফায়।
সাধিয়া বৈষ্ণব ব্রত সময় কাটায়॥
শ্রীনিবাস আচার্য্য আর প্রভু নরোত্তমে।
পরিক্রমায় আনি তোষেণ দর্শনে॥
হেন ভাগ্য হবে কভু না ছিল প্রত্যাশা।
কেশে ধরি প্রভু মোর মিটালেন আশা॥
ভাব রাজ্যে বস্তু রাজ্যে হয় একাকার।
ইচ্ছা নাহি হয় স্থান ত্যাগ করিবার॥
রহিলেন বাবাজী বৈষ্ণব মিশালে।
সময় কাটিয়া চলে আনন্দ হিল্লোলে॥
জগবন্ধু সঙ্গী এক বৈষ্ণব মূরতি।
মিলিত বৈষ্ণব মাঝে ছিল তার স্থিতি॥
হীরালাল পূর্ব্ব নাম আছিল প্রকাশ।
বৈষ্ণব আশ্রমে নাম হলো কৃষ্ণদাস॥
বাবাজীর সাথে হয় পুনঃ পরিচয়।
বাবাজীর প্রেমৈশ্বর্য্য জাগায় বিস্ময়॥

নৃসিংহ দেবের মন্দির করি দরশন।
গিরি রাজ শোভা হেরি অতি মনোরম॥
কাকচক্ষু যত স্বচ্ছ কুণ্ডভরা জল।
ভজন কুটিরে যান বৈষ্ণব সকল॥
কি প্রশান্ত পরিবেশ কেমন মাধুরী।
অপরূপ ছন্দে নাচে ময়ূর ময়ূরী॥
হেরিয়া চতুর্দ্দিকে প্রেমের ব্যঞ্জনা।
বাবাজীর মনে জাগে অপূর্ব্ব মূর্চ্ছনা॥
যুক্ত করি দুই কর দৈন্য ভরা প্রাণে।
প্রার্থনা করেন কৃপা সাষ্টাঙ্গ প্রণামে॥
সন্ধ্যায় রাঘব গোফায় করি আগমন।
রাঘব পণ্ডিত লীলা করেন আস্বাদন॥
অলৌকিক আস্বাদন চরিত মাধুরী।
ব্রজেতে প্রবেশ করেন নিজে গৌর হরি॥
বনভূমি লতা কুঞ্জ ব্রজ উপবন।
পুলকিত রামদাস করে নিরীক্ষণ॥
কভু বা ছুটিয়া যান গিরি রাজ তটে।
কখনও গমন করেন গ্রামের নিকটে॥
মানস গঙ্গার তীরে পড়েন লুটিয়া।
গোপাল দর্শনে পড়েন প্রেমাবিষ্ট হইয়া।
করিতে করিতে এই লীলা আস্বাদন।
ফুকারিয়া বাবাজী করেন ক্রন্দন॥
রহিল হাতের মালা হস্তধৃত হয়ে।
প্রবাহিত অশ্রুধারা বক্ষ ভাসাইয়ে॥
জিহ্বায় রহিল শুধু জলের কম্পন।
বক্র হয়ে দেহ যষ্ঠি ভূমিতে পতন॥

ধরেন ঝটিতি আসি হরে কৃষ্ণ দাস।
স্পর্শে তার বাহ্য স্ফূর্ত্তি হইল প্রকাশ ॥
নৃসিংহ মন্দিরে ঘণ্টা উঠিল বাজিয়া।
সন্ধ্যারতির বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া ॥
দুই জনে ধীরে ধীরে করেন গমন।
সন্ধ্যাকালে আরতি করিতে দর্শন ॥
আনন্দে আরতি দেখা করি সমাপন।
নিশাতে রাঘব গোফা করেন গমন ॥
রজনীর শেষ যাম মিলায় পশ্চিমে।
নিদ্রা ভাঙ্গি বাবাজী যান স্নানের কারণে ॥
শয্যাশ্রয়ী তখনও হরে কৃষ্ণ দাস।
একাকী ভ্রমণে হয় বাবাজীর আশ ॥
গ্রহণ করিয়া হাতে নাম জপ মালা।
বাহির হলেন পথে বাবাজী একেলা ॥
উষাকালে গিরি রাজ অপরূপ সাজ।
রূপের মেখলা পরি করিছে বিরাজ ॥
গিরি রাজ শোভা যেন করে টলমল।
চারিদিকে ডাকিতেছে ময়ূরের দল ॥
দেখিতে দেখিতে শোভা হন অগ্রসর।
পশ্চিমেতে হেরিলেন শোভা মনোহর ॥
বিচরণ করে সুখে বনের হরিণী।
শিখী কুল করে সুখে মৃদু কেকাধ্বনি ॥
মন্থর গতিতে আগু হন মহারাজ।
শিখী মুখে কৃষ্ণ নাম শুনিলেন আজ ॥
শিখী মৃগ ছাড়ে পথ বাবাজী দেখিয়া।
সঙ্কোচিত বাবাজী এ দৃশ্য হেরিয়া ॥

বাধা বা পাইল এরা লীলা আচরণে।
অপরাধী নিজেরে ভাবেন মনে মনে।
কোন্ রাজ্যে আসিলেন নাহি অনুমান।
কিবা দরশনে যান চিত্তে নাই স্থান॥
তবু অগ্রসর হন ভাবিতে ভাবিতে।
সহসা অদূরে হেরেন কাহাকে ঘুরিতে॥

সপ্তম পরিচ্ছেদ

(প্রেতাত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং মন্ত্রলাভ)

শ্বেত শুভ্র শ্মশ্রুরাজি ঢেকেছে বয়ান।
মনোহর শুভ্র কেশ মূর্ত্তি বর্ষিয়ান॥
অবস্থিত দুই চক্ষু কোটর গহ্বরে।
মনে হয় আছে যেন বিষাদেতে ভরে।
সর্ব্বাঙ্গ আছয়ে সাদা চাদরে আবৃত।
গলেতে তুলসী কণ্ঠি হস্তে মালাধৃত॥
বাবাজী হলেন ভীত প্রথম দর্শনে।
তবু আগুয়ান হন প্রণাম অর্পণে॥
বাবাজীর পূর্ব্বেই সেই শীর্ণ অঙ্গ।
বাবাজী সম্মুখে নত হইলা সাষ্টাঙ্গ॥
হেরি প্রবীণের এই দীন আচরণ।
অপরাধ ভাবে ভরে বাবাজীর মন॥
ক্ষমা লাগি কথঞ্চিত পশ্চাতে হটিলে।
সম্বোধিয়া বাবাজীকে মূর্ত্তি ধীরে বলে॥
হিন্দি বাংলায় মিশা ভাষা গ্রন্থন স্খলিত।
অনুশোচনার সুরে মৃদু উচ্চারিত॥

উপনীত হয়েছেন এখন শ্যাম ঢাকে।
বড়ই পবিত্র স্থান তৃপ্তি হয় দেখে ॥
শ্যাম কুণ্ড বিরাজিত ইহার নিকটে।
সদাই ঘুরিয়া বেড়াই এর তটে তটে ॥
যতি পুরা ছিল মোর পূর্ব্বকার বাস।
আত্মঘাতি অপরাধ আমাতে প্রকাশ ॥
দয়া করি কহ মোরে বাবাজী মহান্।
কি করিলে হবে মোর পাপ অবসান ॥
সবিনয়ে বাবাজীকে করেন আমন্ত্রণ।
পিছনে বাবাজী তার করেন গমন।
শ্যাম কুণ্ড তীরে তাঁরা উপস্থিত হন।
পুনঃ শুনিছেন মূর্ত্তি বলিছে বচন ॥
কুণ্ডের মহিমা কিবা বলিব বচনে।
মিলেছিলা শ্যাম হেথা প্রথম ঝুলনে ॥
হেরেন বাবাজী চক্ষু করি বিস্ফারিত।
বসতি বিহীন এক এলাকা বিস্তৃত ॥
শুধুমাত্র আছে এক শান বাঁধা ঘাট।
উপজে বাবাজী মনে বিস্ময় বিরাট ॥
পূর্ব্বদৃষ্ট বৃদ্ধ আর পড়েনা নয়নে।
কার সঙ্গে আসিলাম এ ঘোর বিপিনে ॥
কার সঙ্গে এতক্ষণ করি বিচরণ।
নানা ভাব করিতেছে মনে আন্দোলন ॥
কুণ্ডের ভিতর দিকে দেখি লক্ষ্য করি।
প্রবেশিল একজন হাতে ঝাঁটা ধরি ॥
আসিয়া কুণ্ডেরে প্রথম করিল প্রণাম।
ঘাট পরিচ্ছন্ন লাগি করে ঝাঁট দান ॥

পূর্ব্ব দৃষ্ট বৃদ্ধ সাথে না আছে সাদৃশ্য ।
স্তম্ভিত বাবাজী হন হেরিয়া এ দৃশ্য ॥
কুণ্ড স্নানে বাবাজী করেন গমন ।
স্নান সারি ঘাটে নিংগাড়েন বসন ॥
দেখেন নিংড়ান বারি পিয়ে একজন ।
বিস্মিত বাবাজী হন ভারাক্রান্ত মন ॥
বাবাজী ভাবেন হেরি একি অপরূপ ।
কে বৃদ্ধ বৈষ্ণব এই কি এর স্বরূপ ॥
আবার কানেতে পশে মৃদু সম্ভাষণ ।
মম সাথে যতিপুরা করুন ভ্রমণ ॥
সন্দেহ মুক্ত করি আপনার মন ।
অস্বাভাবিক মূর্ত্তি সঙ্গে করেন গমন ॥
বৃক্ষ ঘেরা এক স্থান কুঞ্জের মতন ।
বিশ্রাম লাগিয়া দোঁহে করে উপবেশন ॥
বসিয়া বাবাজী মালা জপ আরম্ভিল ।
হঠাৎ বৃদ্ধের কণ্ঠে বাণী উচ্চারিল ॥
বৈষ্ণব দেহেতে করেন ভগবান বাস ।
পূজিলে বৈষ্ণব, পুরে বিষ্ণু পূজা আশ ॥
বৈষ্ণবে করিলে সেবা বিষ্ণু সেবা হয় ।
অতএব কিছু কথা শুন মহাশয় ॥
বৈষ্ণব উদ্দেশ্যে যদি ইচ্ছা কর দান ।
নিজ ভোগে না লাগাইও শুন ভাগ্যবান ॥
সে দান করিও তুমি যতনে সঞ্চয় ।
যাহাতে বৈষ্ণব সেবা সুষ্ঠু রূপে হয় ॥
পুনঃ কহে বাবাজীকে করি সম্বোধন ।
আমারে শুনাও তুমি হরিনাম কীর্ত্তন ॥

বংশী সুরে হয় যেমন সর্প বিমোহন।
তেমতি বাবাজী করেন কীর্ত্তন আরম্ভন ॥
ভক্ত সনে গৌর লীলা গগন ভেদিয়া।
বাবাজী গাহেন আজ কাঁদিয়া কাঁদিয়া ॥
নীরবে ঝোলায় ছিল পড়ি করতাল।
বাবাজী শ্রীকর স্পর্শে তোলে নবতাল ॥
কীর্ত্তনে বাবাজী অঙ্গে ফুটে ভাব স্ফূর্তি।
তন্ময় হইয়া সাথে গাহে বৃদ্ধ মূর্ত্তি ॥
ভাবানন্দে বাবাজী বর্ণে পাপীর উদ্ধার।
বক্ষ প্রহারি বৃদ্ধ করে হাহাকার ॥
রুদ্ধ বেদনার সঙ্গে মোর আর্ত্তনাদে।
নিজেরে সঁপিতে চায় বাবাজীর পদে ॥
বয়োজ্যেষ্ঠ বৈষ্ণবের হেন আচরণ।
বাবাজী ধরিতে যান তাহার চরণ ॥
অমনি হইয়া বৃদ্ধ অতিশয় ম্লান।
চকিতে তখনই করে দূরেতে প্রস্থান ॥
রোমাঞ্চিত কলেবরে বাবাজী বিস্মিত।
তেয়াগিতে সেই স্থান হন স্থিরীকৃত ॥
অনন্তর বাবাজী হন অগ্রসর।
যতিপুরা দেখে হলো আনন্দ বিস্তর ॥
অনন্তর গিরিরাজ করেন দর্শন।
ব্রজবাসী ভক্ত করে প্রসাদ আনয়ন ॥
বাবাজী মনেতে তখন করেন বিচার।
ভ্রমণে প্রসাদ প্রাপ্তি হয় নাই আর ॥
ভেবেছিনু স্থূল ভিক্ষা কভু না লইব।
অযাচিত প্রসাদে কেমনে উপেক্ষিব ॥

ক্ষুদ্র সেবা বৈষ্ণবের সদাচরণীয়।
ভক্তি প্রতিকূল শ্রদ্ধা সদা বর্জ্জনীয় ॥
এইরূপে বাবাজী স্থির করি মন।
প্রসাদী রুটি ও ফল করেন গ্রহণ ॥
ব্রজবাসী রাজপুরে প্রণাম অন্তর।
পুনরায় ভ্রমণ পথে হন অগ্রসর ॥
সারাদিন করেন ভ্রমণ বিরতিবিহীন।
ভ্রমণে ভ্রমণে শেষে বয়ে গেল দিন ॥
সন্ধ্যাকালে অতিরিক্ত পথ শ্রান্ত হইয়া।
চালায় বসেন এক আসন পাতিয়া ॥
গাঁঠুলি নামেতে এই গ্রামের পরিচয়।
মহাপ্রভুর ইচ্ছায় হেথা গোপালজী উদয় ॥
মহাপ্রভুর মনস্কাম করিতে পূরণ।
গোপালজীর হয়েছিল গাঁঠুলি গমন।
গাঁঠুলিতে আসি যবে বসেন রামদাস।
মনেতে উদয় হয় লীলার আভাষ ॥
আবেশে বাবাজী করেন লীলা আস্বাদন।
ক্রমে নিদ্রা দেবী চক্ষে করেন আগমন ॥
নিদ্রা বশে নিজ দেহে হয় অনুমান।
কে যেন দেহ স্পর্শে করে তাঁর দান ॥
স্পর্শ পেয়ে নিদ্রা হতে উঠেন জাগিয়া।
পূর্ব্বদৃষ্ট বৃদ্ধ হেরেন বিহ্বল হইয়া ॥
দৃষ্টি মাত্র মনে হলো ভয়ের উদয়।
সারা দেহ ভার হলো ঘামের সঞ্চয় ॥
আদিষ্ট হইয়া আমি আসিয়াছি আজি।
আমারে আদেশ করেন স্বয়ং কিশোরীজি ॥

বৈষ্ণব সেবার লাগি তোমা দিতে দান।
আমাকে কিশোরীজি এখানে পাঠান ॥
দশাক্ষরী অন্নপূর্ণা মন্ত্র দিব আজ।
বৈষ্ণব সেবার লাগি লহ মহারাজ ॥
দশবার এই মন্ত্র নিত্য জপ করি।
বৈষ্ণব সেবায় তুমি হও অধিকারী ॥
বাবাজীরে এই মন্ত্র ত্বরা করি দান।
ভীতি ভরা মনে বৃদ্ধ করিল প্রস্থান ॥
বাবাজীর মন ভেবে ভারাক্রান্ত হয়।
ধাম বাস করে কেন এ দুর্ম্মতি হয় ॥
দয়া করেছেন জানি তবু কৃপাময়।
রেখেছেন করি এই ধামের আশ্রয় ॥
হৃষ্টমনে দত্ত মন্ত্র করিয়া গ্রহণ।
প্রভাত ভ্রমণ লাগি করেন আয়োজন ॥
বাহির হইয়া পথে আসেন বাবাজী।
গিরি রাজ পথ ধরেন পরিক্রমা ত্যাজি ॥
অজানা প্রেরণায় করেন এ পথ গ্রহণ।
মনে মনে চিন্তা করেন পূর্ব্বের ঘটন ॥
প্রভাত স্নানের কথা না হলো স্মরণ।
গাঁঠুলিয়া স্মৃতি ছিল আচ্ছাদিয়া মন ॥
মানস গঙ্গার তীরে হন উপনীত।
ঘাটে হেরেন স্নানার্থী সেথা উপস্থিত ॥
স্নানের কথাটি তখন আসিল স্মরণে।
প্রণাম করিয়া গঙ্গা নামিলেন স্নানে ॥
দিনান্তে হইল তাঁর অনেক দরশন।
একজন বৈষ্ণবের শুনেন সম্বোধন ॥

পাবন সরোবরে আছেন গৌর মহারাজ ॥
ভেটিবারে তাঁরে চলুন মোরা যাই আজ ॥
সিদ্ধ মহাত্মা এই বাবাজী গৌরদাস।
ভজনে আবিষ্ট সদা নাহি অবকাশ ॥
নন্দ গ্রাম হয় তাঁর পূত বাসস্থান।
আবিষ্ট ভাবেতে সদা ধ্যান মগ্ন প্রাণ ॥
উপনীত হইয়া নিরূপিত স্থানে।
হেরিলেন বাবাজী আবিষ্ট ধেয়ানে ॥
লীলার ভিতরে তিনি আছেন ডুবিয়া।
চারিদিকে বৈষ্ণবগণ বসেছে বেড়িয়া ॥
ভাবাবিষ্ট হয়ে করেন বাক্যের প্রকাশ।
প্রতিশব্দে প্রকটিত লীলার আভাষ ॥
শোনেন ভক্তিতে ব্রজ লীলার মাধুরী।
ভাবাপ্লুত ঘোরে লীলা স্মরণ করি ॥
কাঁপিতে কাঁপিতে করি সভক্তি প্রণাম।
ধীরে ধীরে করিলেন অন্যত্র প্রস্থান ॥
ঘুরিয়া ঘুরিয়া হেরেন যত লীলাস্থল।
প্রকটিত লীলা যেন হেরেন অবিকল ॥
লীলাস্থল প্রত্যক্ষ করেন লোচনে।
লীলা রস আস্বাদেন আকুলিত মনে ॥
একাকী ভ্রমেণ বাবা হইয়া উতলা।
নিমগা গ্রামেতে পুনঃ মিলে ব্রজবালা ॥

অষ্টম পরিচ্ছেদ

(ব্রজবালার সহিত পুনর্মিলন এবং লীলা আস্বাদন)

বিস্মিত ব্রজবালা হেরিল নয়নে।
অপ্রাকৃত ভাবাবেশ বাবাজী বদনে॥
কেবল মাত্র নাহি করেন শ্রীধাম দর্শন।
প্রতিটি মুহূর্ত্তে করেন লীলা আস্বাদন॥
এই মাত্র শুনেন যেন প্রভুর কাকুতি।
রাধা রাধা রাধা বলি করুণ মিনতি॥
কুণ্ড তীরে পশে কানে মোহন বেনু-সুর।
অপ্রাকৃত ভাবে তাই বাবাজী ভরপুর॥
অপ্রকট লীলা হয় নিত্য ব্রজ পুরে।
ভাগ্যবান যেই জন তার চোখে পড়ে॥
হেন ভাগ্যমন্ত হেরি বন্ধু রামদাস।
ব্রজবালার মনে হয় বিস্ময় প্রকাশ॥
আবার দুজনে চলে মিলিত ভ্রমণ।
দুই জনে পথে করেন অনেক দর্শন॥
“ডোভারা”তে দুইজনে হন উপস্থিত।
ক্লান্ত হয়ে করিলেন গমন স্থগিত॥
নিশাতে ব্রজবালা হলেন শায়িত।
জপ আসনে বাবাজী করেন জপব্রত॥
অজানা অপূর্ব্ব এক ভাব আকর্ষণে।
বাহিরে চলেন যেন নিশার আহ্বানে॥
প্রভাতে ব্রজবালা খুঁজেন রামদাস।
সন্ধান না পাইয়া তাঁর হলেন হতাশ॥

এইবার ব্রজবালা বড়ই চিন্তিত।
হেরিয়াছেন রামদাসে ভাব বিহ্বলিত ॥
ভাবের ঘোরেতে সে সদাই আত্মস্থ।
ভজনেতে আত্ম ভোলা নহে প্রকৃতিস্থ ॥
এখানে ওখানে খুঁজে হইলেন সারা।
কোন খানে নাহি পান বাবাজী ঈশারা ॥
সহসা পড়িয়া গেল ব্রজবালার মনে।
রামদাস গেল কি ছুটিয়া বর্ষাণে ॥
বৃষভানু নন্দিনীর পিত্রালয় বর্ষাণ।
নিত্য লীলায় শ্রীমতীর তথা অবস্থান ॥
এই ভেবে ব্রজবালা বর্ষাণে ছুটিল।
মন্দিরে প্রবেশ করি বিহ্বলিত হলো ॥
মন্দিরের সেবক গণ করি ধরা ধরি।
প্রাণ প্রিয় রামদাসে আনে বাহির করি ॥
হেরিদৃশ্য ব্রজবালা উঠিল কাঁদিয়া।
বাহ্য লুপ্ত রামদাস আবিষ্ট হইয়া ॥
ক্রন্দনে আঁখির পল্লব হইয়াছে স্ফীত।
কাটিয়া কপাল তাঁর বহিছে শোণিত ॥
করাঘাতে বক্ষদেশ উঠিছে ফুলিয়া।
শিরদেশে শত ক্ষত পাষাণে কুটিয়া ॥
ধন্য ধন্য রামদাস ভূষণ ভকতি ॥
নাম নিষ্ঠা নাম ভজন নাম অনুভূতি ॥
নামময় তুমি বন্ধু নাম তব ভোগ্যা।
তুমিই করুণা লাভের একমাত্র যোগ্যা ॥
এইভাবে ব্রজবালা কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
ধরিলেন রামদাসে বক্ষে জড়াইয়া ॥

ভাবাবিষ্ট রামদাস বিলুপ্ত সম্বিত।
ব্রজবালা মনে মনে ভাবিছে বিহিত॥
আনি চরণামৃত শ্রীজীব মন্দির হতে।
প্রদানিল ধীরে ধীরে বাবাজী মুখেতে॥
এইরূপে বহু সময় হইলে বিগত।
বাবাজী ফিরিয়া পান বাহ্যিক সম্বিত॥
ব্রজবালা সঙ্গে নিশি করিয়া যাপন।
প্রভাতে উভয়ে পুনঃ করেন ভ্রমণ॥
বাবাজীর নব ভাবের হইল উদয়।
লীলা কেন্দ্র হেরিলেই লীলা স্ফূর্ত্তি হয়॥
লীলা শুধু নহে আর পবিত্র কাহিনী।
হৃদয় যমুনা জলে লীলা প্রবাহিনী॥
যেমন কমলবন ভ্রমর শোভিত।
বাবাজী হৃদয় ভ্রমর লীলারসায়িত॥
মেঘাচ্ছন্ন আকাশেতে দামিনী প্রকাশ।
নামময় হৃদাকাশে লীলার বিকাশ॥
পরদিন অপরাহ্নে পরিক্রমা পথে।
উপনীত দুই বন্ধু পদ্ম বাগিচাতে॥
প্রস্ফুটিত তাম্ররস ভ্রমর গুঞ্জন।
উল্লাসে স্ফুরিত হলো বাবাজীর মন॥
নিকটেই অবস্থিত প্রেম সরোবর।
চারিদিকে প্রেম স্পর্শ দৃশ্য মনোহর॥
কৌতূহলে এক পুষ্প করিয়া চয়ন।
ব্রজবালা বাবাজী হাতে করিল অর্পণ॥
সযতনে কুসুমটি কর তুমি রক্ষা।
স্নান সারি আসি আমি তাবৎ প্রতীক্ষা॥

হাতেতে লইয়া পুষ্প বন্ধুর আদেশে।
হাসিয়া বাবাজী মশায় ঘাটে জপে বসে॥
দিনমণি দিবসান্তে মাগিছে বিদায়।
পথ বাহি লোকজন নাহি আর যায়॥
হঠাৎ পশিল কানে বালিকার স্বর।
মধুর পরশ লাগে শ্রুতির ভিতর॥
পুলক শিহরে দেহে অতি আচম্বিতে।
ফিরাল বাবাজী দৃষ্টি চকিতে পশ্চাতে॥
হেরেন কিশোর মূর্ত্তি ঢল ঢল অঙ্গ।
একটি প্রৌঢ়া মূর্ত্তি লইয়াছে সঙ্গ॥
লাবণ্য ঝরিয়া পড়ে কমনীয় কান্তি।
বাবাজীর চিত্ত মাঝে বিস্তারে প্রশান্তি॥
চৌদিকে ঠিকরি পড়ে আলোকের ধারা।
বাবাজীরে সম্বোধে হয়ে আত্মহারা॥
আমার কুসুম তুমি রাখিয়াছ করে।
ফিরাইয়া দাও ফুল এখন আমারে॥
এই বলি কোকনদ করিয়া হরণ।
ত্বরিৎ সে স্থান হতে করিল গমন॥
বাবাজী তড়িৎ স্পর্শে চমকিত হইয়া।
চারিদিক দেখিলেন লোচন মেলিয়া॥
কোনদিক কিছু নাই শূন্য দিগন্ত।
উদাস বাবাজী মশায় হলেন বিভ্রান্ত॥
হেন দৃশ্য ব্রজবালা করি দরশন।
বিস্ময়ে বিমূঢ় হলো ব্রজবালা মন॥
জল হতে আসিলেন ঝটিতি ছুটিয়া।
ফুল কোথা জিজ্ঞাসেন তীরেতে উঠিয়া॥

একটি কিশোর হেথা করি আগমন।
তখনই কুসুম নিয়া করিল গমন ॥
ধন্য বন্ধু রামদাস কি কহিব আর।
সিদ্ধ স্বরূপ দর্শন হইল তোমার ॥
তব প্রেম তব দৈন্য তোমার কাকুতি।
সার্থক করিলেন আজ নিজে ব্রজপতি ॥
স্নান করি এস ভাই প্রেম সরোবরে।
তারপর চল যাই ফিরিয়া কুটিরে ॥
ভ্রমণে বাবাজী ক্লান্ত নাহি আর মন।
সঙ্কল্প করেন ফিরে যেতে বৃন্দাবন ॥

চতুর্থ পর্ব্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

(ব্রজবালার সঙ্গে বিচ্ছেদ)

দুই বন্ধু পুনরায় আসিলেন ধামে।
বাসনা আত্মস্থ হন সুমধুর নামে॥
বৃন্দাবনে হেরিলেন নব দলাদলি।
একদল অন্য দলে পাড়িতেছে গালি॥
ইহাতে হইতে পারে ভজনের বিঘ্ন।
বাবাজীর চিত্ত তাতে হইল উদ্বিগ্ন॥
বিষ্ণু মন্ত্রে গৌর পূজা বলে একদল।
গৌরাঙ্গ স্বতন্ত্র মন্ত্র যাচে অন্যদল॥
ব্রজবল নাহি চান গৌরাঙ্গ স্বাতন্ত্র্য।
গৌরপূজায় একমাত্র অষ্টাক্ষরি মন্ত্র॥
বাবাজী স্বাতন্ত্র্যে কোন নাহি বুঝেন দোষ।
বাবাজী উপরে পড়ে ব্রজবালা রোষ॥
বলেন কঠোর স্বরে শুন রামদাস।
আজ হতে অন্য স্থানে কর তুমি বাস॥
এই কথা বলি যান কুটির ত্যাজিয়া।
বাবাজী ব্যাকুল হন ভাবিয়া ভাবিয়া॥
ভক্ত প্রাণে ব্যথা দিলাম এই মনে করি।
ব্রজবালা পদরজে দেন গড়াগড়ি॥

নাই মোর শাস্ত্র জ্ঞান নহি শাস্ত্রমন্ত।
বলিতে গেলাম কেন আপন সিদ্ধান্ত ॥
চিত্ত মাঝে হইতেছে বড় আলোড়ন।
শান্তি লাগি রামদাস জপে দেন মন ॥
চঞ্চল চিত্ত কিন্তু হলো না প্রশান্ত।
নব নব আলোড়ন নাহি আদি অন্ত ॥
অস্ত হলো নিশানাথ নহে চিত্ত স্থির।
প্রভাতে কুটির হতে হলেন বাহির ॥
আরতি দর্শন করি করিলেন স্নান।
কিছুতে হয় না শান্ত বাবাজীর প্রাণ ॥
ব্রজবালার নিকটে ক্ষমা ভিক্ষা করি।
আজই যাব অন্য স্থানে এ আশ্রম ছাড়ি ॥
ভাবিয়া কুটির দ্বারে হন উপস্থিত।
না হেরিয়া ব্রজবালা হলেন চিন্তিত ॥
দ্বারেতে উপস্থিত এক ভদ্র জন।
রামদাস কোথা আছে এই তত্ত্ব লন ॥
পত্র এক বাবাজীকে করেন অর্পণ।
বৃন্দাবন দাস পত্র করেন লিখন ॥
হাতরাশে যাইবারে হয়েছে আদেশ।
জগবন্ধু সাথে সেথা হবে সমাবেশ ॥
পত্রসঙ্গে পাথেয় হয়েছে প্রেরিত।
বাবাজী তখনই ধরেন হাতরাশের পথ ॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(হাতরাশে জগবন্ধুর সঙ্গে মিলন)

হাতরাশে বাবাজী করেন অনুমান।
জগবন্ধু গৃহী ঘরে না লইবেন স্থান॥
ধর্ম্মশালার দিকে যান আগুসারী।
বারান্দায় জগবন্ধু করেন পায়চারী॥
চারি চক্ষু সচকিতে হলো বিনিময়।
উভয়ের চোখ ভরা আনন্দ বিস্ময়॥
বাবাজীর দেহে ফুটে প্রেমের মাধুরী।
হেরিলেন জগবন্ধু তুনয়ন ভরি॥
বাবাজী হেরেন বন্ধু বহুদিন পর।
নব ভাবে নব রূপে নব কলেবর॥
তুই বন্ধু নির্জ্জনে করি আলাপন।
বৈষ্ণব দর্শন লাগি অগ্রসর হন॥
ভক্ত বৈষ্ণব জনের করি কিছু সঙ্গ।
তুই বন্ধু মিলে পুনঃ হলে সভা ভঙ্গ॥
সম্বোধিয়া রামদাসে জগবন্ধু বলে।
কোন আকর্ষণে তুমি ব্রজধামে এলে॥
বাবাজী বলেন নাম হলে কৃপাময়।
স্বরূপ লীলা ভক্তগণে দেন পরিচয়॥
বাবাজীকে জগবন্ধু বলেন ইঙ্গিতে।
অদীক্ষিতের লীলা ভোগ হবে কোন মতে॥
বাবাজী বলেন লোভ থাকিলে হৃদয়ে।
স্বরূপ প্রকটে দীক্ষা দেন অশরীরী হয়ে॥

হেরিলে রাগের লিপ্সা ভক্তের হৃদয়ে।
কাকলিতে দেন দীক্ষা বিহঙ্গ হইয়ে॥
কোথা থেকে আসে লোভ জগবন্ধু বলে।
লোভের সঞ্চার কি সুকৃতির ফলে॥
বাবাজী বলেন করুণা সদা অহৈতুকী।
অযোগ্য জনের প্রতি দয়া অধিক দেখি॥
এই লিপ্সা এই লোভ কৃপাময়ের দান।
সুকৃতির ফল বলে না হয় অনুমান॥
স্বভাবেতে অপরাধ প্রবৃত্তি যাহার।
তাহার উদ্ধার জন্য কি বা প্রতিকার॥
জগবন্ধু প্রশ্ন শুনে বলেন বাবাজী।
করুণা প্রার্থনা কর আর সব ত্যাজি॥
আকুল হইয়া শুধু শুদ্ধ করি মন।
কৃপালাভ হেতু কর আত্মানুশীলন॥
বাবাজীর উত্তরে বন্ধু হলেন স্তম্ভিত।
অনুভূতি হেরিলেন সত্যে প্রতিষ্ঠিত॥
সত্যে প্রতিষ্ঠিত হলে না হয় বিচল।
আনন্দে জগবন্ধুর পূর্ণ অন্তস্তল॥
বন্ধু সহ ব্রজবাস চলে আনন্দেতে।
ছত্রিশগড় রাজবাটি আশ্রয় নিশাতে॥
একদিন দুই জনে উপাসনায় রত।
প্রভুপাদ প্রেমানন্দ হলেন উপস্থিত॥
সঙ্গেতে আসিলেন শ্রীরঘুনাথ গোস্বামী।
বাবাজী প্রণমে তাঁহে স্পর্শি চরণ ভূমি।
প্রভুপাদ বাবাজীরে করি নিরীক্ষণ।
আনন্দে কম্পিত দেহ সজল নয়ন॥

কমনীয় মূর্ত্তি দেহে বৈরাগ্য প্রকাশ।
নবীন বয়সে হেরি ভক্তির উচ্ছ্বাস ॥
এ নহে নবীন যুবক কহ পুরাতন।
বিনা সংস্কারে কভু হয় না এমন ॥
ভাবাবিষ্ট প্রভুপাদ বাবাজীকে বলে।
শ্রীরূপের উপদেশ রাখ হৃদিস্থলে ॥
হৃদয় মাঝারে রাখি শ্রীনন্দনন্দন।
স্মরণ মনন কর তাঁর ভক্তগণ ॥
দেহ বা মনেতে কর ব্রজধামে বাস।
ইহা ছাড়া কলি জীবের নাহি অন্য আশ ॥
অন্তরেতে সিদ্ধ দেহ করিয়া চিন্তন।
যুগলের সেবা সুখে সুখী অনুক্ষণ ॥
শ্রীরূপ সনাতনের হয়ে অনুগত।
সখী মঞ্জরী সেবা নিত্য কর ব্রত ॥
ভাবের বিহ্বলে মোর ভকত গোঁসাই।
সহসা ফুকারি উঠে বলিয়া নিতাই ॥
ভাবাবিষ্ট হইল বাবাজীর মন।
অন্তরে ফুটিয়া উঠে স্বরূপ বৃন্দাবন ॥
পরিপূর্ণ হইল হৃদয় আকাশ।
সিদ্ধ মহাত্মাগণ তথায় প্রকাশ ॥
বাবাজীর দুই হস্ত করিয়া ধারণ।
কম্পিত কলেবরে করেন শক্তি সঞ্চারণ ॥
বাবাজী গোস্বামীরে করিলে প্রণাম।
শুনিবারে চান তারা নাম গুণগান ॥
প্রেমানন্দ গোস্বামী ভাব মুগ্ধ হইয়া।
স্বরচিত গৌর লীলা উঠিল গাহিয়া ॥

শ্রুতিধর রামদাস করতাল নিয়া।
প্রেমানন্দে সঙ্গীতে উঠেন মাতিয়া॥
পুনঃ পুনঃ হইতেছে আনন্দ উচ্ছ্বাস।
কীর্ত্তনেতে মহাপ্রভু যেন পরকাশ॥
এই রূপে দুই বন্ধু ধাম বৃন্দাবনে।
কাটালেন কাল তারা ভজনে দর্শনে॥
শুক্ল পক্ষে শশীকলা যেমন বৃদ্ধি পায়।
কণ্ঠে বাবাজীর তেমন কীর্ত্তন যোগায়।
সিদ্ধ গোস্বামী যত আর ভক্তগণ।
শুনিয়া মোহিত হন বাবাজী কীর্ত্তন॥
লীলা প্রকটিত হয় বাবাজী কীর্ত্তনে।
মন্ত্রমুগ্ধ সিদ্ধভক্ত বাবাজীর গানে॥
জগবন্ধু মনে মনে হয়েন চিন্তিত।
অকল্যাণ হবে হলে যশ প্রতিষ্ঠিত॥
মনে মনে এইরূপ আশঙ্কা করিয়া।
পঞ্চক্রোশ পরিক্রমায় যান বাহিরিয়া।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(জগবন্ধুর সঙ্গে পঞ্চক্রোশ পরিক্রমা)

সম্মুখেতে চলিলেন বাবাজী মহারাজ।
পশ্চাতে চলেন সাথে জগবন্ধু আজ॥
দুই বন্ধু এই রূপে করিয়া ভ্রমণ।
শ্রীকুণ্ড সমীপে দোহে উপস্থিত হন॥
এসময়ে শ্রীকুণ্ডে হয় উদ্‌যাপন।
কার্ত্তিক ব্রতের হয় নিয়ম পালন॥

শুক্ল আশ্বিন একাদশীতে হয়ে আরম্ভন।
উত্থান একাদশী পর্য্যন্ত ব্রতের পালন॥
যে সমস্ত সিদ্ধ ভক্ত দুর্লভ দর্শন।
কুণ্ডতীরে আসি করেন নিয়ম পালন॥
কোথাও উচ্চ কীর্ত্তন কোথা শাস্ত্রপাঠ।
এসময়ে কুণ্ডতীরে আনন্দের হাট॥
কুণ্ড জলে জগবন্ধু না করে পদার্পণ।
রাধা আর কুণ্ডজলে অভিন্ন মনন॥
উঠাইয়া আনি জল ঘটেতে করিয়া।
জগবন্ধু লইলেন স্নান সারিয়া॥
পূর্ব্ব হতে আসি মহা ভক্ত কতিপয়।
জগবন্ধু লাগি করেন বিশ্রাম আশ্রয়॥
ঘেরার মধ্যেতে বন্ধু করেন প্রবেশ।
নীরবে থাকেন তথা নাহি শব্দলেশ॥
শ্রী বাবাজী ভক্ত সহ দেখেন ভারতী।
দর্শনান্তে করেন সবে ভ্রমণেতে গতি॥
ভ্রমণ হইলে শেষ ফিরেন আশ্রয়ে।
নীরবে বসেন জপে তন্ময় হয়ে॥
গভীর নিশীথে বন্ধু বাহিরে আসিয়ে।
বাহ্যবিস্মৃতি বাবাজী হেরেন বিস্ময়ে॥
অবিরত নয়ন হতে বহিতেছে লোর।
নিশ্চল নিস্পন্দ দেহ ভাবেতে বিভোর॥
আনন্দেতে স্ফীত বক্ষ হলেন জগবন্ধু।
কৃপাময় করিয়াছে রামে প্রেমসিন্ধু॥
মাঝে মাঝে হইতেছে শিহরিত অঙ্গ।
মানসে প্রকটি চলে বিবিধ তরঙ্গ॥

নয়নেতে ভেসে উঠে লীলাজলক্রীড়া।
তীরেতে পরাল মাল্য যতেক সখীরা॥
কৌতুকেতে লীলারসে করে আলাপন।
নিকুঞ্জে বসিয়া হয় বিলাস ভোজন॥
রসময় রসময়ীর সুখেতে শয়ন।
অপ্রাকৃত ভাবরাজ্যে বাবাজীর দর্শন।
জগবন্ধু সম্বোধন পশিলে শ্রবণে।
ফিরেন প্রাকৃত রাজ্যে সেই সম্বোধনে॥
বাহ্যজ্ঞানে তাকাইলেন জগবন্ধু প্রতি।
মানসে তখনও ভাসে লীলাময় স্মৃতি॥
বাবাজীরে জগবন্ধু কহে সম্বোধিয়া।
কি ধন করেছ লাভ ব্রজেতে আসিয়া॥
বাবাজী বলেন বন্ধু করি নিবেদন।
বহুদিন পরে তুমি দিয়েছ দর্শন॥
কি ধন আনিয়াছ আমার লাগিয়া।
আনিয়াও কেন তুমি রেখেছ লুকাইয়া॥
আনিয়াছি তোর লাগি মহামূল্য ধন।
বন্ধু বলে রামী তুই কর রে গ্রহণ॥
রাত্রি বারোটা হইতে জপেতে বসিবি।
সাড়ে তিন ঘড়ি হলে বসিয়া ঘুমাবি॥
তারপর কণ্ঠে নিয়া কীর্ত্তন মহিমা।
নিশাশেষ অবধি তবে কুণ্ড পরিক্রমা॥
সূর্য্যোদয়ে স্নান পর্ব্ব করি সমাপন।
মাধুকরী দশটায় করিবি গমন॥
অপরাহ্ণে করিবি শাস্ত্র গ্রন্থ পাঠ।
প্রণাম করিবি ভূমে স্পর্শিয়া ললাট॥

ছটা থেকে নটা মধ্যে স্নান সমাপন।
আরতি দর্শন অন্তে জপ আর কীর্ত্তন ॥
একমনে বাবাজী করিয়া শ্রবণ।
ব্রজবাস নিয়মের করেন স্মরণ ॥
একমাত্র ব্যতিক্রম হবে কার্য্যক্রমে।
দশটায় মাধুকরী ছিল না নিয়মে ॥
তথাপি বন্ধুর কথা করেন গ্রহণ।
কঠোর ব্রহ্মচর্য্যে জগবন্ধুর মন ॥
কৃচ্ছ্রসাধন পথ বাবাজী আশ্রয়।
উপরন্ত দীনতায় তিনি লীলাময় ॥
মাধুর্য্যে বাবাজী চিত্ত পেলব কোমল।
ঐশ্বর্য্যের পথ তাঁর নহে ত সম্বল ॥
শ্রীজগবন্ধুর প্রীতি করিয়া স্মরণ।
নির্দ্দেশ পালনে বাবাজী করেন যতন ॥
উদিত ভাব ভক্তি বাবাজীর প্রাণে।
জগবন্ধু আনন্দিত সে ভাব দর্শনে ॥
কঠোর নিয়ম তবু করে নির্দ্দেশিত।
পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যে তাঁরে দেখিবারে স্থিত ॥
কখনও রামীর সাথে কীর্ত্তনে মাতিলে।
বসিবার স্থানে তাঁর জল দিতেন ঢেলে ॥
বলিতেন শুন রামী বসিবার স্থল।
জলেতে করিয়া আমি দিলাম শীতল ॥
বাবাজীর মনে নব ভাবের উদয়।
শুধু চিন্তা নাম বিনা কাটিতে সময় ॥
বাসনা তাঁহার মনে সকল মুহূর্ত্ত।
নাম গান লীলাভোগ হয় স্বতঃস্ফূর্ত্ত ॥

কখনও মনেতে আসে প্রবল বিরক্তি।
জিহ্বায় এখনও মোর রয়েছে আসক্তি ॥
ব্রজবাসী হেরিলেই যাচেন করুণা।
লীলা আস্বাদন লাগি ব্যাকুল প্রার্থনা ॥
ভাবমুগ্ধ বাবাজী নিশা জপ-কালে।
উৎকণ্ঠায় ভাসান বক্ষ নয়নের জলে ॥
কোন দিন অন্তরেতে হইয়া মগন।
রসময় লীলা চিন্তা করেন অনুক্ষণ ॥
তন্ময় হইয়া হেরেন আপন কীর্ত্তনে।
কীর্ত্তিত লীলামূর্ত্তি ভাসে যেন মনে ॥
আবেশে হইয়া মুগ্ধ করিতে ভ্রমণ।
চিদাকাশে বেজে উঠে নূপুর নিক্কন ॥
জগবন্ধু এক নিশা হেরেন বাবাজীরে।
জপাসনে উপবিষ্ট মত্ত ভাব ঘোরে ॥
হঠাৎ বাবাজী বাণী পশিল শ্রবণে।
অপার্থিব আলাপন পরিকর সনে ॥
পার্থিব দেহেতে হেরেন বাবাজী প্রকাশ।
অপার্থিব লীলা হয় জুড়ি চিদাকাশ ॥
বাবাজীর ভাব তারে বিহ্বলিত করে।
মৃদু স্বরে ডাক দেন প্রিয় নাম ধরে ॥
লীলাময় রাজ্যে ঘুরে বাবাজীর মন।
প্রাকৃত রাজ্যেতে ফিরেন শুনি সম্বোধন ॥
পুনরায় জগবন্ধু বলেন তাঁহারে।
আয় মোর সাথে যাই এবার বাহিরে ॥
দুই জনে পথ ধরি করেন গমন।
উদ্দেশ্য সূর্য্যকুণ্ড হইবে দর্শন ॥

সূর্য্যকুণ্ড তীরে আছেন বলরাম দাস।
পূর্ব্বাশ্রমে ছিল তাঁর পাবনাতে বাস॥
গোবর্দ্ধনের কৃষ্ণদাস বাবাজী আশ্রিত।
কুণ্ড তীরে গিরিধারী সেবায় নিরত।
সিদ্ধসত্ত্বা মহাপুরুষ কঠোর বৈরাগ্য।
ইঁহাদের চরণ স্পর্শ মানি বড় ভাগ্য॥
বাবাজী হেরিয়া খুশি বলরাম দাস।
আদরে ব্যক্ত করেন প্রীতির প্রকাশ॥
কুণ্ড তীরে ফিরি বাবাজী হেরেন আচম্বিত।
জগবন্ধু পদ বেয়ে ঝরিছে শোণিত॥
ভ্রমেণ জগবন্ধু হাঁটিয়া হাঁটিয়া।
আঘাতে চরণ তাঁর গিয়াছে কাটিয়া॥
যাঁর সহ্য শক্তির কোন নাই আদি অন্ত।
সেই জগবন্ধু আজ হইয়াছেন ক্লান্ত॥
বাবাজী চিন্তেন মনে ইহার বিহিত।
কি করিয়া জগবন্ধুর করিবেন হিত॥
যতনে সংগ্রহ করেন নিমপাতা ঘৃত।
প্রলেপ লাগান ক্ষতে যখন নিদ্রিত॥
এইরূপে দুই বন্ধু প্রীতির বন্ধনে।
যাপেন রজনী দিন ব্রজের ভ্রমণে॥
শ্রীরমণ দাস বাবাজী ললিতা কুণ্ডে বাস।
মৃদঙ্গ কীর্ত্তনে করেন ভজন প্রকাশ॥
কীর্ত্তন কালেতে করেন মৃদঙ্গের সঙ্গ।
মৃদঙ্গ বাদন তাঁর ভজনের অঙ্গ॥
মৃদঙ্গ বাদন শুনি বাবাজীর প্রাণে।
ভজন করিতে সাধ মৃদঙ্গের তানে॥

একদিন গিরিধারী দাসজীর সহিত।
ললিত কুণ্ডেতে যেয়ে হলো উপস্থিত ॥
শ্রীরমণ দাস বাবাজী করেন অনুমান।
বাবাজী হৃদয়ে সঙ্গীত সদা বিদ্যমান ॥
গীত বাদ্য একবার পশিলে শ্রবণে।
আয়ত্ত হয় বিদ্যা বাবাজীর মনে ॥
প্রথম বাবাজী যখন করেন উদ্বোধন।
সুপ্তশক্তি স্পর্শমাত্র হলো উন্মেষণ ॥
স্পর্শ মাত্র আয়ত্ত ত্রিতালের লয়।
মৃদঙ্গ বাদন মাত্র কেন স্ফূর্ত্ত হয় ॥
এইরূপে শিক্ষাচর্চ্চা চলে কিছু কাল।
শিক্ষা পর্ব্ব সনে হয় সাধন রসাল ॥
নিত্য নিত্য হইতেছে নূতন সংগ্রহ।
চারিদিকে বহিতেছে প্রেমের প্রবাহ ॥
নবভাবে হয় সৃষ্টি নবীন উল্লাস।
নব নব উন্মাদনা হতেছে প্রকাশ ॥
বড় তালে মৃদঙ্গ শিক্ষা করি সমাপন।
জগবন্ধু সনে পুনঃ নিবিড় মিলন ॥
বাবাজীর কাছে হেরি প্রসাদী মৃদঙ্গ।
জগবন্ধু তুলিলেন উহার প্রসঙ্গ ॥
এড়ায়ে মৃদঙ্গ বন্ধু আসিলেন দূরে।
মাতিয়া উঠেন পুনঃ মৃদঙ্গটি হেরে ॥
মৃদঙ্গে তোলেন বন্ধু পুনরায় তাল।
বাবাজীর কণ্ঠে উঠে কীর্ত্তন রসাল ॥
পূর্ব্বরাগ স্ফূর্ত্ত হয় বাবাজীর সুরে।
বন্ধু মৃদঙ্গে তাল তোলেন অঝোরে ॥

কে কাহারে সুখী করে নাহিক নির্দ্দেশ।
কোন ভাবে কোন লীলায় কে করে প্রবেশ ॥
পদ হতে পদান্তরে করেন গমন।
স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইতেছে আখর যোজন ॥
বাবাজীর সংযোজিত প্রতিটি আখরে।
অপূর্ব্ব লীলার বিকাশ নিজমূর্ত্তি ধরে ॥
কৃষ্ণ রূপ লাবণ্যের নিপুণ বর্ণনা।
শ্রীমতীর নিবেদন সখী সম্ভাবনা ॥
শ্রীমতীর নিবেদন সাক্ষাৎ দর্শন।
যুগলের পরস্পর মধুর মিলন ॥
অনুতাপ অভিসার আবার মিলন।
কীর্ত্তন পাথারে ভাসি উঠে অনুক্ষণ ॥
আরম্ভিয়া পূর্ব্বরাগে সম্ভোগ গমন।
সম্ভোগে বিরতি হলো মধুর কীর্ত্তন ॥
চাহিয়া বন্ধুর দিকে জানান বাবাজী।
এমনই থাকুক যুগল ভাঙ্গিব না আজি ॥
বন্ধু কিন্তু ভাঙ্গা সুরে কুঞ্জভঙ্গ গান।
কাঁদিয়া বাবাজী উঠেন আকুলিত প্রাণ ॥
আপন হৃদয় ভাব বক্ষেতে চাপিয়া।
বাবাজী আবেশ গতি দেন ফিরাইয়া ॥
শুদ্ধ ভক্ত গিরিধারী দাস বাবাজী।
সারা নিশি কাটালেন কীর্ত্তনেতে মজি ॥
বাবাজীরে সম্বোধিয়া কহেন ভক্তবর।
অপূর্ব্ব আস্বাদন ছিল পূর্ব্বে অগোচর ॥
ব্রজধামে করিতেছি বহুদিন বাস।
মোর ভাগ্যে নব ভাবে লীলার প্রকাশ ॥

যে ভাবে করিলে ভাই লীলার স্মরণ।
গোবিন্দের কৃপা প্রাপ্ত তুমি মহাজন॥
তাঁর লীলা তাঁর কৃপা কণ্ঠেতে লইয়া।
আচণ্ডালে দেহ ভাই সুরে বিলাইয়া॥
বাবাজী বলেন মোর নাহি পড়াশুনা।
কৃপায় করান ভোগ প্রেম আস্বাদনা।
আশীষ করুন মোরে দয়ালু গোঁসাঞী।
কৃষ্ণসঙ্গ সুদুর্লভ সদা যেন পাই॥
রাসপূর্ণিমার পূর্ব্ব রাত্রি নিরমল নিশি।
কুঞ্জ হতে প্রত্যাগত হন মর্ম্ম স্পর্শি॥
আর্ত্তস্বরে বাবাজী কাঁদেন দীনতায়।
আর কবে প্রভু মোরে আনিবে হেথায়॥
কতদিনে মোর প্রতি করুণা হইবে।
লীলাময় কৃপা করি আমারে টানিবে॥
কাঁদিতে কাঁদিতে করি টাঙ্গা আরোহণ।
বন্ধু সহ বৃন্দাবনে করেন ভ্রমণ॥
ছত্রিশগড় রাজ কুঞ্জে পুনরায় স্থিতি।
নিজ নিজ নিয়মে করেন অবস্থিতি॥
রাস পূর্ণিমার রাত্রে করেন কীর্ত্তন।
লীলার মাধুরী রস হয় আস্বাদন॥
প্রভাতে কীর্ত্তন যখন হইল সমাপ্ত।
আবেশে উভয় চিত্ত রহে পরিব্যাপ্ত॥
বাহ্যদশা বহুপরে হলে আগমন।
বাবাজীর হাতে বন্ধু করে সমর্পণ॥
আনিয়া লিপিকাখানি বাবাজীকে দিয়া।
বলে রামদাস দেখ এখানা পড়িয়া॥

পত্র পড়ি বাবাজী হলেন বিস্মিত।
আমার হৃদয় ভাব কেমনে বিদিত ॥
শুন রামী তুমি আজ নির্দ্দেশ আমার।
এখানে থাকিতে লেখা পড়িও না আর ॥
কোনদিন কোনক্রমে লেখা হাতে এলে।
ভাসাইয়া দিও লেখা যমুনার জলে ॥
বাবাজী মানিয়া নেন বন্ধুর নির্দ্দেশ।
এইভাবে পূর্ণিমার রাত্রি হইল শেষ ॥
প্রাতে উঠি জগবন্ধু বাবাজীকে নিয়া।
দূরবর্ত্তী ঘাটে যান স্নানের লাগিয়া ॥
আনন্দেতে স্নান পর্ব্ব যবে শেষ হলো।
মাধুকরী করিবারে বন্ধু নির্দ্দেশিল ॥
বাবাজী নির্দ্দেশ পেয়ে হলো আনমনা।
মাধুকরী বৃন্দাবনে প্রভাতে মিলে না ॥
বন্ধু কিন্তু বাবাজীরে করিয়া নির্দ্দেশ।
কুঞ্জের উদ্দেশে যান হয়ে ভাবাবেশ ॥
বাবাজী দাঁড়ায়ে পথে মনেতে বিস্ময়।
কোমল কণ্ঠের ডাক শ্রুতি পরশয় ॥
হেরেন বাবাজী মশায় পশ্চাতে ফিরিয়া।
সম্পন্ন ঘরের বালা অনুচরী নিয়া ॥
প্রণামান্তে বাবাজীরে করি সম্বোধন।
ঠোঙ্গায় প্রসাদ ভরি করেন অর্পণ ॥
সঙ্কোচে বাবাজী দূরে করেন গমন।
বিনয়ে প্রসাদ শুধু করিয়া গ্রহণ ॥
প্রসাদের ঠোঙ্গাখানি লয়ে করপুটে।
উপস্থিত হইলেন বন্ধুর নিকটে ॥

প্রসাদের উপচার প্রাচুর্য্য বিশেষ।
প্যাড়া ক্ষীর লুচি আদি উৎকৃষ্ট সন্দেশ ॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

(বৈষ্ণবী মায়ার প্রভাব হইতে বাবাজী মহাশয়কে
রক্ষা করিবার জন্য জগবন্ধুর বিশেষ সতর্কতা)

জগবন্ধু সে প্রসাদ করি নিরীক্ষণ।
প্রণাম করেন হইয়া ভক্তিযুক্ত মন ॥
কণিকা লইয়া দেন আপন বদনে।
বাবাজীকে বলিলেন কণিকা গ্রহণে ॥
অবশিষ্ট নিয়ে যাও যমুনার তীরে।
শ্রদ্ধায় ভাসায়ে দাও যমুনার নীরে ॥
হেরিয়া জগবন্ধুর হেন আচরণ।
বিস্ময়ে পূর্ণ হইল বাবাজীর মন ॥
খাইলে বিষয়ী অন্ন মন মলিন হয়।
প্রসাদ প্রসাদ সদা অন্ন কভু নয় ॥
জগবন্ধু হেরিয়া বাবাজী বিস্মিত।
শ্রীমূর্ত্তি শ্রীপ্রসাদ তত্ত্ব করেন বিবৃত ॥
শ্রীমূর্ত্তি বিরাজে সদা ভুবন ব্যাপিয়া।
ভক্তের আগ্রহে মূর্ত্তি উঠেন জাগিয়া ॥
প্রকটিত শ্রীমূর্ত্তি করেন আলাপন।
সর্ব্বদা করেন ভক্তের কল্যাণ সাধন ॥
যেইখানে নাহি থাকে ভক্তির আভাস।
শত আরাধনে না হয় শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশ ॥

প্রসাদ প্রকাশ নহি হয় যত্র তত্র।
ভক্তস্থানে গ্রহণীয় মর্য্যাদা অন্যত্র।
মনঃক্ষুণ্ণ হইও না শুনিয়া ব্যবস্থা।
বৈষ্ণবী মায়ার কিন্তু এও এক রাস্তা॥
প্রাকৃত বস্তু স্পর্শি সাধারণ মন।
বাল্য হতে প্রাকৃত বস্তু করে দরশন॥
বাবাজী বৈরাগী আজন্ম ব্রহ্মচারী।
প্রাকৃত বিরক্তি তার জন্ম সহকারী॥
ভক্তি উপাদানে মন করিয়া গঠিত।
মর্ত্ত্যধামে বাবাজী হন আবির্ভূত॥
যেই ভাবে চলিতেছে সাধারণ জগৎ।
তাঁহাদের চলা কিন্তু ধরি অন্য পথ॥
সদাচার শাস্ত্রবিধি ভক্তি অনুকূল।
মান্য করি হবে যেতে নাহি করি ভুল॥
ভক্তি প্রতিকূল যাহা করি পরিহার।
স্বচ্ছন্দে করিতে হবে মর্ত্ত্যেতে বিহার॥
জগবন্ধু নিরলস সতর্ক এদিকে।
উপদেশ আচরিয়া রক্ষেন রামীকে॥
জগবন্ধুর সদা নিয়োজিত মন।
বৈরাগ্য আদেশে রামে করিতে স্থাপন॥
সদা ভাবাবিষ্ট হয়ে থাকেন রামদাস॥
শঙ্কা হয় জগবন্ধুর মনেতে প্রকাশ॥
বৈষ্ণবী মায়ার প্রভাব এড়াবার তরে।
সুকঠোর ব্রহ্মচর্য্য চাপান উপরে॥
দুই বন্ধু একদিন আরতি দর্শনে।
বন্ধু কহে রামদাসে প্রিয় সম্ভাষণে॥

এক উপদেশ আমি দানিব তোমারে।
বামাস্পর্শ হতে সদা রহিবেক দূরে ॥
মন্দিরে মৃদঙ্গ ধ্বনি করতাল সনে।
আবেশে ডুবেন বাবা শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে ॥
আরতি সমাপ্ত হলো থামিল বাজনা।
বাবাজীর নাহি স্ফুরে বাহ্যিক চেতনা ॥
জগবন্ধু উপনীত অতি ত্বরা করে।
বাবাজীর হাত ধরে আনেন বাহিরে ॥
বন্ধুমুখে যন্ত্রণার আবেশ হেরিয়া।
বাবাজী পড়েন বড় চিন্তিত হইয়া ॥
রজ কুঞ্জে জগবন্ধু দেন গড়াগড়ি।
যন্ত্রণায় গাত্র বস্ত্র ফেলিলেন ছুড়ি ॥ *
জ্বলে গেল বলে করেন করুণ চিৎকার।
ত্বরায় বাবাজী যান জল আনিবার ॥
কি হলো তোমার বন্ধু কহতো আমারে।
তোমার এমন দশা হলো কি প্রকারে ॥
নারী স্পর্শ লাগিয়াছে তোরে রামদাস।
সেই দোষে মোর দেহে জ্বালার প্রকাশ ॥
অন্যায়ের বোধ জাগে বাবাজীর মনে।
জগবন্ধু নিষেধ বাণী ছিল না স্মরণে ॥

---

* বাবাজীর অলক্ষিতে শরীরে প্রকৃতি স্পর্শ হওয়ায় জগবন্ধুর কলেবর-জ্বালা সম্বন্ধে কিঞ্চিত মতান্তর আছে। এই জ্বালা বাবাজী মহাশয়ের কলেবরে না শ্রীবন্ধুসুন্দরের কলেবরে প্রকাশিত হইয়াছিল ইহাই বিতর্কিত বিষয়। শ্রদ্ধেয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শাস্ত্রী সঙ্কলিত চরিত-মাধুরী গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে "বৈরাগ্য পথে বন্ধুর উপদেশ" শীর্ষক বর্ণনা অনুযায়ী বন্ধুসুন্দরের কলেবর জ্বালা বর্ণিত হইল।

বুঝিলেন বাবাজী কেমন করিয়া।
প্রকৃতি পরশে যায় শরীর জ্বলিয়া॥
জগবন্ধু বলিলেন বিষণ্ণ বদনে।
কবিরাজ গোস্বামীর লেখা আন মনে॥
হরিদাসে কেন প্রভু করেন বর্জ্জন।
অনন্য চিত্তেতে তাহা করহ স্মরণ॥
ছোট হরিদাস যায় আচার্য্য আদেশে।
ভিক্ষা লাগি বৃদ্ধা নারী মাধবীর পাশে॥
"প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু প্রকৃতি হরে মুনি জন মন॥"
স্মরণে গম্ভীর হলো বাবাজীর চিত্ত।
হেরিয়া তাঁহারে বন্ধু হন পরিতৃপ্ত॥
জগবন্ধু ভাবেন আজ মম আচরণ।
রামদাসের হলো সব আদর্শ গ্রহণ॥
বন্ধু ভাবে রামদাসে রাখি বৃন্দাবনে।
বাহির হবেন তিনি পুনঃ পর্য্যটনে॥
মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া।
সিদ্ধ ভক্ত সঙ্গ করেন বাবাজীকে নিয়া॥
তারপর বন্ধু যাত্রা করেন বাহিরে।
বাবাজীর সাধনার স্থান ঠিক করে॥

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

(জগবন্ধুর বিদেশ গমন, বাবাজীর নির্জ্জন সাধনা এবং ভক্ত-সঙ্গ)

পাটনা বাড়ীতে বসি করেন ভজন।
বন্ধু বিরহে কিন্তু বিচলিত মন॥
শ্রীগোবিন্দের স্মৃতি জাগিল মানসে।
বৈষ্ণবগণ সঙ্গে যান দরশন আশে॥
পাঠরত দেখিলেন এক গোস্বামী সন্তান।
নাম মাহাত্ম্য সদা করেন ব্যাখ্যান॥
শ্রীনাম সংকীর্ত্তন সর্ব্ব সাধনার শ্রেষ্ঠ।
কলিযুগে নাম হরে সকল অনিষ্ট॥
যাহার জিহ্বায় সদা নাম উচ্চারণ।
চণ্ডাল হইয়াও সে লভয়ে তারণ॥
হোম তপ বেদ পাঠ বহু তীর্থে স্নান।
নাম সংকীর্ত্তনে হয় সব অনুষ্ঠান॥
ভগবান বশ করার আছে যত পথ।
সংকীর্ত্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কহে ভাগবত॥
দেবর্ষি, বাদ্‌রায়ন কাছে বলেন বচন।
বীণা গান করে পাই কৃষ্ণ দরশন॥
নামের মাহাত্ম্য নিজে কহেন গৌররায়।
কলিযুগে সংকীর্ত্তন পরম উপায়॥
"নাম সংকীর্ত্তন হতে পাপের নাশন।
চিত্ত শুদ্ধি সর্ব্বভক্তি সাধন উত্তম॥
কৃষ্ণ প্রেমোদ্গম প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণ প্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন॥

অভিন্ন নাম নামী ভিন্ন কভু নয়।
কৃষ্ণাপেক্ষা কৃষ্ণ নামে করুণা উদয় ॥
নামই প্রস্তুত করে হৃদয় আকাশ।
নবকিশোর নটবর স্বরূপ প্রকাশ ॥
বাবাজী শুনেন পাঠ একাগ্র মনেতে।
সকল চাঞ্চল্য দূর হয় হৃদি হতে ॥
বৃন্দাবনেতে করেন একাকী ভ্রমণ।
কখনও কখনও সঙ্গ করে ভক্তগণ ॥
বন্ধু নির্দ্দেশিত ওই সুকঠোর পথে।
যাপেন দিবস নিশা একাগ্র নিষ্ঠাতে ॥
স্থূল ভিক্ষা কখনও না করেন গ্রহণ।
পাইলে ঐশ্বর্য্য প্রসাদ অন্যে সমর্পণ ॥
চারিদিকে কিংবদন্তী হয়েছে রটনা।
বাবাজী করেছেন লাভ শ্রীজীর করুণা ॥
ভজন করিয়া তোলেন ক্রমশঃ কঠোর।
নাম রস লীলা রসে সদাই বিভোর ॥
উপস্থিত হন এসে তিথি একাদশী।
পথেতে হলেন বাহির স্নানের পিয়াসী ॥
স্নানান্তে তুলসী সেবা করি সমাপন।
পুরানো শহর পথে করেন ভ্রমণ ॥
পথেতে বৈষ্ণবগণ করেন আলাপন।
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ব্রজে আগমন ॥
গোবিন্দ মন্দির হতে কীর্ত্তন লইয়া।
গোস্বামী দেবালয় সব দেখিবেন যাইয়া ॥
দলে দলে বৈষ্ণবগণ আর ভক্ত যত।
আনন্দে মিছিলে সবে হবে অন্তর্গত ॥

বাবাজী শুনিয়া পথে গোস্বামী প্রসঙ্গ।
আনন্দে বৈষ্ণবগণের লইলেন সঙ্গ॥
পূর্ব্ব জীবনের স্মৃতি উঠিল ভাসিয়া।
নবদ্বীপে দেখা মূর্ত্তি উঠিল জাগিয়া॥
এসেছেন কীর্ত্তন সহ শ্রীজীর মন্দিরে।
প্রবেশের পথ নাই জনতার ভিড়ে॥
বহু ভক্ত সমাবিষ্ট হয়েছে কীর্ত্তনে॥
ব্যগ্র বাবাজী কিন্তু গোস্বামী দর্শনে॥
আগ্রহ বিপুল কিন্তু খোলা নাই পথ।
অকস্মাৎ বাবাজীর পুরে মনোরথ॥
পার্শ্বের দরজা এক দেখিলেন খোলা।
প্রবেশেন সেই পথে হইয়া উতলা॥
সম্মুখে গোস্বামী প্রভু করেন দরশন।
অভিভূত হলো চিত্ত আনন্দ স্ফুরণ॥
পূর্ব্বদৃষ্ট মূর্ত্তি হতে আজ অন্যরূপ।
নৃত্যায়িত দুই চরণ দৃশ্য অপরূপ।
আরও স্থূল হইয়াছে পূত কলেবর।
জটাভার হইয়াছে নিবিড় মনোহর॥
দীনতা সুপরিস্ফুট অঙ্গের ভিতর।
নাহি কোন অঙ্গবাস সম্বল চাদর॥
উচ্চৈঃস্বরে হরি ধ্বনি হয় উচ্চারিত।
গোস্বামীর কলেবর ধ্বনিতে কম্পিত॥
আবার যখন পুনঃ ধ্বনির বিরাম।
তুলিয়া তর্জ্জনী গোঁসাই উৎসাহ যোগান॥
মেঘ গম্ভীর কণ্ঠে বলেন হরিবোল।
আনন্দেতে ঘন ঘন উঠে উচ্চরোল॥

সবারে তোলেন প্রভু আনন্দে মাতাইয়া।
ভাবের উচ্ছ্বাস বিলান সবে নাচাইয়া॥
মেঘাচ্ছন্ন আকাশেতে আলোর অভাব।
মৃদু আলো মন্দিরেতে অলৌকিক প্রভাব॥
বিগ্রহ ত্যাজিয়া যেন আপন আসন।
মিছিলে সামিল হলো শুনিতে কীর্ত্তন॥
কীর্ত্তনের বোল আনি গৌরাঙ্গ হইতে।
গোস্বামী বিলান যেন ব্রজ পথে পথে॥
গোস্বামীর চোখ দুটি রয়েছে মুদ্রিত।
নয়ন বহিয়া লোর পড়ে অবরিত॥
হেরিয়া গোস্বামী প্রভুর এ হেন আচার।
ভক্তজন দেহে উঠে সাত্ত্বিক বিকার॥
হুহুঙ্কারে হরি ধ্বনি করি উচ্চারণ।
মন্দির সহিত করেন কীর্ত্তন পরিক্রমণ॥
কাঁপিতেছে দেহ যষ্ঠি টানিছে চরণ।
হঠাৎ বাবাজীরে তিনি করেন দর্শন॥
স্নেহভরা দৃষ্টি নিয়ে ভ্রমণ থামিয়ে।
বাবাজীরে গোস্বামী ধরেন জড়িয়ে॥
শিহরে বিদ্যুৎ ছটা বাবাজীর গায়।
নিজেরে মানেন ধন্য অহৈতুকী কৃপায়॥
মেলিয়া আঁখির পাতা হেরেন বাবাজী।
নবভাবে গোস্বামী পরশেন আজি॥
উভয়ের মধ্যে হয় দৃষ্টি বিনিময়।
অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ এক প্রকাশিত হয়॥
উভয়ের মধ্যে যে ঘটনা সংঘটিল।
না-পড়িল কারও চোখে অজ্ঞাত রহিল॥

ভাবঘোরে গোস্বামী পুনঃ করেন ভ্রমণ।
সাষ্টাঙ্গে বাবাজী করেন প্রণাম কীর্ত্তন॥
গোস্বামীর চরণ ধূলি লইয়া সকলে।
বাহির হইল পথে কীর্তনের দলে॥
'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধাগোবিন্দ'॥
কণ্ঠেতে করিয়া এই নাম উচ্চারণ।
পথে পরিক্রমা করে কীর্ত্তনে মগন॥
কৃপা স্পর্শে বাবাজীর স্তব্ধ যে বদন।
না পারেন কীর্ত্তনে আর করিতে গমন॥
স্পর্শ শক্তি আনিয়াছে দেহেতে কম্পন।
হৃদয়ে তরঙ্গরাজি খেলিছে তখন॥
আজ বুঝি সেই বীজ হইল বপন।
জীবন কীর্ত্তনময় কীর্ত্তন জীবন॥
একাকী বাবাজী বৃন্দাবনে যাপি কাল।
নিভৃতে প্রার্থনা করেন প্রেমের কাঙাল॥
দুর্বৃত্ত লাঞ্ছনা আর বানর দংশন।
সবাই প্রভুর দান করেন মনন॥
পশুভাব মানুষ আর পশুর লাঞ্ছনা।
বাবাজীরে দানিয়াছে ভক্তের করুণা॥
উপলক্ষ করি এই দৈবের ঘটন।
বাবাজী সান্নিধ্যে হয় ভক্ত আগমন॥
একদিন বাবাজী যমুনার তীরে।
প্রভাতেই উপনীত স্নান করিবারে॥
যমুনা দর্শনে ভাবেন হয়ে আনমনা।
সাশ্রু নয়নে করেন করুণ প্রার্থনা॥

হে দেবি-যমুনা মাতা নির্ম্মলসলিলা।
তব তীরে সংঘটিত যুগলের লীলা॥
নাগরেন্দ্র চূড়ামণি সখীগণ সঙ্গে।
কৌতুকে রচেন লীলা কত নবরঙ্গে॥
প্রিয়ার কায়াচ্ছটা হেরি তব তটে।
ব্যস্তভাবে প্রাণেশ্বর আসিয়াছে ছুটে॥
তব তীরে লতা কুঞ্জ শোভা মনোহারী।
সখীগণ লুকায়েছে লয়ে প্রাণেশ্বরী॥
উৎকণ্ঠিত প্রাণপ্রিয় প্রিয়ারে না হেরি।
কৌতুকেতে সখীগণ এদৃশ্য নেহারি॥
বিস্মিত তোমার বক্ষে শ্যামের বদন।
কমল ভ্রমেতে হয় আনন্দ স্ফুরণ॥
ধীরে ধীরে মাধব যান কমল তুলিতে।
অন্তর্হিত হয় ছায়া তরঙ্গ আঘাতে॥
না হেরি কমল কৃষ্ণ হলেন স্তম্ভিত।
নিঃশব্দে শ্রীমতী পিছে হন উপনীত॥
প্রিয়ার বদন পাশে নিজের বদন।
কৌতুকে শ্রীমতী যত্নে করেন স্থাপন॥
যুগল বদন ছায়া যমুনার জলে।
শ্যাম তুলিবারে যান যুগল কমলে॥
আবার ভাঙ্গিল ছায়া তরঙ্গ উচ্ছ্বাসে।
রাধা রাধা বলে শ্যাম হতাশ প্রকাশে।
ব্যাকুলিত হেরি তার নগেন্দ্র নাগর।
পশ্চাৎ হইতে বাড়ায় আপনার কর॥
পশ্চাৎ হইতে করি কর সম্প্রসারণ।
প্রাণপ্রিয়া প্রিয়র চক্ষু করেন আচ্ছাদন॥

ভাগ্যবতী হে যমুনে তুমি করেছ দর্শন।
তব তীরে যত লীলা হয় আচরণ ॥
অপরাধ ধুয়ে মুছে শুদ্ধ কর মন।
বারেকের তরে লীলা করাও দর্শন ॥
নাশিয়া আমার আছে যত ভবরোগ।
দণ্ড লাগি মোরে করাও লীলার সম্ভোগ ॥
এইরূপ ভাবঘোরে পূর্ণ যবে মন।
করতাল তালে তখন করেন কীর্ত্তন ॥
কীর্ত্তনান্তে বাবাজী স্নান ক্রীড়া করি।
প্রভুর দুয়ার দিকে যান অগ্রসরি ॥
অভাবনীয় দৃশ্য পথে করেন দর্শন।
ব্রজধামে মাতা পিতা করেন আগমন ॥
পরিচিত কণ্ঠ শুনি কেশী ঘাট তীরে।
অধীর হইল চিত্ত প্রিয় পুত্র হেরে ॥
তখনও বাবাজী কণ্ঠে বিহারে কীর্ত্তন।
পিতৃমাতৃ পদে করেন প্রণাম নিবেদন ॥
কিছুদিন পিতা মাতা করেন ব্রজবাস।
পুত্র রাধিকারে রাখেন নিজেদের পাশ ॥
বৃন্দাবনে সমাপ্ত করিয়া দর্শন।
পুত্র লয়ে পিতামাতার কাশীতে গমন ॥

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

(বাবাজীর পিতামাতার সঙ্গে কাশী গমন এবং কাশীতে বিবিধ দর্শন)

কাশীতে বাবাজী মশায় হলেন উপনীত।
আত্মীয় ব্যক্তির গৃহে হইলেন স্থিত ॥

কাশীতে হেরেন বহু সাধু সমাবেশ।
কৃষ্ণানন্দজীর কথা স্মৃতিতে প্রবেশ॥
বাল্যে শিক্ষা দিয়াছিলেন হরিগুণগান।
কাশীতে করেন এখন তিনি অবস্থান॥
দর্শন কামনা মনে উঠিল জাগিয়া।
পথেতে বাহির হন সন্ধান লাগিয়া॥
সহসা পড়িল চোখে যোগীশ্বরী মন্দির।
নিকটে আশ্রম এক অতিশয় ভীড়॥
কৃষ্ণানন্দ স্বামীর হয় এ আশ্রমে বাস।
সংবাদেতে বাবাজীর হৃদয়ে উল্লাস॥
স্থান দেখি বাবাজী হইলেন প্রীত।
কেন যেন মনে হলো অতি পরিচিত॥
আবেশে পড়িয়া গেল বাবাজীর মনে।
হেরেছিলেন এ মন্দির নিশিতে স্বপনে॥
সবে মিলে ভক্তগণ উঠিছে উচ্চারি।
জয় স্বামী পরিব্রাজক জয় যোগেশ্বরী॥
বাবাজীর দেহে পুলক উঠিল ফুটিয়া।
আনন্দে মন্দির মাঝে গেলেন ঢুকিয়া॥
স্বামীজী বাবাজীর হেরিয়া বদন।
অতিশয় আনন্দে পুলকিত মন॥
পূর্ব্ববৎ বাবাজীরে টানিলেন কোলে।
উভয়ে উভয়ে হেরেন কথা নাহি বলে॥
স্বামীজী "শোনাও শোনাও" বলেন সহসা।
বাবাজীর কণ্ঠে ফুটে কীর্ত্তনের ভাষা॥
কে যেন যোগাল তাঁরে হাতে করতাল।
ব্রহ্মচারী এক তোলেন মৃদঙ্গেতে তাল॥

রূপান্তরিত কাশীধাম হলো বৃন্দাবন।
যমুনার তীরে যেন সবার আগমন॥
রাই কানুর বিরহ সবে করিছে প্রত্যক্ষ।
অশ্রু নীরে ভাসিতেছে স্বামীজীর বক্ষ॥
সবার ভিতরে এক নব ভাবাবেশ।
হুঙ্কার করিয়া এক বৃদ্ধের প্রবেশ॥
তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বৃদ্ধ বাবাজীরে দেখে।
উজ্জ্বল আনন্দ ফুটে উঠে মুখে চোখে॥
নূতন ধারায় বাবা করেন কীর্ত্তন।
আখরে আখর জুড়ে ভাবাবিষ্ট হন॥
বাবাজী যে ভাব করেন আখরে প্রকাশ।
সেই ভাব বাবাজীর দেহেতে বিকাশ॥
তন্ময়তা ঘোরে বৃদ্ধ করিলেন উক্তি।
হেরি আজ সম্মুখেতে মূর্ত্তিমন্ত ভক্তি॥
পরিব্রাজক দয়াল দাস বৃদ্ধের পরিচয়।
কৃষ্ণানন্দ স্বামীজীকে দিয়েছেন আশ্রয়॥
বলে যোগী মহাত্মা ভজি নিজ ইষ্ট।
সমর্থ হয়েছেন তিনি লভিতে অভীষ্ট॥
কীর্ত্তনান্তে বাবাজী সবে করেন প্রণাম।
মন্দির দর্শন লাগি বাসনা জানান॥
ব্রহ্মচারী সঙ্গে করেন মন্দির দর্শন।
পুলকিত চিত্ত পরে আবাসে গমন॥
পিতা মাতা সঙ্গে করেন বিবিধ দর্শন।
ভক্তির সঙ্গেতে চিত্তে উঠে আলোড়ন॥
এইরূপে কিছুদিন হইল কীর্ত্তন।
একদিন নিশা যোগে দেখেন স্বপন॥

ফিরেছেন জগবন্ধু ধাম বৃন্দাবনে।
খুঁজিছেন রামদাসে এখানে সেখানে॥
উচ্চ রবে নাম ধরি ডাকিছে তাঁহারে।
কেশীঘাট ভ্রমর ঘাট খোঁজেন বারে বারে।
জাগিলেন ঘুম হতে ভাঙ্গিল স্বপন॥
বৃন্দাবনে ফিরিবারে দৃঢ় করেন মন।
শরণাগত জন যদি করেন প্রার্থনা।
প্রভু পূর্ণ করেন তাহা করিয়া করুণা॥

সপ্তম পরিচ্ছেদ

(বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্ত্তন, মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের সাক্ষাৎ এবং ভক্ত সঙ্গ)

পিতামাতার সম্মতি সহজে লভিয়া।
প্রত্যাবর্ত্তন করেন ব্রজে আনন্দিত হইয়া॥
বৃন্দাবনে পূর্ব্ববৎ সাধন ভজন।
মহাত্মা ভক্তগণ সঙ্গে শাস্ত্র আলাপন॥
গৃহী সাধক ভক্ত প্রবর শ্রীঅশ্বিনী দত্ত।
বাবাজীরে পথে হেরেন ভাব ঘোরে মত্ত॥
হেরিয়া ভগবদ্ বিমুখ দুঃখী জনগণ।
বিষাদেতে পূর্ণ সদা শ্রীদত্তের মন॥
বাবাজীরে সমাদরে করেন আহ্বান।
আসিয়া বাবাজীরে তুমি কর পরিত্রাণ॥
সমর্পিত বস্তু আমি নাহিক স্বাতন্ত্র্য।
প্রভু ইচ্ছা বিনা যেতে না পারি অন্যত্র॥

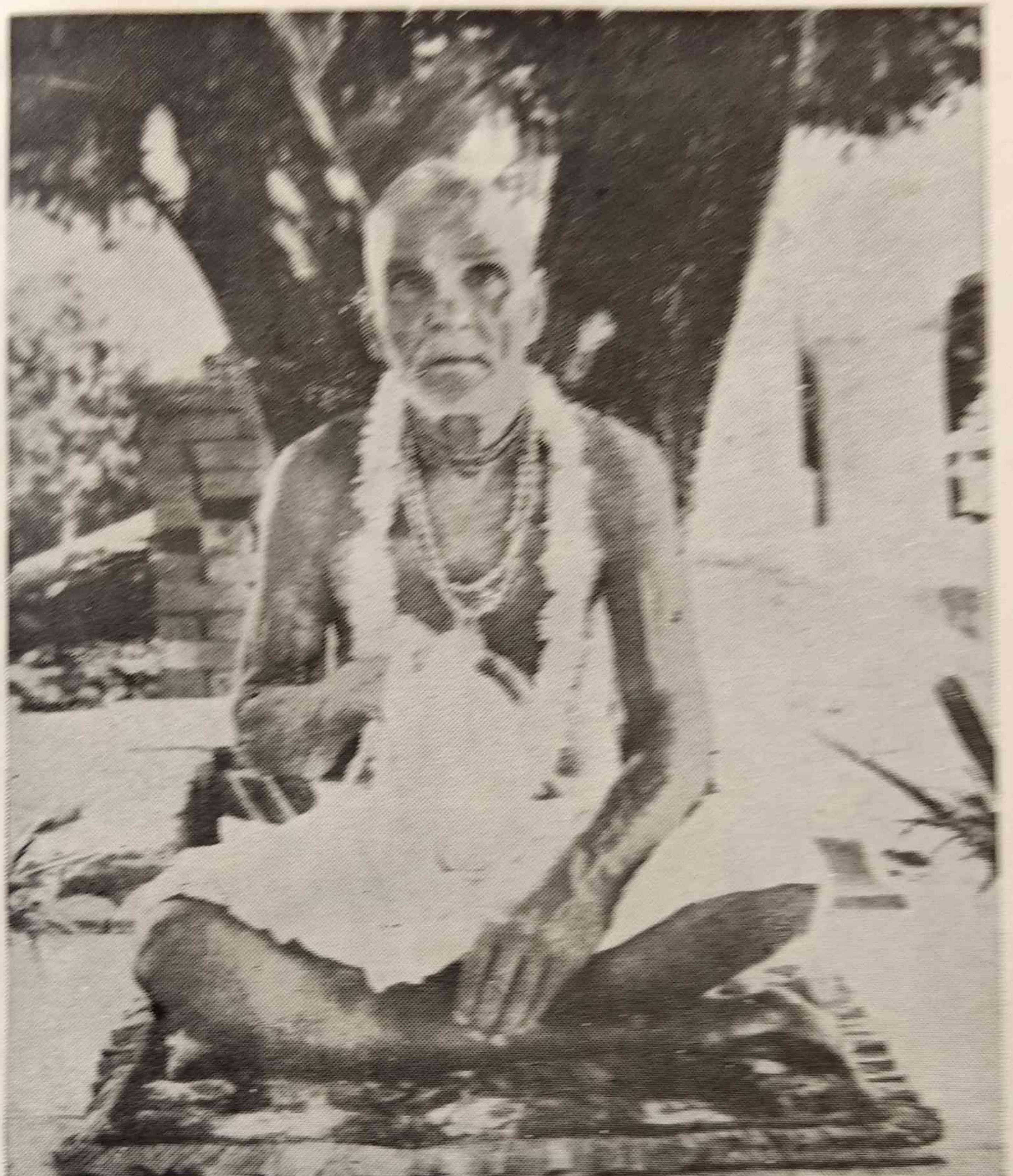

শ্রীমদ্‌ শীতলদাস বাবাজী

যদি ইচ্ছা করেন প্রভু নিজে দয়াময়।
নিশ্চয় হইবে সেথা আমার উদয়॥
বাবাজী শ্রীমুখে হেন বাক্যের স্ফুরণ।
শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠে শ্রীদত্তের মন॥
মাধুকরী তুলসী তুলি ভিক্ষা ঝুলি হতে।
অর্পণ করেন বাবা শ্রীদত্তের হাতে॥
ওহো, ভাগ্য বলি মহাত্মা শির নোয়াইয়া।
সামগ্রী গ্রহণ করেন বিনয় করিয়া॥
সাশ্রু নয়নে করি বিদায় সম্ভাষণ।
বাবাজী নিকটে যাচেন পুনঃ দরশন॥
শ্রীদত্ত দর্শনে ভাবেন বাবাজী মহারাজ।
এর দ্বারা প্রভু বুঝি সাধিবেন কাজ॥
স্ফটিক যেমন রঞ্জে বর্ণাঢ্য কুসুমে।
বাবাজী হৃদয় স্ফটিক রঞ্জে এ সঙ্গমে॥
নবভাবে মন গতি প্রবাহিত হয়।
পতিত দুঃখীর মুখ হৃদয়ে উদয়॥
মনে হয় গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে গিয়া।
যুগল শরণ নিতে দেই শিখাইয়া॥
সর্ব্ব দুঃখ দূর হবে আনন্দ উদয়।
চরণ শরণে সর্ব্ব দুঃখ দূর হয়॥
স্মরণ মনন জপ চলে নিয়মিত।
নবভাব চিত্ত কভু করে আলোড়িত॥
স্বাতন্ত্র্য চলেনা কভু সমর্পিত প্রাণে।
নিবেদিত বস্তু ভেবে শান্তি মনে আনে॥
যমুনার তীরে বসি কীর্ত্তন গাহিয়া।
আপনি হইয়া শ্রোতা শুনেন বসিয়া॥

বাবাজীর মনে দ্বন্দ্ব সঙ্কল্পেতে স্থির।
একদিন হইলেন ভ্রমণে বাহির॥
বাবাজী চলেন পথে একনিষ্ঠ মনে।
হঠাৎ মধুর সুর পশিল শ্রবণে॥
কলসী মাথায় এক ব্রজের কিশোরী।
কহিলেন বাবাজীরে সম্বোধন করি॥
কেন মনে পুষে রাখ এ অনুশোচনা।
ঠিক হয়ে যাবে সব নাহিক ভাবনা॥
এই বাক্য মুখ হতে হলে উচ্চারণ।
ঝটিতি কিশোরী কিন্তু হলো অদর্শন॥
বাবাজী হৃদয়ে হলো শক্তির সঞ্চার।
লক্ষ্যস্থলে বাবাজী না ফিরিলেন আর॥
কুটিরে ফিরিয়া জপে হইলেন রত।
হৃদাকাশে শ্রুত বাক্য হতেছে উদিত॥
হঠাৎ বন্ধুর কথা জাগিল স্মরণে।
কি করিছে কোথা বন্ধু ভাবিলেন মনে॥
হেন কালে জয় রাধে বলি দ্বার দেশে।
উপস্থিত ভুঁইয়া মশায় হইলেন এসে॥
শুদ্ধ ভক্ত বৈষ্ণবাত্মা ভুঁইয়া মহাশয়।
নিত্য ব্রজে বসি লীলা রস আস্বাদয়॥
প্রীতি সূত্রে জগবন্ধু বেঁধেছেন এঁরে।
বাবাজীর তত্ত্ব ইনি লন বারে বারে॥
হাসিমুখে বাবাজীরে বলেন ডাকিয়া।
এসেছি তোমার কাছে সংবাদ লইয়া॥
জগবন্ধু লিপি এক করিয়াছে দান।
তোমারে নিকটে তিনি নিয়ে যেতে চান॥

পথের খরচ তুমি পাইবে সত্বর।
যাত্রা লাগি হও তুমি এখনই তৎপর॥
আসিবে এরূপ সংবাদ জানিতেন মনে।
কিশোরীর বাক্য পুনঃ জাগিল স্মরণে॥
ভুঁইয়া মশায় বলেন শুন রামদাস।
মাতাপিতা সঙ্গে তব কাশীধাম বাস॥
প্রকাশ হইয়াছে জগবন্ধুর সদনে।
দশদিন কাটে তাঁর শুধু অনশনে॥
শুনিয়া বাবাজী চিত্তে হলেন বিস্মিত।
মাতাপিতা সঙ্গে দশদিন অবস্থিত॥
ব্রজবাস বাবাজীর ছিল বড় আশ।
এ সংবাদে কথঞ্চিত হলেন হতাশ॥
বুঝেন ভুঁইয়া মশায় বাবাজীর মন।
বুঝি অতি ধীরে ধীরে বাবাজীরে কন॥
কুসুমকোমল হয় মহতের মন।
বজ্র কঠিন হয় কল্যাণ কারণ॥
যখন যেখানে যেতে করেন বিধান।
বিধান করেন শুধু দিতে কৃপাদান॥
চঞ্চল তোমার মন করি অনুমান।
নিকটে তোমারে তিনি নিয়ে যেতে চান॥
শুনেন বাবাজী সব হইয়া তৎপর।
কথাগুলি মনে হয় প্রশ্নের উত্তর॥
কি করে মনের লয় হয়েছিল ভঙ্গ।
প্রভাবিত করেছিল শ্রীদত্তের সঙ্গ॥
এরূপে ভুঁইয়া মশায় করেন আলাপন।
জগবন্ধুর পত্র হস্তে করেন অর্পণ॥

পত্র পড়ি বাবাজী ভাবিলেন মনে।
স্বাতন্ত্র্য কেন ভাবি সমর্পিত প্রাণে॥
পরদিন বাবাজী পাথেয় পাইয়া।
চলিলেন কলিকাতা নির্দ্দেশ মানিয়া॥

পঞ্চম পর্ব্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

(ব্রজমণ্ডল হইতে নিষ্ক্রমণ এবং গৌড়মণ্ডলে আগমন)

যাত্রাকালে ভুঁইয়া মশায় বলেন আবার।
নিগূঢ় রহস্য আছে তোমার যাত্রার॥
ব্রজমণ্ডল গৌড়মণ্ডল একই প্রকার।
গৌড়মণ্ডলে লীলার প্রকট বিহার॥
কোন গূঢ় রহস্য সাধনের তরে।
নিতাইচাঁদ টানে তোমা কৃপা রজ্জু ধরে॥
হুগলী হতে নৌকা পথে কলিকাতা গমন।
গঙ্গার উত্তর তীরে অদ্ভুত দর্শন॥
পথের শতেক বিঘ্ন কাটে আচম্বিতে।
পিতামাতার অনুমতি মিলে সহজেতে॥
ঘাটে নামি বাবাজী ভাবেন মনে মনে।
ফটিক মজুমদার বাড়ী চিনিব কেমনে॥
পথেতে হেরেন এক বৃদ্ধ মহাশয়।
সাথে করি নিয়ে যান মজুমদার আলয়।
বিশাল বিস্তৃত বাড়ী ফটক সম্মুখে।
বাবাজী বিস্মিত কিছু হইলেন দেখে॥
ফটকের সমুখেতে গাড়ী দাঁড়াইয়া।
গাড়ীতে উঠেন কেহ সঙ্গে লোক নিয়া॥

শুনিলেন শিশির ঘোষ আরোহীর নাম।
বড়লোক বলি তাঁরে হলো অনুমান॥
সম্মুখেতে কতিপয় ব্যক্তিরে নেহারি।
বন্ধুর করেন খোঁজ তাঁদের প্রশ্ন করি॥
বৃন্দাবন হতে মোর হয় আগমন।
পূর্ব্বে কি হয়েছে এমন কোন আলাপন॥
উত্তরে বলেন তাঁরা শুনিয়াছি মোরা।
আসিবেন হেথা এক হরি নাম চারা॥
ভাল বীজ হতে তার উৎপত্তি হয়েছে।
বৃন্দাবনের জল হাওয়ায় সুন্দর বেড়েছে॥
এড়িয়ে এদের বাবাজী হন অগ্রসর।
হেরেন বৈষ্ণব মূর্ত্তি সিঁড়ির উপর॥
বাবাজীরে হেরি মূর্ত্তি করেন সম্বোধন।
আজিকে প্রভুরে আর হবে না দর্শন॥
হঠাৎ ভাসিয়া আসে বন্ধুর ইঙ্গিত।
বাবাজী উঠিয়া পড়েন বৈষ্ণব সহিত॥
বন্ধু ঘরে জগবন্ধু করিছেন বাস।
গবাক্ষ পথেতে তাঁরে হেরে রামদাস॥
গৃহ মধ্যে করে বন্ধু শ্রীপদচারণ।
সেদিন বাবাজীর আর হলো না দর্শন॥
নিশায় ভাবেন বসি আপনার মনে।
নবভাব দেখা যায় বন্ধু আচরণে॥
রজনী হইল শেষ আসিল প্রভাত।
তথাপি না হইল যে বন্ধুর সাক্ষাৎ॥
অতুল চম্পটি নামে বৈষ্ণব একজন।
বাবাজী তাঁহারে হেরি করেন সম্বোধন॥

এখানে থাকার মোর কিবা প্রয়োজন।
ফিরিয়া যাইতে চাই পুনঃ বৃন্দাবন॥
চম্পটি নাহিক জানে বন্ধু অভিপ্রায়।
না জানিয়া রামদাসে কিবা বলা যায়॥
তবুও বলেন তিনি উত্তেজনা বশে।
এসেছ হেথায় তুমি বন্ধুর আদেশে॥
নিজ ইচ্ছায় হয় নাই তব আগমন।
ইচ্ছায় চালিত হতে চাহ কি কারণ॥
চম্পটির সুরে শুনেন বন্ধু প্রতিধ্বনি।
লজ্জিত হলেন মনে বাবাজী তখনি॥
হইয়াছে অভিমান করেন অনুমান।
বন্ধুর চাতুরী এই প্রীতিরই সমান॥
চম্পটি বাবাজীর নহে পরিচিত।
বন্ধুর আত্মীয় বলে সবে অনুগত।
বন্ধুকে উপাস্য ভাবে করিছে সেবন।
সতর্কতার বাবাজী হেরেন প্রয়োজন॥
সখ্যরূপে বাবাজী হেরেন বন্ধুরে।
দাস্য ভাবে এইখানে সবে সেবা করে॥
মধ্যাহ্নে আহারকালে ঘটিল বিপত্তি।
তুলসীযোগে ভোগ ভিন্ন গ্রহণে আপত্তি॥
প্রভুর অধরামৃতে নাহিক বিচার।
চম্পটি গ্রহণে ভোগ বসে বার বার॥
বাবাজী বলেন পুনঃ বিষয় বচনে।
ভোগ ভিন্ন অন্য কিছু অক্ষম গ্রহণে॥
চম্পটি বাবাজীর প্রতি হলেন বিরূপ।
স্বাতন্ত্র্যে দেব না বাধা ভাবি হন চুপ॥

অপরাহ্নে শুনিলেন জগবন্ধুর বাণী।
আলমবাজারে যেতে হইবে তখনি॥
চম্পটি বলিলেন বাবাজীর প্রতি।
গঙ্গার ঘাটের দিকে কর তুমি গতি।
ঘাটে অবস্থিত ছিলেন ফটিক মজুমদার।
বাবাজীরে বলিলেন নৌকায় উঠিবার॥
প্রণাম করিয়া বাবা সুরধুনী জলে।
নৌকা আরোহণ করেন অতি কুতূহলে।
ছইয়ের দ্বারেতে হেরেন বস্ত্র আচ্ছাদন।
জগবন্ধু আছেন ভাবি আনন্দে মগন॥
ভিতর হইতে বন্ধু কণ্ঠের নির্দ্দেশে।
বাবাজীরে ডাকিবেন আপন সকাশে॥
লীলার স্বরূপ আর বিকাশ কথন।
দুই বন্ধু নির্জ্জনে করেন আলাপন॥
প্রশ্নমালা বন্ধু দিলেন প্রীতিতে ছড়ায়ে।
ভাবাজী উত্তর দেন ভাবাবিষ্ট হয়ে॥
"ব্রজ আর মথুরা দ্বারকা তিন ধামে।
পূর্ণতম পূর্ণতর পূর্ণ হরি ক্রমে॥
অতএব পূর্ণতম শ্যাম নটরাজ।
পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন ব্রজেতে বিরাজ॥
মদন মোহন রূপে স্বরূপ বিকাশ।
ভক্তহৃদি ভূমিতে করেন নিবাস॥
নাম নামী জিহ্বাতে বিরাজিত যবে।
হৃদয় বিলাস ভূমি প্রকৃত প্রস্তাবে॥
ক্রমেতে আসিল নৌকা গন্তব্যস্থানে।
বন্ধু অগ্রসর হন শিবিকাবোহণে॥

পদব্রজে বাবাজী হন অগ্রসর।
একটি নির্জ্জন গৃহ বাগান ভিতর ॥
নির্জ্জনতা হেরি বাবাজী হন আনন্দিত।
সবে মিলি সেইখানে হইলেন স্থিত ॥
জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ী কালীকৃষ্ণ নাম।
করেছেন আলমবাজারে শখের বাগান ॥
জগবন্ধু করেন সেথা ভক্ত সহবাস।
পূর্ব্ব নিয়মে সাধন ভজন করেন রামদাস।
আবদ্ধ ঘরেতে বন্ধু থাকেন একেলা।
বাবাজীকে ডেকে নেন মধ্যরাত্রি বেলা।
দুই জনে নির্জ্জনেতে করেন প্রসঙ্গ।
নব আস্বাদনে পুরে বাবাজীর অঙ্গ ॥
মধ্যাহ্নে সবাই করে প্রসাদ আহার।
বাবাজী করেন কিন্তু স্বতন্ত্র আচার ॥
চম্পটি বাবাজীরে দেন টিটকারী।
মাঝে মাঝে হানে বাক্য উপহাস করি ॥
নীরবে বাবাজী সব করেন হজম।
ব্রজপ্রাগ কালে বৃশ্চিক দংশন স্মরণ ॥
হরি নাম সম্প্রদায় বন্ধু করেছে গঠন।
ভক্তগণ মিলি করে নগর কীর্ত্তন ॥
কীর্ত্তনে যায় সবে বাবাজীরে করি হেলা।
বাবাজী কীর্ত্তন করেন একেলা একেলা ॥
কালীকৃষ্ণ ঠাকুর হন সহসা বিরক্ত।
বাগান বাড়ী সেদিন হতে হল পরিত্যক্ত ॥
সেখান হইতে সবে চেতলাতে যান।
কিছুদিন চেতলাতে করেন অবস্থান ॥

চেতলা ছাড়িয়া সবে কলিকাতা যান।
দ্বিতল এক বাস গৃহ পাশে রামবাগান॥
নিকটেতে ডোম পাড়া চারিদিক ঘিরি।
নানারূপ অপরাধ খুন জখম চুরি॥
বাড়ীর মালিক পত্নী বৃদ্ধা শোকাতুর।
বাবাজীরে স্নেহ তিনি করেন প্রচুর॥
স্বতন্ত্র আহার তাঁরা করেন ব্যবস্থা।
প্রতিশ্রুত হন মাতা করিতে সংস্থা॥
জগবন্ধু নাহি যান ঘরের বাহিরে।
স্নান সমাপন করেন আনা গঙ্গানীরে॥
বাবাজী স্মরণ করেন মধ্যরাত্রি জাগি।
কুঞ্জ ভঙ্গ গান করে যান স্নান লাগি॥
যাইতে আসিতে পথে করেন কীর্ত্তন।
ডোম পাড়া চাষী পাড়া করেন পরিক্রমণ॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(ডোম পাড়ায় নগর কীর্ত্তন)

বন্ধুর নির্দ্দেশে অন্য সব ভক্ত দল।
প্রণাম করি দ্বারে দ্বারে গাহিত টহল॥
জগবন্ধু করিলেন নব প্রস্তাবনা।
বাবাজী কীর্ত্তনে হবে কর্ষণ বীজ বোনা॥
অন্য সব ভক্ত গণ করিবে লালন।
পতিত উদ্ধার লাগি ব্যবস্থাকরণ॥
বাবাজীর সাথে রাত্রে করেন কীর্ত্তন।
কীর্ত্তনেতে বাবাজীর রস আস্বাদন॥

বন্ধুর রচিত কীর্ত্তন অপূর্ব্ব সুন্দর।
বাবাজী আখরে হল রসের সাগর॥
সুমধুর পদ আর বাবাজী আখরে।
স্বরূপ প্রকাশ হয় বাবাজীর সুরে॥
নিত্য উষায় বাবাজী করেন কীর্ত্তন।
লইয়া কীর্ত্তন কণ্ঠে গঙ্গায় গমন।
পল্লীবাসী হয় সবে কীর্তনে মোহিত।
কীর্ত্তন শুনিয়া তারা হয় জাগরিত॥
তিনটি যুবক হয় কীর্ত্তনেতে সাথী।
নিত্য নিত্য যোগ দেয় নাহিক বিরতি॥
বাবাজীর সঙ্গে তাদের বড় ভালবাসা।
সঙ্গ লাভে সদা মনে লেগেছে লালসা॥
কৃষ্ণবর্ণ সারমেয় বাবাজীর সঙ্গে।
নিত্য সাথী হইয়াছে কীর্ত্তন প্রসঙ্গে॥
গঙ্গা স্নানের পূর্ব্বে উপস্থিত হয়।
কীর্ত্তনান্তে কোথা যেন হয় তার বিলয়॥
কীর্ত্তন শুনিলে তার প্রকাশে বেদনা।
প্রবল বর্ষণে আসর বিরতি ঘটে না॥
একদিন স্নান অন্তে শুনিলেন গীত।
মায়ের চরণে ভক্তের সঙ্গীত নিবেদিত।
শুনিতে শুনিতে গান নামিলেন স্নানে।
আবার চলেন পথে গাহিয়া কীর্ত্তনে॥
ধাবিত শকট এক পড়িল নয়নে।
শব্দ করি কোচওয়ান রাস ধরি টানে॥
বাতায়ন পথে গাড়ীর বাবু একজন।
গাড়ী হতে পথ পানে করে নিরীক্ষণ।

পথ পানে চেয়ে বলে থামিও না আর।
কিসের গরজ এই দেখিতে চোয়াড়॥
বাবুটির হেরি এই নিষ্ঠুর আচরণ।
নির্ব্বাক বাবাজীর বিস্মিত বদন॥
চির সাথী সারমেয় করে ভেউ ভেউ।
বাবাজী ভাবেন চাপে পড়িয়াছে কেউ॥
পিছন দিকেতে ফিরে দেখেন নেহারি।
গীতময় সাধক এক আছে পথে পড়ি॥
কপাল কাটিয়া তার বহিছে শোণিত।
আঘাত কঠিন কিন্তু আছয়ে সম্বিত॥
মুখের দশন এক হয়েছে স্খলিত।
সাহায্য লাগিয়া দৃষ্টিদানে চারিভিত॥
সস্নেহে বাবাজী তারে তুলেন ধরিয়া।
আহত বলেন তারে বিনয় করিয়া॥
ডোম পাড়া নিয়ে মোরে করুন গমন।
মরি যদি সেই স্থানে হউক মরণ॥
ডোম পাড়া আসিলে চিনিল সকলে।
আসিয়াছে রামদাদা নিতাইদাসে তুলে॥
আহত হইয়াছে পথে ভক্ত নিতাইদাস।
ভাই নটবর করে দীনতা প্রকাশ॥
বিনয়ে সবাই বলে করুন করুণা।
না বসিয়ে কিছু কাল মোরা ছাড়িব না॥
মোদের পাড়ায় আছে বন্ধু ভক্ত জন।
হইয়াছে এ পাড়ায় বন্ধু আগমন॥
দেখিয়াছে আপনারে অন্তর হইতে।
সৌভাগ্য না হইয়াছে প্রসঙ্গ করিতে॥

এখানে আসেন এক গোস্বামীপ্রবর।
লইয়াছি তার কাছে আপনার খবর ॥
তার কাছে জানিয়াছি আপনি মহাত্মা।
কোন সম্প্রদায় ভুক্ত বলেননি সেকথা ॥
জগবন্ধুর প্রসঙ্গে যে কথা উঠিল।
বাবাজীর কানে তাহা ভাল না লাগিল ॥
বাবাজীর মন যেন জড়াইছে জালে।
অস্বস্তি অবস্থা এক মানসেতে খেলে ॥
হেরেন বাবাজী কিছু আশ্চর্য্য হইয়া।
চম্পটি তাহারে যেন চলেন এড়াইয়া ॥
যতনে করিয়া স্থির আপনার মন।
নিত্য নিয়মিত কর্ম করেন আচরণ ॥
একদিন জগবন্ধু বাবাজীরে বলে।
ইচ্ছার জন্ম ভাই হয় কোন স্থলে ॥
নেহারিয়া বাবাজীরে বন্ধু নিরুত্তর।
নিজেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন সত্বর ॥
ইচ্ছার অন্য নাম হইল কামনা।
কাম থেকে জন্ম তার আছে ইহা জানা ॥
সুচির যুবতী রতি কামের জননী।
কবলিত হইয়াছে কত শত মুনি ॥
রতি কামে তোর রাম নাই অধিকার।
আমার প্রশ্নের কারণ শুন এইবার ॥
ব্রজ গমনে তোর ইচ্ছার উচ্ছ্বাস।
আপন ইচ্ছায় কিন্তু তুই বাধা পাস ॥
ব্রজে গিয়েছিলি তুই ইচ্ছায় আমার।
স্বচ্ছন্দে গেলি সেথা বাধা করি পার ॥

ব্রজে যেতে তুই এবার নিতান্ত ব্যাকুল।
আপন খাওয়ার যোগাড় করে পশু কুল॥
আসল মানুষ তারে বলে সব জন।
নিজে খেয়ে দশ জনে করে যে পোষণ॥
বড়মুখ হতে এই বাণী নবলব্ধ।
বক্ষ পুটে বাবাজী করেন আবদ্ধ॥
নবভাবে বাবাজীকে করি দরশন।
বন্ধু বলে শীঘ্র ব্রজে করিব গমন॥
নব ভাবে বাবাজী আছেন পূর্ণমনা।
সঙ্গে যাইতে নাহি করেন বাসনা॥
আসনে বসিয়া তিনি জপে দেন মন।
বন্ধুবাণী নবরূপে চিত্ত আন্দোলন॥
খাইয়া করিতে হবে অন্যের পোষণ।
কি করিয়া মানুষ ইহা করিবে সাধন॥
প্রেরিত পুরুষ যবে ভবে আবির্ভূত।
আস্বাদিয়া বস্তু করেন মনে আস্বাদিত॥
চম্পটি সহিত বন্ধু ব্রজ ধামে যান।
উক্ত দল যায় চলি অন্য তীর্থ স্থান॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(একেলা বাবাজী মহাশয়ের টহল কীর্ত্তন; শ্রীমনরাধারমন চরণদাস বাবাজীর প্রথম দর্শন লাভ)

একেলা বাবাজী সেথা করেন সাধন।
আগন্তুক বাসী মনে করে বিচরণ॥

"খাইয়ে খায়" বাক্য ছেয়েছে অন্তর।
স্বতন্ত্রতা বৃত্তি হেরেন ইহার ভিতর ॥
প্রেরিত পুরুষের আছে যাতে অধিকার।
অন্যে আচরিতে গেলে হয় ব্যাভিচার ॥
বদান্য স্বরূপ শুধু নিজে লীলাময়।
আমা হেন অযোগ্যে কেন আদেশ হয় ॥
বাবাজীর হৃদয়ে ভক্তির মহিমা।
আবৃত রাখিয়াছে আপন সুষমা ॥
সূক্ষ্ম দৃষ্টি জগবন্ধু করেছিলেন লক্ষ্য।
উত্তর কালের রাম হবেন কল্প বৃক্ষ ॥
উর্ব্বর হৃদয় ক্ষেত্র হেরি বিস্তারিত।
যতনে করেন বন্ধু বীজ অঙ্কুরিত ॥
ভাবময় হয় শুধু মন আকুলিত।
বাবাজী নিজেরে রাখেন নিত্য কর্ম্মরত ॥
ঊষাকালে স্নানে যান করিয়া কীর্ত্তন।
ভক্ত সারমেয় করে সঙ্গেতে গমন ॥
কোন এক উজ্জ্বল সঙ্কেত পাইয়া।
মাঝে মাঝে কালীঘাটে একেলা যাইয়া ॥
নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী যোগমায়া।
কালীরূপে কালীঘাটে ভক্তে দেন ছায়া ॥
বাবাজী করিয়া আসেন তাঁহারে দর্শন।
আকুলিত ব্যথা মাকে করেন নিবেদন ॥
নব লব্ধ চাঞ্চল্য হৃদি পুরে নিয়ে।
মায়ের চরণে তাহা দেন নিবেদিয়ে ॥
চিন্ময়ী জগন্মাতা ভক্তের সম্বল।
চাঞ্চল্য লাগিয়া তাঁরে দিলেন মনোবল ॥

লব্ধ বাণী ভেদি তাঁর রহস্য কুহেলি।
নবরূপে বিকশিত শতদল মেলি॥
এইভাবে নিত্য গমন হয় মাতৃস্থানে।
পথ আমোদিত হয় অপূর্ব্ব কীর্ত্তনে॥
বাবাজী চলেন পথে মাতায়ে আকাশ।
একদিন দেব যোগে সব পরকাশ॥
বাবাজী চলেন পথে কীর্ত্তনে মাতিয়া।
পিছু হতে সারমেয় উঠিল ডাকিয়া॥
বৃথা নাহি পরকাশে সারমেয় ধ্বনি।
গতির বিরতি করেন বাবাজী আপনি॥
হেরেন সারমেয় ঊর্দ্ধ আস্য করি।
লাঙুল তাড়না করে হেরে এক বাড়ী॥
চিৎপুর পার হয়ে কোম্পানী বাগান।
সেইখানে অবস্থিত এই বাড়ীখান॥
সাহা বাবুর গদি বাড়ী এই পরিচয়।
খোলা দরজা পথে তিনি হেরেন বিস্ময়॥
উপবিষ্ট একমূর্ত্তি নয়ন অভিরাম।
মুণ্ডিত মস্তক তাঁর আকৃতি সুঠাম॥
জপমালা শোভা করে দক্ষিণের কর।
সহজ সরল দৃষ্টি অতি মনোহর॥
উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ তনুর বরণ।
দৃষ্টি ফিরায়ে শুনেন বাবাজী কীর্ত্তন॥
একবার বাবাজীর দিকেতে চাহিয়া।
হঠাৎ নিলেন তাঁর দৃষ্টি ফিরাইয়া॥
একমনে বাবাজী করেন দর্শন।
দৃষ্টিমাত্র হয় মনে তড়িৎ আকর্ষণ॥

পুনরায় বাবাজীরে দেখেন মহাজন।
চারি চক্ষুর মুহূর্ত্তে হয় সম্মেলন॥
স্বল্প সময়ের এই দৃষ্টি বিনিময়।
কে জানে কাহার হৃদি কে করিল জয়॥
বাবাজীর ইচ্ছা জাগে করিতে প্রণাম।
চঞ্চল হইয়া গদি ছাড়ে মহাপ্রাণ॥
বারেক পথের দিকে করি নিরীক্ষণ।
দরজায় বাম হস্ত করেন স্থাপন॥
বাবাজীর পানে মাত্র বারেক চাহিয়া।
ভিতরের দিকে তিনি গেলেন চলিয়া॥
বাবাজী মুহূর্ত্ত তরে শ্রীমূর্ত্তি হেরিয়া।
হৃদয়েতে মূর্ত্তিখানি নিলেন আঁকিয়া॥
অঙ্কিত করিয়া মূর্ত্তি আপন হৃদয়ে।
পথে অগ্রসর হন লীলা কণ্ঠে নিয়ে॥
রসময় ধারা যায় হৃদয়ে বহিয়া।
কীর্ত্তনের পথে পড়েন সেস্থানে থামিয়া॥
বৃন্দাবনে হেরেছেন পুরুষ উৎকৃষ্ট।
বন্ধু ছাড়া কেহ তারে করেনি আকৃষ্ট॥
পুরুষ প্রবর এবার করি দরশন।
নবভাবে জাগে মনে নব আকর্ষণ॥
মানস কামনা করে তাঁর সাহচর্য্য।
বাবাজী ভাবিয়া হন বড়ই আশ্চর্য্য॥
প্রয়াস জাগিল মনে লইতে সন্ধান।
টহল লইয়া পুনঃ দরজায় যান॥
নির্ব্বাক হইয়া তথা করেন বিচরণ।
পুরীর বাবাজী নাম করেন শ্রবণ॥

মনে মনে বাবাজী করেন ভাবনা।
পুনরায় দরশন নাহি সম্ভাবনা॥
করিতে করিতে পথে প্রভাতী কীর্ত্তন।
ফিরিলেন কুটিরেতে হয়ে ক্ষুণ্ণ মন॥
উদাসীন হইয়াছে বাবাজীর মন।
সম্মুখে হেরেন কার দৃঢ় আকর্ষণ॥
কীর্ত্তনের কালে যদি জাগে কিছু মনে।
ভাবেন হতেছে ইহা কৃপা অবদানে॥
সময়ে বাসনা জাগে আপনার মনে।
নিকটস্থ তীর্থ স্থান যাবেন ভ্রমণে॥
গৃহ কর্ত্রী একদিন ক'ন বাবাজীরে।
হয়েছে উদয় এক ইচ্ছা এ অন্তরে॥
সম্মুখেতে পৌষ মাসের কৃষ্ণা একাদশী।
চল বাবা কুলের পাটে মেলা দেখে আসি॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

(শ্রীশ্রীমন রাধারমণ বাবাজীর পুনর্দর্শন)

মাতৃসুলভ রায় পত্নীর এ আদেশ।
বাবাজীর ধারণায় অলৌকিক নির্দ্দেশ॥
দশমী প্রত্যূষ যবে নৌকা আরোহণে।
অন্য যাত্রী মিশালে চলেন দর্শনে॥
পথে পড়ে পানিহাটি আর হালিশহর।
যাত্রীরা নামিয়া পড়ে একে অন্যের পর॥
প্রদক্ষিণ পূজা আদি করি সমাপন।
নৌকায় আসিয়া পুনঃ করে আরোহণ॥

বাবাজী একেলা বসি ভাবেতে আবদ্ধ।
কুলিয়া পাটেতে তার মন যে নিবদ্ধ॥
সন্ধ্যায় ভিড়িল নৌকা শ্রীপাটের ঘাটে।
স্নানাদি সারিয়া সবে পৌঁছান শ্রী পাটে॥
স্মৃতির আবেশে ভরে বাবাজীর মন।
শ্রীগৌরাঙ্গের হয়েছিল হেথা আগমন॥
দেবানন্দ পণ্ডিতেরে করেন মার্জ্জনা।
বিপদ ভঞ্জন পাট সকলের জানা॥
সাষ্টাঙ্গে বাবাজী হলো ধূলিতে লুণ্ঠিত।
প্রতি পরমাণু মাঝে ক্ষমা লুক্কায়িত॥
চাপাল গোপাল লভে মার্জ্জন দুর্লভ।
সর্ব্বত্র মিশিয়া আছে প্রভুর বৈভব॥
শ্রীনিবাস শিবানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গ সঙ্গে।
বিহার করেন হেথা আনন্দিত অঙ্গে॥
উঠিয়া বাবাজী পুনঃ হন অগ্রসর।
অদূরে হেরেন মন্দির শোভা মনোহর॥
যখন যে দৃশ্য পশে বাবাজী লোচনে।
প্রকট গৌরাঙ্গ লীলা ভাসে যে স্মরণে॥
মন্দির হইতে আসে কীর্ত্তনের সুর।
মহান ভাবেতে হয় মন ভরপুর॥
কত লীলা পড়ে আজ বাবাজীর মনে।
নীলাচল হতে প্রভু আসে এইখানে॥
নিত্যানন্দ সঙ্গে প্রভু করেন অবস্থান।
ভীড় করে এসে সব গৌর ভক্ত গণ॥
লোকের সংকট প্রভু এড়াবার ছলে।
বাচস্পতি গৃহ হতে আসেন কৌশলে॥

বাচস্পতি গৃহ হতে হেথা আগমন।
অপ্রাকৃত ভাবে বাবা করেন দর্শন॥
শিহরিত বাবাজী ভাবের হিল্লোলে।
নিশ্চয় এসেছেন হেথা প্রভু কৃপা বলে॥
চারিদিকে উঠিতেছে ভক্ত কণ্ঠ ধ্বনি।
নিশ্চয় প্রকট আজ গৌরগুণমণি॥
ভাবঘোরে বাবাজী অগ্রসর হন।
সাগ্রহে শ্রীবিগ্রহ করেন দর্শন॥
সাষ্টাঙ্গে সভক্তি প্রণাম করি সমাপন।
শুনেন পাঠান্তে পুনঃ মধুর কীর্ত্তন॥
উদ্দণ্ড নৃত্য হেরেন হইয়া স্তম্ভিত।
সমগ্র মন্দির যেন হতেছে কম্পিত॥
নৃত্য মাঝে একমূর্ত্তি করি দরশন।
উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠে বাবাজীর মন॥
এইতো করুণাখনি নব জলধর।
প্রেমোন্মাদ হয়ে নাচে কীর্ত্তন ভিতর॥
তিলক শোভিত সেই বিস্তৃত কপাল।
প্রেম ঢুলু ঢুলু চক্ষু শ্রী অঙ্গ বিশাল॥
বুঝিনু এখন হেথা আসার কারণ।
টানিয়াছে অধমেরে করি আকর্ষণ॥
বিরাট পুরুষ এই দুর্লভ দর্শন।
অধীর করিয়া তুলে বাবাজীর মন॥
ইচ্ছা হয় পড়িবারে তাঁর পদতলে।
কি করে যাবেন কাছে ভক্ত জন ঠেলে॥
বাবাজী ভাবেন মনে একেলা একান্তে।
প্রণাম করিব যেয়ে কীর্ত্তনের অন্তে॥

মধ্যাহ্ন অন্তেতে হলো কীর্ত্তন বিরতি।
ভক্তগণ সঙ্গে হলো নিরালায় গতি ॥
বাবাজীর হইল না সেদিনও দর্শন।
কলিকাতায় ফিরিলেন অতৃপ্ত নয়ন ॥
ভাগীরথী বক্ষে প্রভু জানাল প্রার্থনা।
পরিকর মধ্যে হোক আমার গণনা ॥
বাবাজী ভাবেন যত দুচক্ষু মুদিয়া।
চিত্তমাঝে নবমূর্ত্তি উঠিছে ভাসিয়া ॥
প্রকাশিত হতে চায় স্বভাব সংস্কার।
কঠোর শৃঙ্খলায় মন নাহি বসে আর ॥
নাহি আর আসে মনে বন্ধু অভিপ্রায়।
নবদৃষ্ট মহাপুরুষ টানিছে তাঁহায় ॥
স্থান ত্যাগি নবদ্বীপে করিব গমন।
এই চিন্তা বাবাজীর আচ্ছাদিয়া মন ॥
শুভ এই শুক্লা ত্রয়োদশীর তিথিতে।
বাবাজী সঙ্কল্প করেন নবদ্বীপে যেতে ॥
কহিতে পারেনা কেহ দৈবের ঘটন।
জগবন্ধু সহসা আসি উপস্থিত হন ॥

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

(জগবন্ধুর পুনঃ আগমন—জগবন্ধুর সঙ্গে নবদ্বীপ পরিক্রমা
দোল পূর্ণিমায় সূর্য্যগ্রহণকালে ভজনিতাইগৌর
রাধেশ্যাম হরেকৃষ্ণ হরেরাম নাম আস্বাদন)

বন্ধুর সংসর্গে চিত্ত হলো পূর্ব্ববৎ।
তাঁহারে বাবাজী বলেন ঘটনা তাবৎ ॥

বাবাজীর কথা শুনে বন্ধু মৃদু হাসি।
নীরব হইয়া থাকেন কিছুনা প্রকাশি ॥
পূর্ব্ববৎ বাবাজীরে করি সম্ভাষণ।
প্রীতির ভাষায় তাঁর মুগ্ধ করে মন ॥
চম্পটি অন্যের সহ থাকিবে অন্যত্র।
এখানে থাকিবি তুই হইয়া স্বতন্ত্র ॥
মাঝে মাঝে মোর সাথে হইবে মিলন।
দোঁহায় করিব মিলি আবার কীর্ত্তন ॥
বাবাজী পূর্ব্বের মতো আনন্দিত মনে।
সময় কাটান কীর্ত্তন আর গঙ্গা স্নানে ॥
জগবন্ধু সেই গৃহে করিছেন বাস।
নিকটে বাবাজী বসে কীর্ত্তনের আশ ॥
নূতন রচিত গীতের খাতাখানা মেলি।
বাবাজীরে বলিলেন নিতে কণ্ঠে তুলি ॥
হঠাৎ বন্ধুর দেহ হলো অনাবৃত।
স্বর্ণোজ্জ্বল লাবণিতে বাবাজী বিস্মিত ॥
সঞ্চারি স্বভাবে স্বরূপ যায় চাপা পড়ে।
স্বরূপ প্রকাশ হয় আবেশ ভিতরে ॥
নেহারেন জগবন্ধু বাবাজীর ভাব।
যাহার যেমন ভাব তার তেমন লাভ ॥
এত বলি বাবাজীরে করেন ইঙ্গিত।
বাবাজীর কণ্ঠে উঠে অপূর্ব্ব সঙ্গীত ॥
অমৃত নিন্দিত কণ্ঠে বাবাজীর গান।
নবভাব নবরূপে হইল উত্থান ॥
বাবাজী তুলেন সুর কাঁপিয়া কাঁপিয়া।
বন্ধু কণ্ঠে শব্দ উঠে থাকিয়া থাকিয়া ॥

দোঁহার বিরহ ব্যথা হয়ে গেল দূর।
মহান ভাবের রসে দোঁহে ভরপুর॥
জগবন্ধু কহিলেন হয়ে গদ গদ।
দোল পূর্ণিমায় প্রভু মর্ত্ত্যে দেন পদ॥
সার্দ্ধ চারিশত বর্ষে যে তিথি সম্মেলন।
দোল পূর্ণিমায় এবার সেই শুভক্ষণ॥
বহিবে যে নবদ্বীপে আনন্দ জোয়ার।
চল যাই নবদ্বীপে মোরা এইবার॥
অন্যস্থানে আজ আমি যাইব নিকটে।
সংবাদ পাইলে যাবি আহিরিটোলা ঘাটে॥
নবদ্বীপ যাত্রা এবার হলো নবরঙ্গে।
পূর্ব্বে যান জগবন্ধু এবার নহে সঙ্গে॥
নবদ্বীপে বাবাজীর হয় আগমন।
কোথাও না হইল তার বন্ধু দরশন॥
তত্ত্ব নিয়ে জানিলেন চম্পটি সদনে।
নিরালাতে জগবন্ধু অনীহা দর্শনে॥
নবদ্বীপে শুনিলেন অনেকের বিশ্বাস।
তীর্থ ধামে হইয়াছে গৌরাঙ্গ প্রকাশ॥
হরি সভায় করেন বাস অতি সঙ্গোপনে।
অনুমতি নাহি দেন কাহারও দর্শনে॥
সখ্য ভাবে বন্ধু ভাবে ভজেছে যাঁহারে।
তপানুভূতিতে তাঁকে পাইনে গোচরে॥
মনেতে উঠিল এক প্রবল ঝটিকা।
সবারে এড়িয়ে সদা র'ন একা একা॥
অবশেষে উপনীত সেই শুভদিন।
রাহুগ্রাসে দিবাকর হয়েছে মলিন॥

সেই তিথি সেইবার সেই গ্রহ যোগ।
উল্লাসে সবাই করে লীলা উপভোগ॥
বাবাজীর মনে কিন্তু নাহিক উচ্ছ্বাস।
পঞ্জর ভাঙ্গিয়া শুধু পড়ে দীর্ঘশ্বাস॥
হঠাৎ গৌরাঙ্গ লীলা চিত্তেতে ভাসিল।
লীলার আবেশে সব দুঃখ দূর হলো॥
আবেশের মাঝে যেন পশিছে শ্রবণে।
আগমন লীলা যেন শুনেন কীর্ত্তনে॥
সংকীর্ত্তন মাঝে হয় প্রভুর আবির্ভাব।
গ্রহণ ছলেতে প্রচার কীর্তন প্রভাব॥
আপন ইচ্ছায় করেন গ্রহণ আয়োজন।
গাওয়াইতে ভক্তগণে হরিনাম কীর্ত্তন॥
বক্ষ ভাসিয়া যায় নয়নের জলে।
জগবন্ধু আবির্ভূত হন সেই স্থলে॥
দেখিয়া বন্ধুরে বৃদ্ধি হইল কীর্ত্তন।
বিরহ ব্যথায় পূর্ণ বাবাজীর মন॥
হাত ধরে বাবাজীরে সঙ্গ করেন দান।
ক্ষয় হলো বাবাজীর সব অভিমান॥
দুই বন্ধু এক সঙ্গে করেন দরশন।
হেরিয়া প্রকট লীলা অঙ্গে শিহরণ॥
দূরেতে হেরেন এক বৈষ্ণব মিলিয়া।
ভজনিতাই গৌর নাম চলেছে গাহিয়া॥
বাবাজীর মনে উঠে তীব্র আকর্ষণ।
বন্ধুর নৈকট্য ছাড়ি অগ্রেতে গমন॥
একা ভোগে বাবাজীর নাহি লাগে মন।
হাত ধরি জগবন্ধুর করে আকর্ষণ॥

বড় বাবা চরণদাস পুরী ধামে বাস।
এ দল তাঁহার ভাই শুন রামদাস॥
বন্ধুর মুখেতে শুনে এহেন বচন।
চমকিত হইল যে বাবাজীর মন॥
সাহা বাবাজীর ভৃত্য মুখে শুনেছেন নাম।
আলু থালু বিকশিত হয়ে উঠে প্রাণ ॥
জোর করি জগবন্ধু বাবাজীরে টানে।
সযতনে নিয়ে যান দূরে এক স্থানে॥
আঘাটে নিরালা দোঁহে থাকেন বসিয়া।
মধ্য রাত্রে ফিরে যান স্নান সমর্পিয়া॥
নবদ্বীপে সবে আছে আনন্দে মাতিয়া।
বিরহে বাবাজী বুক যেতেছে ভাঙ্গিয়া॥
তাঁহার একান্ত বন্ধু সখ্যতায় বদ্ধ।
হইয়াছেন আজ তিনি আরাধনা সাধ্য॥
যাহার বিরহে বন্ধু হতেন আকুল।
আজ কেন আচরণ হেন প্রতিকূল॥
বাবাজীর প্রাণে তাই বাজে অন্য সুর।
হবেন নিঃসম্পর্ক চলে যেয়ে দূর॥
সহায় হইবে শুধু একমাত্র নাম।
এখনি ছাড়িয়া যাব নবদ্বীপ ধাম॥
সঙ্কল্প জানান তিনি বন্ধুর সকাশে।
নিরুত্তর জগবন্ধু উত্তর না আসে॥
ডোম পাড়ার কিছু ভক্ত আসে অন্য দলে।
কলিকাতা বাবাজী যান তাদের মিশালে॥

ষষ্ঠ পর্ব্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

(জগবন্ধুর আশ্রয়চ্যুতি—নবজীবনে নতুন অনুরাগ)

কলিকাতায় বাবাজী ভারাক্রান্ত মন।
অন্তরে আশঙ্কা করেন নব বিবর্ত্তন॥
ভাবেন মনেতে কভু যাবেন অন্যত্র।
মন কিন্তু চাহে না সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য॥
আবার মনেতে লয় যাই বৃন্দাবন।
ভাবেন বন্ধু হেথা করেছেন স্থাপন॥
এইভাবে দোটানার চলে আকর্ষণ।
হঠাৎ হইল সেথা বন্ধু আগমন॥
এইবার জগবন্ধুর অন্য আচরণ।
গবাক্ষ পথেতে শুধু হইবে দর্শন॥
চম্পটি করিলেন আদেশ প্রচার।
রামদাসের প্রতিও হবে এই ব্যবহার॥
জগবন্ধুর আরতির হলো প্রচলন।
পদাবলী গানে হয় তাঁর জাগরণ॥
দুই বেলা ভোগ রাগ হয় সমর্পণ।
চম্পটি আদেশে সবে সেবায় মগন॥
বাবাজীরে চম্পটি কহিল ডাকিয়া।
আমাদের সঙ্গ লও সেবার লাগিয়া॥

বুঝিলেন বাবাজী চম্পটি কথায়।
বন্ধুরে বাবাজী হতে দূরে নিতে চায়॥
মনেতে করেন স্থির যাবেন বৃন্দাবন।
পূর্ব্বেই সংঘটিত হলো এক অঘটন॥
চম্পটি আদেশ করেন ভোরেতে টহলে।
বন্ধুর বন্দনা গীতি গাহিবে সকলে॥
বাবাজী নীরব রহেন শুনিয়া ব্যবস্থা।
মনেতে ভাবেন কিন্তু চরম অবস্থা॥
নিশাতে হইল তাঁর ভারাক্রান্ত মন।
মৃদু সঙ্গীতে করেন ভাব প্রকাশন॥
সঙ্গীতের ভাষা পশে চম্পটির কানে।
বাবাজীর কাছে আসে ক্রোধাক্ত লোচনে॥
আসিয়া তাঁহার অঙ্গে করিল আঘাত।
বাবাজী বিহ্বল হলো এতে অকস্মাৎ॥
পুনঃ পুনঃ শ্রীঅঙ্গে করিছে প্রহার।
উগ্র চম্পটি ক্রোধে শেষ নাই তার॥
জগবন্ধু সে সময় ছিলেন জাগিয়া।
বাবাজী বিষণ্ণ হলো উপেক্ষা হেরিয়া॥
চম্পটি বাহিরে দিল তাঁহারে ঠেলিয়া।
বাবাজী আঘাত পেয়ে উঠেন কাঁদিয়া॥
হঠাৎ হইল সেথা জন সমাগম।
সকলে জিজ্ঞাসা করে লাঞ্ছনা কারণ॥
বাবাজীর সহ্য শক্তি বৃক্ষের সমান।
কাহারও কথায় তিনি নাহি দেন কান॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(নটবর দাসের কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ—ডোম পাড়ায়
হরিসংকীর্ত্তনের দল গঠন শ্রীভৈরব গোস্বামীর
নিকট হইতে ইষ্টমন্ত্র লাভ)

নটবর দাস সেথা আসিল ছুটিয়া ।
স্থানান্তরে চলে গেল বাবাজীরে নিয়া ॥
বাহ্য দৃষ্টে হেরি এই নিঠুর আচরণ ।
কোনরূপ আলোচনা হবেনা শোভন ॥
বাবাজীরে গড়িবেন শ্রীবন্ধু সুন্দর ।
হরি নাম বিলাইতে প্রতি ঘর ঘর ॥
বন্ধু প্রতি বাবাজীর আকর্ষ প্রচুর ।
আঘাত হানিয়া তাহা করিলেন দূর ॥
হরি নামের চারা আজ হইয়াছে বড় ।
ফল তার খাবে সব চণ্ডাল পামর ॥
গাছ নিয়ে নিক এখন শ্রীরাধরমণ ।
ঈপ্সিত উদ্যানে তাঁর করুন রোপণ ॥
নিত্যানন্দ প্রেমে পাগল শ্রীরামদাস ।
প্রকটিত নিত্যানন্দ পুরীতে প্রকাশ ॥
ভাবী জীবনের হলো শুভ এ সূচনা ।
বিষয়ের কীট মোরা নাহি আলোচনা ॥
বাবাজী বলিতেন এই কৃপাদণ্ড ।
মহতেই বুঝে শুধু মহতের কাণ্ড ॥
নটবরের কুটিরে বাবাজীর বাস ।
বন্ধু প্রদর্শিত পথে তখনও বিশ্বাস ॥

নিত্য কৃত্য পূর্ব্ববৎ করেন বিধি মতে।
উষাণ কীর্ত্তন নিয়ে চলেন স্নানেতে॥
ডোম পাড়ার কতিপয় মানুষ মিলিয়া।
কীর্ত্তনের দল এক তুলিল গড়িয়া॥
সুকণ্ঠ শ্রীবাবাজী তাহাদের নিয়া।
কীর্ত্তন করেন এখন ঘরে ঘরে গিয়া॥
একাদশী নিশাতে হয় কীর্ত্তন আনন্দ।
বাবাজী সুরেতে তুলেন লীলার প্রবন্ধ॥
মুহুর্মুহু চারি দিকে হরি ধ্বনি হয়।
অশ্রু কম্প বিকারাদি দেহেতে উদয়॥
কীর্ত্তনে সম্বিত হারান নাম শশী দাস।
বাবাজীর দেহে হয় বিভূতি প্রকাশ॥
শশীদাসে শোয়াইল বাবাজী চরণে।
সম্বিত ফিরিয়া আসে আকুল ক্রন্দনে॥
ডোম পাড়ায় হরি সভা করেন গঠন।
ভক্ত জন সহ সদা করেন কীর্ত্তন॥
জগবন্ধু চলে গেছেন কলিকাতা ছাড়ি।
বাবাজী করেন চারণ সদা স্মৃতি তাঁরি॥
স্বতন্ত্র হইয়া তাঁর কীর্ত্তন করিতে।
মাঝে মাঝে বাধা পান আপনার চিতে॥
উদ্বিগ্ন বাবাজী চিত্তে হয় আলোড়ন।
নটবর প্রভাতে আসে করিতে কীর্ত্তন॥
প্রণামান্তে বাবাজীরে করে সম্বোধন।
তাহাদের গুরুদেবের হয়েছে আগমন॥
ভৈরব চন্দ্র গোস্বামী তাঁর পরিচয়।
বাসনা তাঁহার সাথে যেন দেখা হয়॥

নিরুত্তরে বাবাজী বসেন আসনে।
সন্দেহ উথলি উঠে নটবর মনে॥
সে দিন বাবাজী ভিক্ষায় না করে গমন।
সারাদিন কাটালেন করি অনশন॥
সন্ধ্যায় গোস্বামী আসেন নটবর ঘরে।
নটবর আসিলেন বাবাজীর দ্বারে॥
দর্শনে যাইতে বিনয় করে বাবাজীরে।
বাবাজী না কোন কথা বলেন উত্তরে॥
দেখিলেন বাবাজীর নাহিক প্রয়াস।
নটবর ঘরে ফিরে হইয়া হতাশ॥
সন্ধ্যাকালে গোস্বামী করেন কীর্ত্তন।
নিত্যানন্দের শ্রীপদে আত্মসমর্পণ॥
এহেন কীর্ত্তনে না হয় বাবাজীর স্থিতি।
কীর্ত্তনে লুটিয়া যিনি করেন প্রণতি॥
সকলের মনে হয় বিস্ময় উদয়।
কোন ভাবে আছে আজ নিত্য প্রেমময়।
কীর্ত্তনান্তে গোস্বামীর সেখানেই স্থিতি।
নিশাকালে করিলেন আহার বিরতি॥
রাত্রিতে করিয়া আছেন গোস্বামী শয়ন।
মধ্যরাত্রে বাবাজী তথা করেন আগমন॥
গোস্বামীর চরণদ্বয় যতনে স্পর্শিয়া।
প্রণাম করেন তাঁরে ভক্তি যুক্ত হইয়া॥
গদ গদ স্বরে বলেন ওগো কৃপাময়।
মন্ত্র দিয়া মোরে দান করুন আশ্রয়॥
আসিয়াছি হেথা পেয়ে নামের প্রেরণা।
আশা মোর না করুন আমারে বঞ্চনা॥

নামের প্রেরণা যবে পেলে রামদাস।
নিতাইয়ের কাছে করি প্রার্থনা প্রকাশ॥
গুরু রূপে কৃপা করি করেছ গচ্ছিত।
সেই ধনে নিজ জনে করহ সিঞ্চিত॥
এ তোমারি খেলা প্রভু জানি দয়াময়।
চিহ্নিত জনের হোক তোমাতে আশ্রয়॥
এই বলি বাবাজীরে বক্ষপুটে নিয়ে।
বেষ্টনিয়া বাহুলতা ধরেন জড়িয়ে॥
যুগল শ্রবণে করেন মহামন্ত্র দান।
আনন্দে হিল্লোলি উঠে বাবাজীর প্রাণ॥
সাশ্রু নয়নে গোস্বামী বলেন বচন।
নিয়ম নাই জানা মোর করিতে সাধন॥
নাম নামী অভিন্ন নামের স্বরূপ।
বিরাজে নামের সঙ্গে স্বয়ং বিশ্বরূপ॥
জীবের কর্ত্তব্য শুধু নাম আরাধনা।
এইমাত্র শাস্ত্র বাক্য আছে মোর জানা॥
নাম সেবা হোক তব নিত্য আরাধনা।
আপনি দয়াল এসে জোগান প্রেরণা॥
তিন শত্রু পথে এসে বাধা দিতে পারে।
প'ড়োনা কখনও তুমি এদের খপ্পরে॥
শূকরীর বিষ্ঠা বলি প্রতিষ্ঠা এড়াবে।
নরকের মতো জ্ঞান করিবে গৌরবে॥
অভিমান রসে কভু নাহি হবে মত্ত।
তিন ত্যাগ করিলাম ভজ আবরত॥
শ্রদ্ধাভরে গুরুবাক্য বাবাজী শুনিয়া।
হৃদয়ের পাত্রে তাহা নিলেন লিখিয়া॥

ভূমেতে লুটায়ে বাবা করিলেন গড়।
তোমার সামগ্রী প্রভু তুমি রক্ষা কর॥
বলিয়া গোস্বামী লন বাবাজীরে বুকে।
গগন বিদীর্ণ করে নিত্যানন্দ ডেকে॥
নটবর দাস করে ভোগের আয়োজন।
স্বহস্তে বাবাজী করেন তাহার রন্ধন॥
নিবেদন করি ভোগ তুলসীর যোগে।
পরশ করিয়া দেন গোস্বামীর আগে॥
অধর অমৃত বাবাজী করিয়া গ্রহণ।
ধীরে ধীরে আপন স্থানে করেন গমন॥
দুইদিন গোস্বামীর সেথা অবস্থান।
তারপর করিলেন অন্যত্র গমন॥
যাত্রাকালে বাবাজীরে পুনঃ সম্ভাষয়।
নাম প্রেম মর্ত্ত্য জীবের নিজ সম্পদ নয়॥
রাধারাণীর ভাণ্ডার হতে নিতাইচাঁদ হরে।
যাচিয়ে বিলায়েছেন দুয়ারে দুয়ারে॥
অনন্ত স্বরূপ চলে আজিও বিলান।
গতি তার অবিরত নাহিক বিরাম॥
যাঁহার মাধ্যমে হয় নামের প্রকাশ।
তাঁহার মধ্যেতে ভেবো নিতাই বিকাশ॥
এই আস্বাদনে জীব হইল সমর্থ॥
ধরায় জনম তাঁর হইবে কৃতার্থ॥
আদর্শ হোক এই তোমার জীবনে।
যখন যা প্রয়োজন নিতাই দেবে এনে॥
সত্য বস্তু বাবাজীর ঘটায় সন্তোষ।
আপনি ভুঞ্জিয়া বস্তু না পান পরিতোষ॥

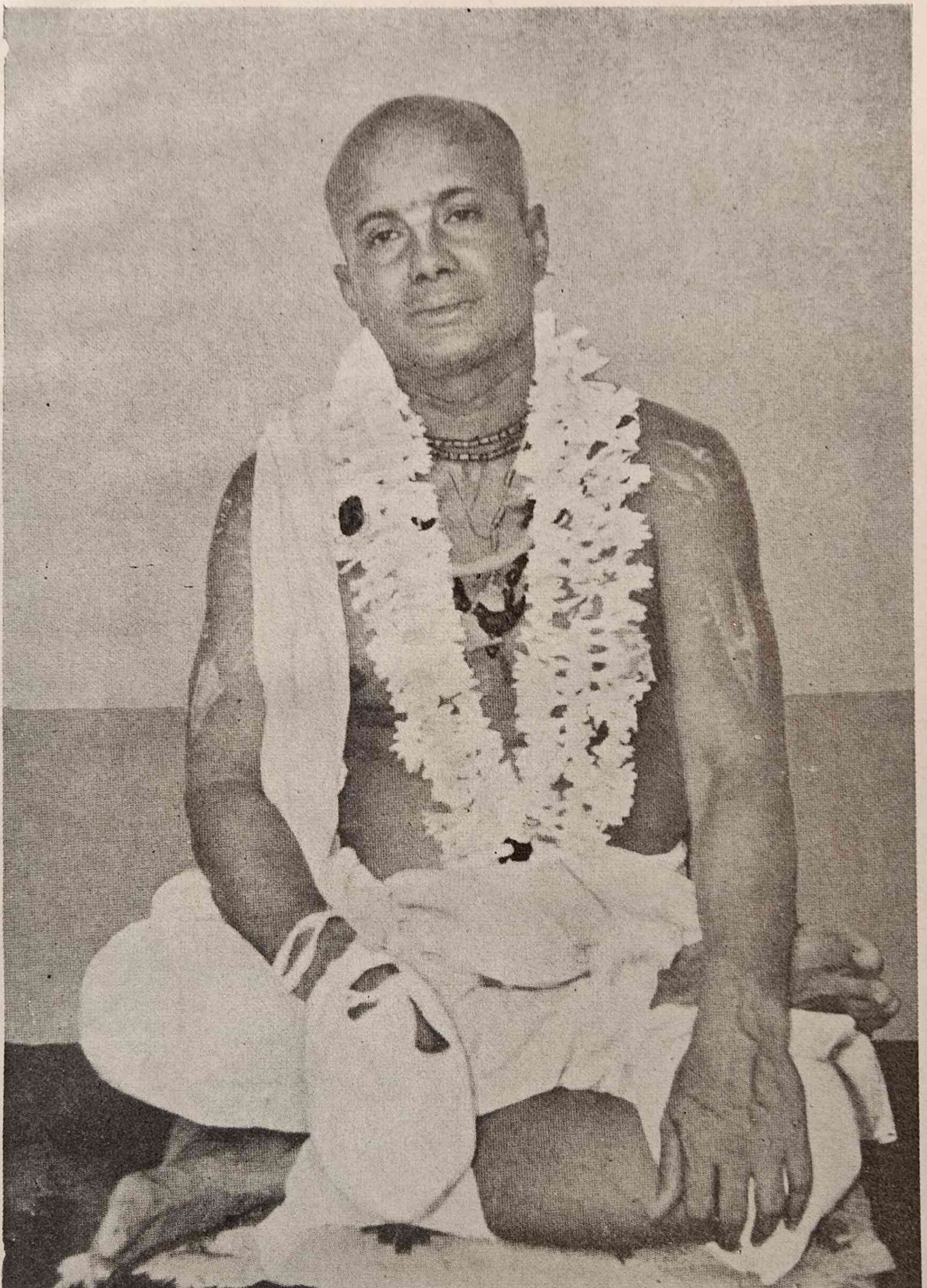

শ্রীমদ্ সনাতনদাস বাবাজী

ধন মোর নিত্যানন্দ গাহিয়া গাহিয়া।
বাবাজী ভ্রমণ করেন দ্বারে দ্বারে গিয়া॥
একদিন দক্ষিণেশ্বর যাইবার কালে।
বরাহনগরে তাঁরে নটবর বলে॥
সম্মুখে চাটাই ঘেরা এ কামার বাড়ী।
ফিরিবার কালে ইহা যাব দর্শন করি॥
গৌরাঙ্গ বিগ্রহ আছে তথায় স্থাপিত।
ভক্তগণ আরতির লাগিয়া প্রস্তুত॥
শান্ত পরিবেশ আর মধুর কীর্ত্তন।
করুণা করিল স্পর্শ বাবাজীর মন॥
আরতির পরে শুরু শ্রীগুরু বন্দনা।
বাবাজীর মনে জাগে অপূর্ব্ব মূর্চ্ছনা॥
কীর্ত্তন সমাপ্ত হলে বাবাজীরে নিয়া।
নটবর দাস চলে পথে বাহিরিয়া॥
নিঃশব্দে উভয়ে করে পথেতে গমন।
গাম্ভীর্য্য বাবাজী মুখে না সরে বচন॥
এই ভাবে রামবাগানে হন উপনীত।
বাবাজী হলেন তাঁর নিত্যকর্ম্মে রত॥
পরদিন নটবর হেরিলেন ভোরে।
ভাবাবিষ্ট বাবাজী চিনেন তাঁহারে॥
আসা যাওয়া করে ব্যস্ত নটবর দাস।
অনেক বিলম্বে হয় সম্বিত প্রকাশ॥
অর্দ্ধ বাহ্যে বাবাজী করেন উচ্চারণ।
করিলাম পুনঃ আজ তোমায় দর্শন॥
একদিন সাহাদের গদিতে দেখেছি।
অন্যদিন কুনিয়ার পাটেতে হেরেছি॥

ছায়ামাত্র দেখিলাম কাল নিশাকালে।
অপূর্ব্ব শ্রী অঙ্গ যেন কীর্ত্তনেতে দোলে ॥
সন্ধ্যায় করেন পুনঃ নাম সংকীর্ত্তন।
কীর্ত্তনে প্রকাশ হয় প্রার্থনা ক্রন্দন ॥
বহু রূপে বহু স্থানে ভ্রমিতেছ তুমি।
জগৎ গুরু নিত্যানন্দ মোরে নাও টানি ॥
বক্ষে তব প্রাণ গৌর তুমি কল্পতরু।
মর্ত্ত্যে আবির্ভূত হয়ে তুমি জগৎ গুরু ॥
জীব মাঝে হেরি আমি তোমার বিকাশ।
ছদ্মবেশে আছে তোমার স্বতন্ত্র প্রকাশ ॥
সর্ব্ব জীবের কর কামনা পূরণ।
হাত ধরে প্রভু মোরে কর আকর্ষণ ॥
কীর্ত্তন শুনিয়া ভাবে যত ভক্ত জন।
রাম দাদা তাহাদের করিবে বর্জ্জন ॥
মনের ভিতরে লভি পূর্ণ আকর্ষণ।
নবদ্বীপ পথে বাবা করেন গমন ॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(নবদ্বীপধাম গমন এবং পরম আশ্রয় লাভ)

নবদ্বীপে হরি সভায় হয়ে উপনীত।
না হেরেন কাহারে তিনি পূর্ব্ব পরিচিত ॥
বাবাজী তাহাতে কিন্তু না হন হতাশ।
হৃদি রত্নাকরে বহে অপূর্ব্ব উল্লাস ॥
পাইলেন দুই দিন পরে পরিচয়।
বাবাজী শ্রীনবদ্বীপ দাস মহোদয় ॥

আলাপনের তৃতীয় দিবস অন্তর।
শুভ সংবাদ তাঁর কাছে হইল গোচর॥
নবদ্বীপ দাদা আসি কন বাবাজীরে।
ডুবাব তোমারে আজ কৃপাসিন্ধু নীরে॥
যাঁহার দর্শন আশে সদা ভরা মন।
আজ তাঁরে করাইব তোমাকে দর্শন॥
বাবাজীর দেহ তরী কাঁপে টলমল।
বাষ্প রুদ্ধ চক্ষু তার হইল সজল॥
উভয়ে যাইতে পথে হয় আলাপন।
মহাত্মার নাম হলো শ্রীরাধারমণ॥
যাঁর মাঝে নিতাই চাঁদ হয়ে কৃপান্বিত।
বান্ধব স্বরূপ তাঁর করেন প্রকটিত॥
তাঁর কাছে শ্রীরাধারমণ চরণদাস।
দাদা রূপে নিজ স্বরূপ করেন প্রকাশ॥
হেন ভক্তে বসাইয়া কনিষ্ঠের আসনে।
সমর্পণ করেন গৌরাঙ্গ স্বরূপ চরণে॥
জগৎগুরু নিত্যানন্দ প্রেমানন্দ স্বরূপ।
জগতের যত গুরু নিত্যানন্দ রূপ॥
গুরু রূপের এই ব্যাখ্যা করিয়া গ্রহণ।
বিভাবিত হয়ে পড়ে বাবাজীর মন॥
দোল গোবিন্দের আখড়ায় শ্রীরাধারমণ।
ভক্ত সঙ্গে কৃষ্ণ কথা করেন আলাপন॥
নবদ্বীপ দাদা তথা বাবাজীরে নিয়া।
উপনীত হইলেন সম্মুখেতে গিয়া॥
দর্শনে পুলক বহে বাবাজীর মনে।
সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠে সেই শিহরণে॥

এইতো সে শ্রীমূর্ত্তি পুরুষ প্রধান।
প্রথম দর্শনে চুরি করেছিল প্রাণ ॥
তারপর কামার পাড়ায় অপূর্ব্ব দর্শনে।
আমাকে টানিয়াছিল প্রবল আকর্ষণে ॥
কৃপারজ্জু সহযোগে আমারে বাঁধিয়া।
প্রতিকূল স্থান হতে এনেছে টানিয়া ॥
নবদ্বীপ দাদা ঘরে করেন গমন।
পশ্চাতে বাবাজী যেয়ে স্পর্শেন চরণ ॥
শ্রীমুখে বিরাজ করে স্নিগ্ধোজ্জ্বল হাসি।
নেত্র প্রান্তে বিরাজিছে করুণার রাশি ॥
চকিতে বাবাজী প্রতি পড়িল নয়ন।
চার চোখে এইবার হইল মিলন।
সংক্ষেপে নবদ্বীপ দাদা দেন পরিচয়।
জগবন্ধু সাহচর্য বিস্তারিয়া কয় ॥
হাসির আভাস ফুটে সুতৃপ্ত আননে।
উঠিয়া দাঁড়ান আপন উদ্দেশ্য সাধনে ॥
স্থাণুবৎ বাক্যহীন বাবাজী বিরাজে।
শ্রীরাধারমণ তাঁরে নেন বক্ষ মাঝে ॥
অমিয় সিঞ্চিত বক্ষের পরশ পাইয়া।
সর্ব্ব অঙ্গ গেল যেন শীতল হইয়া ॥
সিঞ্চিত হতেছে যেন চন্দনের ধারা।
পূর্ণানন্দে বাবাজী হন আত্মহারা ॥
শ্রীরাধারমণ দেহ কাঁপে থর থর।
কালের পৃষ্ঠায় লেখা উজ্জ্বল অক্ষর ॥
বাবাজীর অঙ্গে স্থাপি বাম হস্ত তাঁর।
ভাই রাম বলি তাঁরে করেন অঙ্গীকার ॥

স্নেহ বিগলিত এই মধু সম্ভাষণে।
অমৃতের ধারা বহে বাবাজীর কানে ॥
বাহির হইল সবে উন্মুক্ত পথেতে।
হেরেন প্রস্তুত সবাই কীর্ত্তনেতে যেতে ॥
শ্রীরাধারমণ সবে করেন ইঙ্গিত।
মধুর বাদ্যের ধ্বনি উঠিল ত্বরিৎ ॥
মধুর কণ্ঠেতে পুনঃ ক'ন বাবাজীরে।
নাম ধর ভাই মোর বাধা ফেলি দূরে ॥
অমনি বাবাজী কণ্ঠ ধ্বনিয়া উঠিল।
বর্ণে বর্ণে পূর্ণামৃত বহিতে লাগিল ॥
প্রতি পদে পদে হয় মধুর ক্ষরণ।
প্রতি চরণেতে হয় রস আস্বাদন ॥
মধুচক্রে সংকীর্ত্তন হয় পরিণত।
মিলে আসি আগন্তুক মক্ষিকার মত ॥
কীর্ত্তনে বিকাশ হয় অপূর্ব্ব বাহার।
শ্রীরাধারমণ নিজে সাজেন দোহার ॥
মনে হয় একবৃন্তে দুই শতদল।
গৌর প্রেম সরোবরে ভাসিছে কমল ॥
সহস্র দলেতে হয় একের বিকাশ।
সদ্য প্রস্ফুটিত অন্য নবীন প্রকাশ ॥
বাবাজীরে আশীষেণ শ্রীরাধারমণ।
প্রেম ধনে ধনী হয়ে কর বিতরণ ॥
সমর্পিত করি নাম নিতাই চরণে।
তাঁর মত নাম তুমি বিলাও জনে জনে।
ইষ্ট আদেশ বাবা মাথায় লইয়া।
জীবেরে শেখান ভজন সূচক গাহিয়া ॥

উপসংহার

বৈষ্ণব জগতে ওগো অমূল্য রতন।
উদ্ধারিলে কলি জনে করিয়া কীর্ত্তন ॥
মূর্ত্তিমন্ত ভক্তি রূপে আসি ধরাধামে।
কলি মন কৈলা নাশ গৌর গুণগানে ॥
সর্ব্ব অঙ্গে কোমলতা ভক্তির প্রকাশ।
নয়ন ধারায় বহে ভক্তির উচ্ছ্বাস ॥
কঠোরতা কোন দিন হেরে নাই কেহ।
পতিত পাবন তরে ক্ষমার বিগ্রহ ॥
নিত্যানন্দ আবির্ভূত তোমার আখরে।
পতিত পাবন নাম দিলে ঘরে ঘরে ॥
একনিষ্ঠ ভক্তি ধর্ম্ম আপনি আচরি।
জীবগণে শিক্ষা দিলে কত কৃপা করি ॥
ভাবময় শ্রীবিগ্রহ শ্রীরাধারমণ।
তোমার কীর্ত্তনে তাঁর ভাবের স্ফুরণ ॥
পুলকে কম্পিত দেহ কণ্ঠে ভরা নাম।
পতিত পণ্ডিতে নাই কোন ব্যবধান ॥
অখণ্ড নিষ্ঠায় কত সেবার প্রকাশ।
নর্ত্তনে কীর্ত্তনে হয় ভক্তির বিকাশ ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ পরিকরগণ।
তিথি ধরি তাঁহাদের লীলার কীর্ত্তন ॥
জীব শিক্ষা লাগি তব সূচক কীর্ত্তন।
প্রেম পুলকিত অঙ্গে রথাগ্রে নর্ত্তন ॥

তীর্থ রজঃ তীর্থ বারি অঙ্গের ভূষণ।
অপূর্ব্ব নিষ্ঠায় কত বৈষ্ণব সেবন॥
করাইতে আস্বাদন শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা।
গৌড় ও উৎকলের কত নগর ভ্রমিলা॥
গ্রাম গ্রামান্তরে তব নগর কীর্ত্তন।
পাপী-তাপী লীলারস করে আস্বাদন॥
নিয়ত কীর্ত্তন আর শ্রীনামেতে নিষ্ঠা।
সযতনে এড়ায়েছ লৌকিক প্রতিষ্ঠা॥
কীর্ত্তনের ছন্দ আর শব্দ অলঙ্কার।
বৈষ্ণব দর্শন আর সাহিত্য সম্ভার॥
কর পুটে নিয়ে সব করি নিবেদন।
শ্রীগুরুর পাদ পদ্মে কৈলে সমর্পণ॥
যা কিছু গুরুর ধন নিজে নিঃস্ব রিক্ত।
পবিত্র বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠা বিরক্ত॥
কত লুপ্ত সেবা পুনঃ করিলা প্রচার।
জোগাইলে কত লুপ্ত গ্রন্থের সম্ভার॥
উপমা বিহীন তুমি ওগো অনুপম।
আর না হেরিব কভু ভক্ত তোমা সম॥
মার্গ শীর্ষ মাস তিথি কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী।
১৩৬০ সালে অস্ত গেলা পূর্ণ শশী॥
চারি দিকে অন্ধকার নাহি নির্দ্দেশিকা।
তোমার কৃপায় তবু জ্বলিছে বর্ত্তিকা॥
ছায়াশীতল কল্প বৃক্ষ মূল অন্তর্হিত।
শাখা তার রহিয়াছে তবু বিস্তারিত॥
সংসার যাতনা বিষে তাপিত হৃদয়ে।
জুড়ায় জ্বলন্ত প্রাণ শাখার আশ্রয়ে॥

পবিত্র বৈষ্ণবতীর্থ ও বৈষ্ণব মহাজনবৃন্দ

পাঠ-বাড়ি বরাহনগর

পাঠ-বাড়ি বরানগর সুরধুনি তীরে।
তোমার স্থূল দেহ আছে বক্ষে ধরে॥
বাবাজী শ্রীমধুসূদন অকুণ্ঠ যতনে।
করিছেন সেবা পূজা ভক্তিযুক্ত মনে॥
নিত্য লীলারস তিনি করেন আস্বাদন।
তব লীলা রশ্মি তাঁরে দিতেছে কিরণ॥
অবিরত দেশে দেশে করিয়া ভ্রমণ।
কত অভাজনে করান লীলা আস্বাদন॥
মঙ্গল আরতি পূজা ভজন কীর্ত্তনে।
গ্রন্থ পাঠ ভোগ রাগ তিথি উদ্‌যাপনে॥
পাঠ-বাড়ি হইয়াছে তীর্থ ক্ষেত্র আজ।
স্থূল সূক্ষ্ম দেহে যথা বাবাজী বিরাজ॥
সমাধি পূত স্থানে সেবার ব্যবস্থা।
বাবাজীর প্রিয় কাজে অবিচল আস্থা॥
কঠোর নিষ্ঠায় তাহা করেন উদ্‌যাপন।
জন্ম শত বার্ষিকী উৎসব পালন॥
উড়াইয়া ভক্তি প্রেম নিষ্ঠার নিশান।
বাবাজী শ্রীমধুসূদন করেন অধিষ্ঠান॥
মিনতি জানাই মোরা ও রাঙা চরণে।
নিত্য ধন্য কর মোদের লীলা আস্বাদনে॥

শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থ অপূর্ব্ব দর্শন।
মধু কণ্ঠে ভাগবত আচার্য্যের পঠন॥

সুসিদ্ধান্ত ভাষ্য আর ব্যাখ্যা ব্রজ লীলা।
পাঠ বাড়ির পূণ্য ভূমে প্রভু আকর্ষিলা॥
ভাগবত আচার্য্যের আদর্শ মহান।
কেদার রায় রাখিয়াছেন তেমনি অম্লান॥
পরমভাগবত শ্রীরায় গুণের সাগর।
শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত তিনি ভক্তি রত্নাকর॥
প্রেমভক্তি নিষ্ঠা আর জ্ঞানের মিলন।
কেদার রায় নিত্য করেন ভক্তি বিতরণ॥
মূক মোরা ভাষা নাই নাহিক শকতি।
কেদার রায় পদে জানাই আকুল মিনতি॥
রসনা নিঃসৃত মধু শ্রুতি সুখকর।
বহে যেন একই স্রোতে সদা নিরন্তর॥

সদাই প্রেমাশ্রু চোখে সেবা নিষ্ঠা যাঁর।
রামানন্দ দাস নামে পরিচয় তাঁর॥
তুমিই তোমার মাত্র উপমা কেবল।
বর্জ্জিত সকল সঙ্গ সেবাই সম্বল॥
সমাধি দর্শনে যত জন সম্মেলন।
তাদের প্রসাদ তুমি কর বিতরণ॥
সতর্ক পালনে এই বৈষ্ণবীয় ব্রত।
কেহই প্রসাদে কভু না হয় বঞ্চিত॥

বাবাজীর যত্নে গড়া প্রিয় গ্রন্থাগার।
বাবাজী বৈষ্ণবদাস লয়েছেন ভার॥
সুষ্ঠু রক্ষণ আর সুদক্ষ চালনা।
মিলে না সহজে যার কোনই তুলনা॥

তাঁহার প্রসাদে কত জ্ঞানের পিপাসু।
কত তৃপ্তি পাইতেছে সিদ্ধান্ত জিজ্ঞাসু॥
সবার চরণে মোরা জানাই অনুনয়।
দীপ শিখা জ্বলে যেন ম্লান নাহি হয়॥
বৈষ্ণবের প্রেমে যিনি সদা মাতোয়ারা।
কণ্ঠে যার সুমধুর কীর্ত্তনের ধারা॥
হৃদয়ানন্দ দাস কিংবা কালিয়া দাদা রূপে।
বৈষ্ণবের সেবা করেন নীরবে নিশ্চুপে॥

সমাজ বাড়িঃ নবদ্বীপ

জীবের করুণ আর্ত্তি ভক্তের উচ্ছ্বাস।
যে দেহেতে রাধারমণ মর্ত্তেতে প্রকাশ॥
যে দেহ মর্ত্ত্যেতে রাখি বৈকুণ্ঠে গমন।
সমাজ বাড়ি সেই দেহ করেছে ধারণ॥
পুণ্য ভূমি নবদ্বীপ পূত সমাজ বাড়ি।
সখীমার মর দেহও আছে বক্ষে ধরি॥
বাবাজী কানাই দাস ভক্তি অলঙ্কার।
তোমার বর্ত্তিকা হেরি হাতেতে তাহার॥
প্রেম গানে হরি নামে হইয়া মগন।
নিত্য সেবা করিতেছে অখণ্ড মনন॥
নিবেদন তাঁর পায়ে করি বার বার।
রাখুন প্রদীপ জ্বালি নাশি অন্ধকার॥

শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের আশ্রম ঃ পুরীধাম

শ্রীগৌরাঙ্গ পরিকর ঠাকুর হরিদাস।
পুরীধামে আছে তাঁর মঠের প্রকাশ॥
কালের কুটিল গতি প্রভাবে উত্তপ্ত।
করেছিল এই সেবা সাময়িক লুপ্ত॥

প্রেম অবতার প্রভু নিজে রামদাস।
বহু যত্নে করেছেন সেবার প্রকাশ॥
নিতাই দাস বাবাজী ভক্ত মহারাজ।
নামের বর্ত্তিকা নিয়ে করেন বিরাজ॥
সেবা পূজা নিয়ত করেন নিষ্ঠা ভরে।
প্রেম ধন অনিবার বিলান অকাতরে॥
নামিয়াছে অমানিশা অন্ধকার দেশ।
প্রদীপ রাখুন জ্বালি করিয়া নিবেশ॥

ঝাঁজপিঠা মঠ ঃ পুরীধাম

নিত্যানন্দ অবতার শ্রীরাধারমণ।
পুরীধামে ঝাঁজপিঠা মঠের পত্তন॥
বাবাজী স্বরূপ দাস সেবায় নিরত।
তোমার প্রসাদে হোক ভক্তি নিঃসৃত॥

শ্রীধাম বৃন্দাবন গোবিন্দকুণ্ড

পুণ্য গোবিন্দ কুণ্ড তীর্থ বৃন্দাবন।
রজনী দাস বাবাজীর সেবা উদ্‌যাপন॥
আজিও সেবায় রত রামানন্দ দাস।
সেবার মাধ্যমে হয় লীলার প্রকাশ॥
চিরজীবী হোক সেবা শ্রীনাম কীর্ত্তন।
প্রণাম জানাই তোমা আমি অভাজন॥

প্রাচীন মায়াপুর

মহাপ্রভু দাস বাবাজী প্রাচীন মায়াপুরে।
অখণ্ড নিষ্ঠায় নাম জীবেরে বিতরে॥
নাম যজ্ঞ ভোগারতি কৃপা বিতরণ।
গ্রন্থ পাঠ বৈষ্ণব সেবা তিথি উদ্‌যাপন॥

তোমারে জানাই আমি সভক্তি প্রণাম।
তোমার নিষ্ঠায় সেবা থাকুক অম্লান ॥

ভগবানগোলা

বাসুদেব দাস বাবাজী প্রেমে আত্মভোলা।
সেবা পূজা করেন মঠে ভগবানগোলা ॥
নিষ্ঠায় বাবাজী করেন ভক্তি আস্বাদন।
প্রেম গানে ভক্তি মনে লীলার স্মরণ ॥
প্রণমি তাঁহার পদে করিয়া মিনতি।
জ্বালায়ে রাখুন তিনি প্রেম ভক্তি জ্যোতি ॥

ধারসা জগাছা আশ্রম

গোস্বামী ভৈরবানন্দ ভক্তির বিগ্রহ।
ভক্তির যাজন যাঁর ছিল অহরহ ॥
বাবাজী কর্ণেতে মন্ত্র করেছিলেন দান।
যাঁর মন্ত্রে বাবাজীর ভরেছিল প্রাণ ॥
তাঁর পূত কলেবর করিয়া ধারণ।
বর্ত্তমানে ধারসা জগাছা আশ্রম ॥
সমাধির সেবা সেথা রয়েছে প্রকাশ।
নিত্য সেবা করিতেন গোবর্দ্ধন দাস ॥
তাঁহার স্থলেতে সেবা করেন অবিরত।
বাবাজী গোলক দাস গুরু অনুগত ॥
নিত্য সেবা নিত্য পূজা আরতি কীর্ত্তন।
অপূর্ব্ব নিষ্ঠায় হয় তিথি উদ্‌যাপন ॥
প্রার্থনা করি আজ আমি দীন হীন।
সেবার আদর্শ যেন রহে নিশি দিন ॥

বারুইপুর পাঠ-বাড়ি

ভাগবত অনন্ত আচার্য্য ভক্তি নিষ্ঠা ভরে।
স্থাপিলেন পাঠ বাড়ি নিজে বারুইপুরে॥
কত শত অভাজন ভক্তির পিয়াসী।
জুড়াত তাপিত প্রাণ পাঠ বাড়ি আসি॥
নাম গান সেবা পূজা তিথি উদ্‌যাপন।
ধন্য আজ হইয়াছে সেথা সেবাশ্রম॥
নফর দাস বাবাজী স্মরিয়া তোমায়।
নিষ্ঠা ভরে নিয়োজিত সেবায় পূজায়॥
তাঁহারে প্রণাম করি করিয়া প্রার্থনা।
অম্লান রাখুন দীপ যেন তা নিভে না॥

ভক্তিময়ী তরঙ্গিণী পিসিমা

ভক্তিময়ী মাতৃরূপে তরঙ্গিণী পিসিমা।
বাবাজীর গুরু ভগ্নী ভক্তির প্রতিমা॥
প্রেম ভক্তি হীনে কর তুমি প্রেম দান।
গুরু কৃপা তোমা মাঝে জ্বলিছে অম্লান॥

গুরু গৌরবানন্দ স্বামীজি মহারাজ

গুরু গৌরবানন্দ স্বামীজি মহারাজ।
নব দেহে হেরি "রামচন্দ্র কবিরাজ"॥
একনিষ্ঠ গুরু ভক্ত বিজ্ঞ ভাগবত।
সৌম্য সচ্চিদানন্দ কোমল গুরুবৎ॥
নাম আর নামদাতায় কোনো প্রভেদ নাই।
শ্রদ্ধায় তোমারে তাই প্রণাম জানাই॥

আদর্শ সেবাপরায়ণা পোস্তা রাজরাণী

বাবাজী শ্রীরামদাস কীর্ত্তন বিহারী।
কত লীলা করেছেন পোস্তা রাজবাড়ী॥

মাতৃমূর্ত্তি ভক্তিময়ী পোস্তা রাজরাণী।
তীর্থক্ষেত্র করেছিলেন রাজবাড়ী খানি॥
কত না যতন করি কত না নিষ্ঠায়।
সেবা পূজা করিয়াছেন দিবস নিশায়॥
গুরু সেবা নাম জপ বৈষ্ণব সেবন।
গুরু পদে সমর্পিত সদা দেহ মন
বিরহ তাপিত মনে জানাই প্রণাম।
গুরু জ্যোতি তোমা মাঝে থাকুক অম্লান॥

উড়িষ্যার বায়্যা বাবাজী

যে উৎকলে করিয়া নগর কীর্ত্তন।
বাবাজী করেছিলেন গ্রাম পর্য্যটন॥
সেখানে করিছেন সেবা বায়্যা বাবাজী।
বাবাজী বর্ত্তিকা জ্বেলে রেখেছেন আজি॥
থাকুক তাঁহার হাতে প্রদীপ অম্লান।
মুক্ত হোক যত সব পাপী তাপী প্রাণ।

বাঁকুড়া আশ্রম

বাঁকুড়ার গ্রামে এক শিষ্য বাবাজীর।
ভাবেন মনে প্রতিষ্ঠিতে একটি মন্দির॥
পিতার মনের বাঞ্ছা পূরণের তরে।
নীরদ নামে পুত্র তার জমিদান করে॥
তদুপরি টাকাকড়ি করিয়া সংগ্রহ।
শ্রীমন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন বিগ্রহ॥
'নিত্যানন্দ আশ্রম' হলো মন্দিরের নাম।
নীরদবাবুর হলো পূর্ণ মনস্কাম॥
বর্ত্তমান সেবাইত কৃষ্ণচৈতন্য দাস।
শীতল দাস বাবাজীর কাছে নিয়েছেন সন্ন্যাস॥

রামদাস দীক্ষাগুরু, কৃষ্ণার্পিত প্রাণ।
নিশিদিন করিছেন ঈশ্বরের ধ্যান॥

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ ভক্ত সেবাশ্রম—বারাকপুর

ভক্তি বিগ্রহ পূজ্য শীতল দাস বাবাজী।
স্থূল দেহে মর্ত্ত্যধামে না আছেন আজি॥
তাঁহার সমাধি বক্ষে করিয়া ধারণ।
বারাকপুরে সেবাশ্রম মোহান্ত বাবাজী সনাতন॥
শ্রীরামদাস বাবাজীর নিত্য সহচর।
করুণায় মমতায় যোগ্য পরিকর॥
গুরু জ্যোতি প্রতিভাত প্রতি অঙ্গে তাঁর।
পতিত পামর জনে করুণা অপার॥
ভক্তি যোগে অধিষ্ঠিত ভক্ত সনাতন।
মহাপ্রভু নিত্যানন্দ শ্রীবিগ্রহ স্থাপন॥
ভক্তি নিষ্ঠা অশ্রুজল তুলসী চন্দনে।
শ্রীবিগ্রহ সেবা নিত্য হয় এই স্থানে॥
অখণ্ড নাম যজ্ঞ নিত্য উদ্‌যাপন।
অবিচল নিষ্ঠা ভরে গুরুর স্মরণ॥
নিত্য সেবা নিত্য পূজা বৈষ্ণব সেবন।
লীলা গ্রন্থ পাঠ আর নাম সঙ্কীর্ত্তন॥
সিদ্ধ বৈষ্ণব আর পরিকরগণ।
যে তিথিতে করেছেন আগম নিগম॥
যে তিথিতে হয় লীলার বিশেষ বিকাশ।
যে তিথিতে দীন জনে করুণা প্রকাশ॥
সেই সব তিথি ধরি উৎসব পালন।
নাম যজ্ঞ ভোগারতি কাঙ্গালী ভোজন॥

বার্দ্ধক্যে বিকল অঙ্গ বিষয়ের বিষে।
তাপিত পরাণ যত সেবাশ্রমে এসে॥
সত্যদার উপদেশ নাম আস্বাদনে।
অমৃত সিঞ্চন করে তাপ দগ্ধ প্রাণে॥
দীনের শরণ তুমি ভক্ত সনাতন।
দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু অধম তারণ॥
হারায়েছি রামদাস মোরা অভাজন।
তোমার কৃপায় করি লীলা আস্বাদন॥
এই ভাগ্যে যেন মোরা না হই বঞ্চিত।
বিলাও কৃপার কণা তুমি অবিরত॥

সব ভক্তগণ আজ করি নিবেদন।
অন্ধকার নাশি করাও আলোদরশন॥
অস্ত গেছে পূর্ণ শশী করি অন্ধকার।
তোমাদের মাঝে হেরি আলোর বিহার॥
হরি নাম মহীরুহ ছায়া আচ্ছাদনে।
শীতল করিত সব তাপ দগ্ধ জনে॥
চারিদিকে শাখা তার আছে বিস্তারিয়া।
শাখার বাতাসে শীতল পাতকি রহিয়া॥
জিয়াইয়া রাখ শাখা সিঞ্চি প্রেম বারি।
কলুষ অমৃত হোক তাপ নাশ করি॥
আজ এই পুণ্যক্ষণ আবির্ভাব তিথি।
একবার দেখাও মোদের সেই ভক্তি জ্যোতি॥
অন্ধকারে দিশেহারা প্রাণে হাহাকার।
বারেক দেখাও শুধু মূরতি তাঁহার॥
বারেকের তরে যদি পাই দরশন।
হিয়ার মাঝারে তাঁরে করিব গোপন॥

Vrindavan Das
Govind Kund
Vrindavan, Mathura